Contents
মাসিক
আত-তাহরীক
ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা
Web: www.at-tahreek.com
১০ম বর্ষ ১২তম সংখ্যা
সেপ্টেম্বর ২০০৭

Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

১০তম বর্ষ সেপ্টেম্বর ২০০৭ ইং ১২ম সংখ্যা

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

'আত-তাহরীক'-এর এক দশক পূর্তিঃ শুভানুধ্যায়ী সকলকে অভিনন্দন

চলতি সেপ্টেম্বর'০৭ সংখ্যা প্রকাশের মধ্য দিয়ে ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা পত্রিকা মাসিক **আত-তাহরীক** তার প্রকাশনা বয়সের এক দশক পূর্ণ করল। ফালিল্লা-হিল হাম্দ। এই দীর্ঘ পথ-পরিক্রমায় প্রতিকূলতার পাহাড় ডিঙ্গিয়ে যারা সার্বক্ষণিক আমাদের সাথে থেকেছেন তাদের সকলের প্রতি রইল আমাদের আন্তরিক মোবারকবাদ ও প্রাণঢালা শুভেচ্ছা। আর যারা বাধার প্রাচীর বা ষড়যন্ত্রের জাল দেখে সাময়িক থমকে দাঁড়িয়েছেন কিংবা একেবারেই পিছুটান দিয়েছেন তাদেরকেও অভিনন্দন, অন্তত যতদিন আমাদের সাথে ছিলেন সেজন্য। এই সন্ধিক্ষণে আমরা আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই আমাদের সম্মানিত লেখকবৃন্দ, পাঠক-পাঠিকা, গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা ও শুভানুধ্যায়ী সকলকে, যাদের আন্তরিক ও নিঃস্বার্থ প্রয়াস না থাকলে হয়তো এই বাধাসঙ্কুল দীর্ঘ পথ পাড়ি দেওয়া সম্ভব হ'ত না। আমরা শুকরিয়া জানাই **আত-তাহরীক**-এর সম্মানিত পরিচালনা পর্ষদকে, যাদের বিজ্ঞোচিত ও সময়োপযোগী পরামর্শ আমাদেরকে যথোপযুক্ত প্রেরণা যুগিয়েছে। আমরা কৃতজ্ঞতা জানাই **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'** ও **'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'**-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ ও যেলা কর্মপরিষদ সহ সংশ্লিষ্ট সকলকে, তাহরীক প্রচার-প্রসারে যাদের ভূমিকা ছিল সর্বাধিক অগ্রগণ্য। কৃতজ্ঞতা জানাই 'দারুল ইফতা'র সম্মানিত সদস্যবৃন্দকে, যাদের ছহীহ দলীলভিত্তিক ফাতাওয়া **আত-তাহরীক**-এর মানকে আরও সমৃদ্ধ করেছে। সর্বোপরি ধন্যবাদ জানাই **আত-তাহরীক** -এর সম্পাদকীয় বিভাগসহ সকল স্টাফকে, যাদের নিরলস শ্রম ও দৃঢ় মনোবলের বদৌলতে সহস্র প্রতিবন্ধকতায়ও **আত-তাহরীক**-এর নিয়মিত প্রকাশনা ব্যাহত হয়নি।

এই আনন্দঘন মুহূর্তে আমরা গভীর দুঃখ-ভারাক্রান্ত হৃদয়ে এবং পরম শ্রদ্ধা ও কৃতজ্ঞতার সাথে স্মরণ করছি, উপমহাদেশের খ্যাতিমান ইসলামী চিন্তাবিদ, দেশের বরেণ্য শিক্ষাবিদ, দক্ষিণ এশিয়ায় আহলেহাদীছ আন্দোলনের জোয়ার সৃষ্টিকারী ব্যক্তিত্ব, 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীরে জামা'আত এবং মাসিক **'আত-তাহরীক'**-এর স্বনামধন্য প্রতিষ্ঠাতা ও সম্পাদক মণ্ডলীর মাননীয় সভাপতি **প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিবকে**। যিনি চক্রান্তকারীদের গভীর ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে দীর্ঘ আড়াই বছর যাবৎ কারান্তরীণ আছেন। তাঁর অনুপস্থিতি আমাদেরকে বারবার বেদনাহত করছে। মনে পড়ছে, তাঁর পরিচ্ছন্ন হাতের উৎকৃষ্ট সাহিত্যরস সমৃদ্ধ, সর্বাঙ্গসুন্দর, আকর্ষণীয়, সাবলীল, প্রাঞ্জল ও হৃদয়কাড়া সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ-নিবন্ধের কথা। যা পাঠককে শুধু মুগ্ধই নয়; বরং রীতিমত আন্দোলিত করত। দেশ-মাতৃকা এবং ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন ইস্যু নিয়ে লেখা তাঁর গুরুত্বপূর্ণ

Contents

সম্পাদকীয়গুলির বলিষ্ঠ বক্তব্য যেমন ছিল প্রেরণাদায়ক, তেমনি ছিল দিক-নির্দেশনামূলক। অথচ দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, তাঁর উপর রাষ্ট্রীয় যুলুম নেমে আসার পর থেকে বাধ্য হয়ে আমাদের মত নগণ্যদেরকে এই মহান দায়িত্ব পালন করতে হচ্ছে। আমরা **'আত-তাহরীক**-এর সকল পাঠক-পাঠিকা, লেখক-লেখিকা, গ্রাহক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা সহ সকলের নিকটে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের দ্রুত মুক্তির জন্য অন্ত রখোলা দো'আ কামনা করছি।

১৯৯৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসের কোন এক ক্ষণে আধুনিক জাহেলিয়াতের গাঢ় অন্ধকারে নিমজ্জিত বাংলার ঘুমন্ত চেতনাগুলিকে আন্দোলিত করার জন্য এবং পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের তীব্র ঝলকানিতে শিরক-বিদ'আত সহ সমাজে পুঞ্জীভূত সকল প্রকার কুসংস্কার বিদূরিত করার মহান লক্ষ্য নিয়ে **'আত-তাহরীক'** আত্মপ্রকাশ করে। আরবী 'তাহরীক' অর্থ 'আন্দোলন'। আর 'আত-তাহরীক' অর্থ 'বিশেষ আন্দোলন'। ইংরেজীতে যাকে বলা যাবে The Movement অথবা That very Movement। **'আত-তাহরীক'** এমন একটি বিশেষ আন্দোলনের নাম, যে আন্দোলন পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক জীবন গড়ার আন্দোলন; যে আন্দোলন আল্লাহ প্রেরিত সর্বশেষ অহিভিত্তিক সমাজ গঠনের আন্দোলন; যে আন্দোলন বিশ্ব মানবতার মুক্তির আন্দোলন। যে মানুষ নিজের জ্ঞানকে অহি-র জ্ঞানের সামনে বিনা দ্বিধায় সমর্পণ করে দিবে, পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের নির্দেশকে সানন্দে মাথা পেতে নিবে, দুনিয়ার চাইতে আখিরাতকে সর্বক্ষেত্রে অগ্রাধিকার দিবে **'আত-তাহরীক'** তাদেরই মুখপত্র।

বিগত দশ বছরে **'আত-তাহরীক'**-এর আদর্শিক স্বাতন্ত্র্যই বাতিলের ভিত কাঁপিয়ে দিয়েছে। তাহরীক প্রমাণ করতে সক্ষম হয়েছে যে, রায় ও ক্বিয়াসের বাগাড়ম্বর পরিহার করে এবং দল ও মাযহাবী সংকীর্ণতার প্রাচীর চূর্ণ করে দিয়ে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের মাধ্যমে মুমিন জীবনের সকল সমস্যার সমাধান করা সম্ভব। অন্যান্য ইসলামী পত্রিকার সাথে **আত-তাহরীকের** আদর্শিক পার্থক্য এখানেই। মূলতঃ **আত-তাহরীকের** মাধ্যমেই উপমহাদেশে আল্লাহ প্রেরিত অহি পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ ভিত্তিক ফৎওয়া প্রদানের দিগন্ত উন্মোচিত হয়েছে। গঠিত হয়েছে কেন্দ্রীয় ফাতাওয়া বোর্ড। যে বোর্ডের মাধ্যমে যাচাই-বাছাই সাপেক্ষে একাধিক দিন বৈঠক করে চূড়ান্তভাবে অনুমোদিত ফৎওয়াগুলিই কেবল তাহরীকে প্রকাশিত হয়ে থাকে। যা পূর্ণাঙ্গ রেফারেন্স সহ উল্লেখ করা হয়। এমনকি **'আত-তাহরীক'**-এর কোন প্রবন্ধ-নিবন্ধও রেফারেন্সবিহীন প্রকাশ করা হয় না। এই বৈশিষ্ট্যের কারণে স্বল্প সময়ের মধ্যেই **'আত-তাহরীক'** অনেক দিকভ্রান্ত মানবতাকে সঠিক পথে ফিরিয়ে আনতে সক্ষম হয়েছে। অনেক তাক্বলীদপন্থী ভাই পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণে ব্রতী হয়েছেন। অনেকে মাযহাবী সংকীর্ণতা থেকে বেরিয়ে এসেছেন। অনেকে আবার নিরপেক্ষভাবে কুরআন-হাদীছ মানতে গিয়ে সামাজিক প্রতিহিংসারও শিকার হয়েছেন। তবুও দৃঢ়পদে টিকে থেকেছেন হক্বের উপরে। অনেকে তাহরীক পেয়ে যেন নতুন জীবন ফিরে পেয়েছেন। শত শত পত্রের মাধ্যমে আমাদের নিকটে এ সমস্ত তথ্য পৌঁছেছে। তাছাড়া অনেক ভাই সরাসরি সাক্ষাৎ করেও তাদের আবেগাপ্লুত প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে টেলিফোন, মোবাইল ও ই-মেইলের মাধ্যমেও অনেকে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন। এসবই তাহরীকের সফলতা।

আত-তাহরীক তার যাত্রাপথের সূচনা থেকে অদ্যাবধি আদর্শিক স্বাতন্ত্র্য অক্ষুণ্ণ রাখতে সক্ষম হয়েছে। আগামী দিনেও আদর্শিক স্বতন্ত্রতা বজায় রেখেই সম্মুখপানে এগিয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ। বিগত দশ বৎসরের যেটুকু ব্যর্থতা, সেটুকু আমাদের। আর সফলতার শতভাগই পাঠকদের। আমরা সাধ্যমত চেষ্টা করেছি **আত-তাহরীককে** সর্বাঙ্গীন সুন্দর ও সমৃদ্ধ করতে। যার ফলে এক সময়ের জীর্ণ-শীর্ণ এক রঙের প্রচ্ছদে প্রকাশিত তাহরীক এখন চার রঙের আকর্ষণীয় প্রচ্ছদ সহ প্রকাশিত হচ্ছে এবং বিশ্বের সর্বাধুনিক প্রযুক্তি 'ইন্টারনেটে'র মাধ্যমে মুহূর্তেই বিশ্বের সর্বত্র পৌঁছে যাচ্ছে। আমরা পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে এবং সাহিত্যসমৃদ্ধ করে তাহরীককে সাজাতে সর্বাত্মক চেষ্টা চালিয়েছি। অনেক প্রবন্ধকারের প্রবন্ধের প্রায় পুরোটাই রেফারেন্স ঠিক করে প্রকাশ করতে হয়েছে। জাল-যঈফ হাদীছ বাছাই করতে গিয়ে কোন কোন প্রবন্ধের অনেকাংশই বাদ দিতে হয়েছে। তারপরও আমরা চেষ্টা করেছি গুরুত্বপূর্ণ সকল প্রবন্ধ প্রকাশ করতে। এরপরও আমাদের অনাকাঙ্খিত ও অনিচ্ছাকৃত ত্রুটি-বিচ্যুতির জন্য আমরা আন্তরিকভাবে ক্ষমাপ্রার্থী এবং পাঠক মহলের সুপরামর্শের প্রত্যাশী। সেই সাথে আগামী দিনে **আত-তাহরীক** -এর শনৈঃশনৈ উন্নতি ও অগ্রগতিকল্পে সকলের সার্বিক সহযোগিতা একান্তভাবে কামনা করছি।

পরিশেষে বলব, **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর কালজয়ী শ্লোগান *'আসুন! পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে জীবন গড়ি', 'সকল বিধান বাতিল কর, অহি-র বিধান কায়েম কর'* ইত্যাদির বাস্তব রূপায়ন হচ্ছে মাসিক **আত-তাহরীক**। যা বাতিলের ভিতকে কাঁপিয়ে দিয়েছে। আর সেকারণেই নির্যাতনের খড়গ উত্তোলিত হয়েছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলনে'র উপরে। প্রাণান্ত চেষ্টা চলেছে এই আন্দোলনকে দমানোর এবং তাহরীক বন্ধ করে দেওয়ার জন্য। কিন্তু আল্লাহ পাকের মেহেরবানীতে বাতিলই বারবার পরাজিত হচ্ছে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী 'হক্ব' চিরদিনই বিজয়ী থাকবে, পরিত্যাগকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না'। আগামী দিনেও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' আরো দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাবে। চক্রান্তের সকল জাল ছিন্ন হবে এবং হক্ব চূড়ান্ত ভাবে বিজয়ী হবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সহায় হৌন-আমীন!

সূরা ফাতেহার তাফসীর

*মুহাম্মাদ রশীদ বিন আব্দুল ক্বাইয়ূম**

(২য় কিস্তি)

'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' সঠিক পথঃ (الصراط المستقيم)

সঠিক পথ কোন্টি? সকলেরই দাবী আমরা সঠিক পথে আছি। কিন্তু কখনও কি ভেবে দেখেছি সঠিক পথ কোন্টি? যাচাই-বাছাই না করে কোন দলে বা মতে প্রতিষ্ঠিত থাকা কতটুকু সঙ্গত? তাও তো ভাবা উচিত। আল্লাহ বলেন, وَلاَتَقْفُ مَالَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই তার পিছনে পড়বে না' *(বনী ইসরাঈল ৩৬)*। তাই 'ছিরাতে মুস্তাক্বীম' বা যে পথে চললে আমরা জান্নাত লাভ করতে পারব এবং জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাব, তার জ্ঞান লাভ করা কি যরূরী নয়? যদি যাচাই না করে ভ্রান্ত পথে চলি তাহ'লে তার পরিণামটা কি হবে? তাও ভাবা দরকার। সেকারণ নিম্নে ছিরাতে মুস্তাক্বীম সম্পর্কে কিছুটা আলোকপাত করা হ'ল।

আল্লাহ বলেন, وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَنْ سَبِيْلِهِ ذَلِكُم وَصَّاكُم بِهِ لَعَلَّكُم تَتَّقُوْنَ-

'এটিই হ'ল আমার সোজা পথ। অতঃপর তোমরা এরই অনুসরণ কর। এ ব্যতীত অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। কারণ সেগুলি তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দিবে। তোমাদেরকে তিনি এরই উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা মুত্তাক্বী হ'তে পার' *(আন'আম ১৫৩)*।

এ আয়াতে আল্লাহ পাক ছিরাত্বে মুস্তাক্বীম তথা জান্নাতের পথ একটি বলে উল্লেখ করেছেন। আর বলেছেন, এছাড়া অন্য সব পথ হচ্ছে ভ্রান্ত পথ। সে সব পথ ইহুদী, নাছারা, মুশরিক, কবরপুজারী ও পৌত্তলিকদের পথ। যেগুলি শয়তানের পথ, আল্লাহ্র পথ নয়। আল্লাহ বলেছেন, যদি তোমরা আমার পথ ছাড়া অন্য কোন পথে চল তাহ'লে পথভ্রষ্ট হয়ে জাহান্নামের দিকে চলে যাবে। অতএব সাবধান! তোমরা সেসব পথে চল না।

عن جابر بن عبد الله رضى الله عنهما قال كُنَّا عِنْدَ النَّبِىِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَخَطَّ خَطًّا وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَمِيْنِهِ وَخَطَّ خَطَّيْنِ عَنْ يَسَارِهِ ثُمَّ وَضَعَ يَدَهُ فِى الْخَطِّ الْأَوْسَطِ فَقَالَ هَذَا سَبِيْلُ اللهِ ثُمَّ تَلاَ هَذِهِ الْآيَةَ: وَأَنَّ هَذَا صِرَاطِيْ مُسْتَقِيْمًا فَاتَّبِعُوْهُ وَلاَتَتَّبِعُوا السُّبُلَ فَتَفَرَّقَ بِكُم عَنْ سَبِيْلِهِ-

'জাবির ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। এমন সময়ে তিনি একটি সরল রেখা টানলেন, আর এর ডানে ও বামে আরো দু'টি করে রেখা টানলেন। তারপর মধ্যবর্তী রেখায় হাত রেখে বললেন, এটা হচ্ছে আল্লাহ্র পথ। অতঃপর এ আয়াতটি পাঠ করলেন। 'এটিই হ'ল আমার সোজা পথ। তোমরা এ পথেরই অনুসরণ কর। এ ছাড়া অন্যান্য পথের অনুসরণ করো না। কারণ সেগুলি তোমাদেরকে তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেবে'।[২১]

উক্ত হাদীছ দ্বারা প্রতীয়মান হয় যে, হক্বের পথ একটি, একাধিক নয়। এই একটি পথ ভিন্ন যত পথ আছে সবই বাতিল পথ। আর এই সত্য পথ বা জান্নাতের পথ কোন্টি? তা হচ্ছে ঐ পথ, যে পথ নিয়ে এসেছেন আমাদের প্রিয় নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)। আল্লাহ তা'আলা বলেন, مَنْ يُطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ- 'যে কেউ রাসূলের আনুগত্য করল, সে আল্লাহ্রই আনুগত্য করল' *(নিসা ৮০)*। তিনি বলেন, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ- 'নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহ্র রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে' *(আহযাব ২১)*। অন্যত্র তিনি আরো বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا 'রাসূল তোমাদের যা দেন তা গ্রহণ কর, আর যা করতে নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক' *(হাশর ৭)*। উক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, ছিরাতে মুস্তাক্বীম বলতে ঐ পথ বুঝায়, যে পথে ছিলেন আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)। আল্লাহ্র রাসূলের পথ ও মত ভিন্ন অন্য কোন পথ বা আমল আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়। এ প্রসঙ্গে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, مَنْ عَمِلَ عَمَلاً لَيْسَ عَلَيْهِ أَمْرُنَا فَهُوَ رَدٌّ- 'যে কেউ এমন আমল করবে যার স্বপক্ষে আমাদের নির্দেশ নেই, তা প্রত্যাখ্যাত'।[২২] অতএব যে কোন আমলই হোক না কেন তা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকায় হ'তে হবে। ঈমান আনতে হবে রাসূলের তরীকায়, ছালাত ও যাকাত আদায়, হজ্জ সম্পাদন, যিকর-আযকার ও দরূদ পাঠ করতে হবে রাসূলের শিখানো পদ্ধতি অনুযায়ী। রাসূলের তরীকা ভিন্ন অন্য কোন আমল আল্লাহ্র দরবারে কবুল হবে না।

মুসনাদে দারিমীতে উল্লেখ আছে, আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ)-এর কাছে এসে বললেন, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমি এখন মসজিদে একটা আশ্চর্য দৃশ্য দেখেছি। আমার মনে হচ্ছে, এটা ভালই হবে। তিনি বললেন, সেটা কি? আবূ মূসা বললেন,

---

* *উনাইযা ইসলামিক সেন্টার, আল-কাছিম, সঊদী আরব।*

২১. *ছহীহ ইবনু মাজাহ হা/১১।*
২২. *মুসলিম হা/১৭১৮।*

যদি থাকেন, তবে দেখবেন। লোকজন গ্রুপ গ্রুপ করে হাতে কংকর নিয়ে ছালাতের অপেক্ষায় মসজিদে বসে আছে। প্রতি গ্রুপে একজন করে লোক আছে যে তাদের বলে ১০০ বার তাকবীর বল তখন তারা ১০০ বার তাকবীর বলে, তারপর বলে ১০০ বার তাহলীল অর্থাৎ লা-ইলা-হা ইল্লাল্লা-হ পাঠ কর। তখন তারা ১০০ বার লা-ইলাহা ইল্লাল্লা-হ পাঠ করে, তারপর বলে ১০০ বার তাসবীহ পাঠ কর, তখন তারা ১০০ বার তাসবীহ পাঠ করে। আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) বললেন, আপনি তাদের কি বলেছেন? তিনি বললেন, আমি কিছুই বলিনি। আমি আপনার রায় ও নির্দেশের অপেক্ষায় আছি। তিনি বললেন, আপনি তাদের বললেন না কেন যে, তোমরা তোমাদের গুনাহগুলি গণনা কর, আর যিম্মা নিতেন যে, তাদের নেকী নষ্ট হবে না। তারপর তিনি চললেন আমরাও তাঁর সাথে চললাম। এমনিভাবে তিনি তাদের এক দলের কাছে এসে বললেন, আমি যে কাজ তোমাদেরকে করতে দেখছি তা কি? তারা বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! কয়েকটি কংকর যেগুলির মাধ্যমে আমরা তাকবীর, তাসবীহ ও তাহলীল গণনা করি। তিনি বললেন, তোমরা তোমাদের গুনাহগুলি গননা করছ আর আমি এ মর্মে যিম্মাদার যে, তোমাদের নেকী হ’তে কিছুই নষ্ট হবে না। হে মুহাম্মাদের উম্মত! ধিক্ তোমাদের, তোমাদের ধ্বংস আসন্ন! তোমাদের নবীর ছাহাবীগণ এখনো বিদ্যমান রয়েছেন, তাঁর কাপড় এখনও পুরাতন হয়ে যায়নি এবং তাঁর বাসনপত্র এখনো ভেঙ্গে যায়নি। যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর কসম! মনে হচ্ছে তোমরা মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর দ্বীন হ’তে আরো সঠিক পথে আছ কিংবা তোমরা ভ্রষ্টতার দ্বার খুলে দিচ্ছ। তারা বলল, হে আবূ আব্দুর রহমান! আমরা তো এর মাধ্যমে ভাল করারই ইচ্ছা করেছিলাম। তিনি বললেন, কত লোক এমন আছে যারা কল্যাণ চায় বটে; কিন্তু কল্যাণ লাভ করতে পারে না’।[২৩]

উক্ত হাদীছে বর্ণিত আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) যে ঐসব লোকদের ধমক দিয়েছেন তার কারণ হচ্ছে, ওরা নিজেদের পক্ষ থেকে আল্লাহ্র যিকিরের পদ্ধতি নির্ধারণ করেছিল। অতএব এ কথা স্পষ্ট হয়ে উঠল যে, নিজেদের পক্ষ থেকে ইবাদতের কোন পদ্ধতি নির্ধারণ করা বিদ‘আত। ইসলাম পরিপূর্ণ দ্বীন। এতে কিছু সংযোজন বিয়োজন করা ইসলাম পরিপন্থী। আল্লাহ তা‘আলা বলেন, اَلْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُم وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلاَمَ دِيْنًا– ‘আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীনকে পূর্ণাঙ্গ করলাম, আমার নি‘মতরাজীও তোমাদের জন্য পরিপূর্ণ করে দিলাম এবং দ্বীন ইসলামকে তোমাদের জন্য মনোনীত করলাম’ *(মায়েদাহ ৩)*। সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহর দলীল ব্যতীত কোন আমলই আল্লাহ্র দরবারে গ্রহণযোগ্য নয়; বরং এটা দ্বীন পরিপূর্ণ হওয়ার বিপরীত। উল্লেখ্য যে, আমল শুধু বেশী হওয়াই কাম্য নয়; বরং আমলটি রাসূল (ছাঃ)-এর তরীকায় হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর তরীকা ব্যতীত যত তরীকা বা দল আছে, সবই পথভ্রষ্ট। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন,

اِفْتَرَقَتِ الْيَهُوْدُ عَلَى احْدَى وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِى الْجَنَّةِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَافْتَرَقَتِ النَّصَارَى عَلَى اثْنَتَيْنِ وَسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاحْدَى وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ، وَالَّذِيْ نَفْسِيْ بِيَدِهِ لَتَفْتَرِقَنَّ أُمَّتِي عَلَى ثَلاَثٍ وَّسَبْعِيْنَ فِرْقَةً فَوَاحِدَةٌ فِي الْجَنَّةِ وَاثْنَتَانِ وَسَبْعُوْنَ فِي النَّارِ قِيْلَ يَا رَسُوْلَ اللهِ مَنْ هُمْ؟ قَالَ: هُمُ الْجَمَاعَةُ–

‘ইহুদীরা ৭১ দলে বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে এক দল জান্নাতী এবং ৭০ দল জাহান্নামী। নাছারারা ৭২ দলে বিভক্ত হয়েছে। তন্মধ্যে এক দল জান্নাতী এবং ৭১ দল জাহান্নামী। যার হাতে আমার প্রাণ রয়েছে তাঁর শপথ! আমার উম্মত ৭৩ দলে বিভক্ত হবে। তার মধ্যে থেকে মাত্র একটি দল হবে জান্নাতী আর বাকী ৭২ দল হবে জাহান্নামী। প্রশ্ন করা হ’ল, হে আল্লাহ্র রাসূল! ওরা কারা? তিনি বললেন, ওরা হ’ল আল-জামা‘আহ অর্থাৎ আহলুসসুন্নাহ ওয়াল জামাতের অনুসারীগণ’।[২৪] জামা‘আতের পরিচয় দিতে গিয়ে আব্দুল্লাহ ইবনু মাস‘উদ (রাঃ) বলেছেন, اَلْجَمَاعَةُ مَا وَافَقَ الْحَقَّ وَإِنْ كُنْتَ وَحْدَكَ، ‘জামা‘আত বলতে যা হক্বের পক্ষে হবে, যদিও তুমি একা হও’?[২৫]

আমরা যেন হক্বের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকতে পারি সেজন্য আল্লাহ পাক আমাদের সূরা ফাতিহায় দো‘আর পদ্ধতি শিক্ষা দিয়েছেন যে, আমরা বলি, –اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيْمَ صِرَاطَ الَّذِيْنَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ– غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَالضَّالِّيْنَ– ‘আপনি আমাদের সরল পথ দেখান; তাদের পথ, যাদের উপর আপনি অনুগ্রহ করেছেন। তাদের পথে নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট’ *(ফাতিহা ৫-৭)*।

সুতরাং কুরআন ও সুন্নাহ্র পথই হচ্ছে ‘ছিরাতে মুস্তাক্বীম’। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَاتَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كِتَابَ اللهِ وَسُنَّةَ رَسُوْلِهِ– ‘আমি তোমাদের জন্য দু’টি বস্তু রেখে গেলাম একটি আল্লাহ্র কিতাব

২৩. *সিলসিলা ছহীহা হা/২০০৫*।

২৪. *সিলসিলা ছহীহা হা/১৪৯২*।

২৫. *আলবানী, মিশকাত, হাশিয়া প্রম খণ্ড পৃঃ ৬১, ইবনে আসাকির দামেশক্বের ইতিহাস নামক গ্রন্থে ছহীহ সনদে এটি বর্ণনা করেছেন।*

আরেকটি তাঁর রাসূলের সুন্নাহ। যতদিন পর্যন্ত তোমরা তা আকড়ে ধরবে ততদিন পর্যন্ত তোমরা পথভ্রষ্ট হবে না'।[২৬] অতএব আমরা যে কোন আমল করি না কেন, অবশ্যই তা কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত হ'তে হবে। অন্যথা ঐ আমল ছিরাতে মুস্তাক্বীমের বাইরে হবে। তাই আহলুস সুন্নাহ ওয়াল জামা'আতের অন্তর্ভুক্ত হ'তে হ'লে এদিকে অবশ্যই খেয়াল রাখতে হবে। জাল হাদীছ বা যে সব হাদীছ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে প্রমাণিত নয়, তার উপর আমল করা জায়েয নয়। অন্যত্র রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, مَنْ كَذَبَ عَلَيَّ مُتَعَمِّدًا فَلْيَتَبَوَّأْ مَقعَدَه مِنَ النَّار– 'যে কেউ ইচ্ছে করে আমার উপর মিথ্যারোপ করে, সে যেন তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নেয়'।[২৭] অন্য বর্ণনায় এসেছে مَن يَقُوْلُ عَلَيَّ مَالَم أَقُلْ فَلْيَتَبَوَّأْ مَقعَدَهُ مِنَ النَّار– 'যে কেউ আমার উপর এ রকম কথা বলল, যা আমি বলিনি সে তার ঠিকানা জাহান্নামে বানিয়ে নিক'।[২৮]

ছালাতে সূরা ফাতিহা শেষে আমীন বলা সুন্নাতঃ

ছালাতে সূরা ফাতিহা পাঠের পর ইমাম, মুক্তাদী, মুনফারিদ (একাকী ছালাত আদায়কারী) সবার জন্য আমীন বলা সুন্নাত। তবে ইমাম ও মুক্তাদীর জন্য তাকীদ বেশী। নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا قَالَ الْإِمَامُ غَيْرِ الْمَغْضُوْبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ فَقُوْلُوْا آمِيْنَ فَإِنَّهُ مَنْ وَافقَ قَوْلُهُ قَوْلَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– 'ইমাম যখন আমীন বলবে, তখন তোমরা আমীন বলবে। কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পিছনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে'।[২৯] অন্য বর্ণনায় এসেছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, إِذَا أَمَّنَ الْإِمَامُ فَأَمِّنُوْا فَإِنَّهُ مَنْ وَافقَ تَأْمِيْنُهُ تَأْمِيْنَ الْمَلاَئِكَةِ غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– 'যখন ইমাম আমীন বলবে তখন তোমরাও আমীন বলবে। কারণ যার আমীন ফেরেশতাদের আমীনের সাথে মিলে যাবে তার পিছনের গুনাহ মাফ হয়ে যাবে'।[৩০] অন্যত্র তিনি বলেছেন, إِذَا قَالَ أَحَدُكُمْ فِيْ الصَّلاَةِ آمِيْنَ وَقَالَتِ الْمَلاَئِكَةُ فِى السَّمَاءِ آمِيْنَ فَوَافقَتْ إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى غُفِرَ لَهُ مَا تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ– 'যখন তোমাদের একজন আমীন বলে এবং আসমানের ফেরেশতারাও আমীন বলে। তারপর একজনের আমীন অন্যজনের আমীনের সাথে মিলে যায় তাহ'লে আল্লাহ তার পিছনের গুনাহ মাফ করে দেন'।[৩১]

উল্লিখিত হাদীছগুলি দ্বারা স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হয় যে, জেহরী ছালাতে 'আমীন' জোরে বলতে হবে। কারণ এগুলির মধ্যে একটিতে আছে ইমাম যখন আমীন বলে, তখন তোমরা আমীন বলবে। এবারে ইমাম যদি জোরে আমীন না বলেন, তাহ'লে মুক্তাদী কি করে বুঝবে যে, ইমাম আমীন বলেছেন। অন্য হাদীছ দু'টি যদিও স্পষ্ট নয়, তবুও সব ক'টি হাদীছ যেহেতু একই ফযীলতের বিবরণে এসেছে, সেহেতু ওগুলিও জোরে বলার দিকে ইঙ্গিত বহন করছে। এ কথাও বলা যেতে পারে যে, ইমাম তো জোরে বলছেনই তাই তোমরাও তার মত জোরেই বল। এছাড়া অন্যান্য হাদীছে জেহরী ছালাতে জোরে আমীন বলার ব্যাপারটা আরো স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা হয়েছে। নিম্নে কয়েকটি হাদীছ উল্লেখ করছি,

عن وائل بن حجر قال كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا قَرَأَ وَ لاَالضَّالِّيْنَ قَالَ آمِيْنَ وَرَفَعَ بِهَا صَوْتَهُ–

(১) ওয়াইল ইবনু হুজর বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ওয়ালাযযাল্লীন বলতেন, তখন আমীন বলতেন এবং জোরে বলতেন'।[৩২]

وعن أبى هريرة رضى الله عنه قال كَانَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِذَا فَرَغَ مِنْ قِرَائَةِ أُمَّ الْقُرْآنِ رَفَعَ صَوْتَهُ وَقَالَ آمِيْنَ–

(২) আবূ হুরায়রা (রাঃ) বলেন, আল্লাহ্‌র রাসূল (ছাঃ) যখন সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করতেন, তখন আওয়াজ উঁচু করে আমীন বলতেন।[৩৩]

(৩) ইমাম বুখারী মুআল্লাক্ব সনদে সুদৃঢ়ভাবে উল্লেখ করেছেন যে, ইবনু যুবাইর ও তাঁর পিছনের লোকজন আমীন বলতেন। এমনকি মসজিদ আওয়াজে মুখরিত হয়ে উঠত। ইবনু হাজার (রহঃ) ফাৎহুল বারীতে বলেছেন, আব্দুর রাযযাক্ব মাওসূল অর্থাৎ মিলিত সনদে এটি উল্লেখ করেছেন।

وَعَنْ عَائِشَةَ رَضِيَ اللهُ عَنْهَا عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ مَا حَسَدَتْكُمُ الْيَهُوْدُ عَلَى شَيْءٍ مَا حَسَدَتْكُمْ عَلَى السَّلاَمِ وَالتَّأْمِيْنِ–

(৪) আয়েশা (রাঃ) বর্ণনা করেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ইহুদীরা সালাম ও আমীনের ক্ষেত্রে তোমাদের সাথে যতটুকু হিংসা পোষণ করে, অন্য কোন ক্ষেত্রে ততটুকু হিংসা পোষণ করে না'।[৩৪] এ হাদীছ দ্বারা আমীন জোরে বলা সুস্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়। কারণ আমীন জোরে না বললে, ইহুদীদের মনে হিংসা জাগার প্রশ্নই উঠে না। উক্ত হাদীছগুলি দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, জেহরী ছালাতে জোরে আমীন বলা সুন্নাত।

[চলবে]

২৬. *মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৮৬ 'ঈমান' অধ্যায়, সনদ হাসান।*
২৭. *বুখারী 'জানাযা' অধ্যায়, হা/১২৯১; 'আদব' অধ্যায়, হা/৬১৯৭; মুসলিম, ভূমিকা, হা/৪, ৫।*
২৮. *বুখারী হা/১০৮।*
২৯. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৫।*
৩০. *বুখারী ও মুসলিম, মিশকাত হা/৮২৫।*
৩১. *মুসলিম 'ছালাত' অধ্যায়, হা/৪১০।*

৩২. *আবূদাঊদ হা/৯৩২ 'ছালাত' অধ্যায় ।*
৩৩. *দারাকুত্বনী হাদীছটি উল্লেখ করে হাসান বলেছেন; ইমাম হাকিম ছহীহ বলেছেন। দ্রঃ মির'আত ৩/১৫২ পৃঃ।*
৩৪. *ছহীহ তারগীব হা/৫১৫; ছহীহ আল-জামে' আছ-ছাগীর হা/৫৬১৩।*

কুরআনের সাথে আমাদের সম্পর্ক কেমন হওয়া উচিত?

*মুহাম্মাদ হারূণ আযিযী নদভী**

[৪র্থ কিস্তি]

সূরা মুল্‌ক-এর ফযীলতঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুরআনে ত্রিশ আয়াত বিশিষ্ট একটি সূরা আছে, যা কোন ব্যক্তির জন্য সুপারিশ করলে তাকে ক্ষমা করে দেয়া হয়। এ সূরাটি হ'ল 'তাবারাকাল্লাযী বিয়াদিহিল মুল্‌ক'।[১]

আনাস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কুরআনে একটি সূরা আছে, যার ত্রিশটি আয়াত রয়েছে। সে সূরাটি তার পাঠকারীর জন্য সুপারিশ করবে, এমনকি তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবে। সূরাটি হ'ল 'তাবারাকা' (অর্থাৎ সূরা মুল্‌ক)।[২]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আল্লাহ্‌র কিতাবের একটি সূরা, যার আয়াত হ'ল ত্রিশটি, সেটা কোন লোকের জন্য সুপারিশ করবে, অতঃপর তাকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করাবে'।[৩] আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, সূরা 'তাবারাকা' কবরের আযাব থেকে বাধাদানকারী'।[৪]

আব্দুল্লাহ ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বলেন, মানুষকে যখন কবরে রাখা হবে, তখন তার উভয় পায়ের দিক দিয়ে আযাব আসবে। তখন উভয় পা বলবে, তোমরা আমার দিক দিয়ে আসতে পারবে না। কারণ এ লোকটি আমার দ্বারা দাঁড়িয়ে সূরা মুল্‌ক পড়ত। অতঃপর তার বক্ষ অথবা পেটের দিক দিয়ে আসতে চাইবে, তখন তার পেট বা বক্ষ বলবে, তোমরা আমার দিক দিয়েও আসতে পারবে না। কারণ লোকটি আমাকে নিয়ে সূরা মুল্‌ক পাঠ করত। অতঃপর তার মাথার দিক দিয়ে আসতে চাইবে, তখন মাথা বলবে, তোমরা আমার দিক দিয়েও আসতে পারবে না। কারণ এ লোকটি আমাকে নিয়ে সূরা মুল্‌ক পড়ত। অতঃপর ইবনু মাস'ঊদ (রাঃ) বললেন, অতএব এ সূরাটি বাধাদানকারী, কবরের আযাবকে বাধা দেয়। তাওরাতে এ সূরাটির নাম 'সূরা মুল্‌ক'। যে ব্যক্তি রাত্রে এ সূরাটি পাঠ করে, সে অনেক পড়ে'।[৫]

জাবের (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঘুমানোর পূর্বে সূরা 'আলিফ লাম মীম সাজদা' এবং 'তাবারাকাল্লাযী' যতক্ষণ না পড়তেন, ততক্ষণ ঘুমাতেন না।[৬]

সূরা কাফেরূনের ফযীলতঃ

আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি সূরা কাফেরূন পড়বে, তার জন্য তা কুরআনের এক চতুর্থাংশ পাঠের সমান হবে'।[৭] আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'কুল ইয়া আইয়ুহাল কাফেরূন' ঘুমানোর সময় পড়। কেননা তা শিরক থেকে বিরত থাকার স্পষ্ট নিদর্শন'।[৮] অন্য বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন শোয়ার জন্য বিছানায় যেতেন, তখন সূরা কাফেরূন শেষ পর্যন্ত পড়তেন।[৯]

সূরা ইখলাছের ফযীলতঃ

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'তোমরা সমবেত হও, আমি তোমাদেরকে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব'। তিনি (রাবী) বলেন, যাদের একত্র হওয়ার সুযোগ হয়েছে, তারা সমবেত হ'ল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) (ঘর থেকে) বেরিয়ে এসে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' (সূরা ইখলাছ) পাঠ করলেন, অতঃপর ভেতরে চলে গেলেন। আমরা পরস্পর বলাবলি করতে লাগলাম, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছিলেন, আমি তোমাদের নিকট কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ব। মনে হয় এ বিষয়ে তাঁর কাছে আসমান থেকে খবর এসেছে। অতঃপর নবী করীম (ছাঃ) বেরিয়ে এসে বললেন, 'আমি বলেছিলাম, তোমাদেরকে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পড়ে শুনাব। জেনে রাখ! এ সূরাটিই কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান'।[১০]

আবূ আইয়ূব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমাদের কেউ কি এক রাতে এক-তৃতীয়াংশ কুরআন পড়তে অপারগ? যে ব্যক্তি সূরা ইখলাছ পড়ল, সে কুরআনের এক তৃতীয়াংশ পড়ল'।[১১]

আবূ হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আসছিলাম। তখন তিনি এক ব্যক্তিকে 'কুল হুওয়াল্লাহু আহাদ' পড়তে শুনলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'ওয়াজিব (অবধারিত) হয়ে গেছে'। আমি জিজ্ঞেস করলাম, কি ওয়াজিব হয়ে গেছে? তিনি বললেন, 'জান্নাত'।[১২]

---

* খতীব, আলী মসজিদ, বাহরাইন।

১. তিরমিযী, ৫/১৫১ পৃঃ, হা/২৮৯১; ছহীহ আবূদাঊদ, ১/৩৮৭ পৃঃ, হা/১৪০০; ইবনু মাজাহ ২/৪২৫ পৃঃ, হা/৩৭৮৬; মুসনাদু আহমাদ ২/২৯৯ পৃঃ, হা/৭৯৬২; ছহীহ তারগীব ২/১৯২ পৃঃ, হা/১৪৭৪।
২. ত্বাবারানী, ছহীহুল জামি' ২/৬৮০ পৃঃ, হা/৩৬৪৪।
৩. মুস্তাদরাকে হাকেম, ২/৫৮৫ পৃঃ, হা/৩৮৯৫; ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর ১/৪২১ পৃঃ, হা/২০৯২।
৪. ছহীহুল জামে' ১/৬৮০ পৃঃ, হা/৩৬৪৩; সিলসিলা ছহীহাহ ৩/১৩১ পৃঃ, হা/১১৪০।
৫. মুস্তাদরাকে হাকেম, ২/৫৮৫ পৃঃ, হা/৩৮৯৬; ছহীহ তারগীব ২/১৯২ পৃঃ, হা/১৪৭৫।
৬. আল-আদাবুল মুফরাদ, বুখারী হা/১২০৯; ছহীহ তিরমিযী ৩/১৫৭ পৃঃ, হা/২৮৯২; দারেমী ২/৪৫৫ পৃঃ; মুসনাদু আহমাদ ৩/৩৪০ পৃঃ, হা/১৪৭১৪।
৭. ছহীহ তিরমিযী, ৩/১৫৮ পৃঃ, হা/২৮৯৩।
৮. বায়হাক্বী, ছহীহুল জামে' আছ-ছাগীর হা/১১৬১।
৯. ত্বাবারানী, ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর হা/৪৬৪৮।
১০. মুসলিম, মুসনাদু আহমাদ, ছহীহ তিরমিযী ৩/১৬০ পৃঃ, হা/২৯০০।
১১. ছহীহ তিরমিযী ৩/১৫৮ পৃঃ, হা/২৮৯৬।
১২. ছহীহ তিরমিযী, ৩/১৫৯ পৃঃ, হা/২৮৯৭।

আনাস (রাঃ) বলেন, আনছার সম্প্রদায়ের এক ব্যক্তি কুবা মসজিদে তাদের ইমামতি করতেন। তিনি ছালাতে সূরা ফাতিহার পর কোন সূরা পড়তে মনস্থ করলে প্রথমে সূরা 'ইখলাছ' পড়তেন এবং এ সূরা শেষ করার পর এর সাথে অন্য সূরা পড়তেন। প্রতি রাক'আতেই তিনি এরূপ করতেন। তার সাথীরা এ ব্যাপারে তার সাথে আলোচনা করে বলেন, আপনি এ সূরাটি পড়ার পর মনে করেন যে, এটা বুঝি যথেষ্ট হয়নি, তাই এর সাথে অপর একটি সূরাও পড়েন। আপনি হয় এ সূরাটিই পড়বেন, না হয় এটা বাদ দিয়ে অন্য কোন সূরা পড়বেন। তিনি বললেন, আমি এ সূরা বাদ দিতে পারব না। যদি তোমাদের পসন্দ হয়, আমি এ সূরা সহ ইমামতি করব, আর পসন্দ না হ'লে ইমামতি ছেড়ে দিব। কিন্তু তাদের দৃষ্টিতে তিনি ছিলেন তাদের মধ্যে সবচাইতে ভাল মানুষ। তাই তারা তাকে বাদ দিয়ে অন্য কাউকে ইমাম বানাতে রাযী হ'লেন না। পরে নবী করীম (ছাঃ) তাদের কাছে এলে তারা এ বিষয়টি তাঁকে অবহিত করলেন। তিনি বললেন, হে অমুক! তোমার সাথীরা তোমাকে যে নির্দেশ দিচ্ছে, তা পালন করতে তোমাকে কিসে বাধা দিচ্ছে? আর তোমাকে প্রতি রাক'আতে এ সূরা পড়তে কিসে উদ্বুদ্ধ করছে? তিনি বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! আমি এটি খুব ভালবাসি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, 'এর প্রতি তোমার ভালবাসাই তোমাকে জান্নাতে নিয়ে যাবে'।[১৩]

মু'আয ইবনু আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যে ব্যক্তি দশ বার সূরা 'ইখলাছ' পড়বে আল্লাহপাক তার জন্য জান্নাতে একটি ঘর তৈরী করবেন। তখন ওমর (রাঃ) বললেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ (ছাঃ)! তাহ'লে আমরা বেশী বেশী পড়ব। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ তা'আলা অনেক বড়, অনেক প্রশস্ত'।[১৪]

আবূদ্দারদা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা কি প্রতি রাত্রে কুরআনের এক-তৃতীয়াংশ পাঠ করতে পার না? আল্লাহ তা'আলা কুরআনকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। তার মধ্যে সূরা 'ইখলাছ'কে এক অংশে পরিণত করেছেন'।[১৫]

সূরা ফালাক্ব ও নাসের ফযীলতঃ

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, তোমরা 'মুওয়াওয়াযাতাইন' অর্থাৎ সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়, কেননা এ দু'টির মত কখনো পড়তে পারবে না'।[১৬]

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'সে আয়াত সমূহের প্রতি লক্ষ্য করেছ কি, যা আজ রাতে অবতীর্ণ হয়েছে? সেগুলোর সদৃশ আর কখনো দেখা যায়নি। (তা হ'ল) সূরা 'ফালাক্ব' ও 'নাস'।[১৭]

আব্দুল্লাহ ইবনু খুবাইব (রাঃ) বলেন, 'কুল আউযু বিরাব্বিল ফালাক্ব' এবং 'কুল আউযু বিরাব্বিন নাস' এ দু'য়ের চেয়ে উত্তম কিছু দ্বারা মানুষ আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করেনি।[১৮]

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি এক সফরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর উট টেনে নিয়ে যাচ্ছিলাম। তখন তিনি আমাকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে পাঠ করা হয়েছে এরূপ দু'টি উত্তম সূরা শিক্ষা দেব না? অতঃপর আমাকে সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস শিক্ষা দিলেন। কিন্তু আমি বেশী খুশী হয়েছি, এটা তিনি মনে করলেন না। পরে যখন ফজরের ছালাতের জন্য অবতরণ করলেন, তখন এই দুই সূরা দ্বারাই ছালাত পড়ালেন। ছালাত শেষ করার পর আমার দিকে দৃষ্টি দিয়ে বললেন, হে উকবা! কেমন মনে হ'ল?[১৯]

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে 'জুহফা' এবং 'আবওয়া'র মধ্যবর্তী স্থানে সফর করছিলাম। হঠাৎ করে বাতাস এবং গাঢ় অন্ধকার আমাদেরকে আচ্ছাদিত করে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা শুরু করলেন এবং সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়তে লাগলেন। আর বললেন, 'হে উক্ববা! এই দুই সূরা দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনা কর। কারণ এই সূরাদ্বয় দ্বারা আশ্রয় প্রার্থনাকারীর মত কেউ আশ্রয় প্রার্থনা করতে পারে না'।[২০]

সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাসের গুরুত্বঃ

আয়েশা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) প্রতি রাতে যখন বিছানায় যেতেন, তখন সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও নাস পড়ে স্বীয় দুই হাতের তালু একত্র করে তাতে ফুঁক দিতেন। অতঃপর উভয় হাত যথাসম্ভব সারা শরীরে বুলাতেন। তিনি মাথা, মুখমণ্ডল ও দেহের সামনের অংশ থেকে শুরু করতেন। তিনি তিনবার এভাবে বুলাতেন।[২১]

আব্দুল্লাহ ইবনু খুবায়ব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, এক ঘুটঘুটে অন্ধকার ও বৃষ্টিমুখর রাতে আমাদের ছালাত পড়ানোর জন্য আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খোঁজে বের হ'লাম। আমি তাঁর সাক্ষাৎ পেলে তিনি বললেন, বলো। কিন্তু আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, বলো। এবারও আমি কিছুই বললাম না। তিনি আবার বললেন, বলো। এবার আমি জিজ্ঞেস করলাম, আমি কি বলবো? তিনি বললেন, 'তুমি প্রতিদিন বিকালে ও সকালে উপনীত হয়ে তিনবার করে সূরা ইখলাছ, সূরা ফালাক্ব ও সূরা নাস পড়বে। প্রতিটি ব্যাপারে তা তোমার জন্য যথেষ্ট হবে'।[২২]

উক্ববা ইবনু আমের (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'প্রত্যেক ছালাতের পর সূরা ইখলাছ, ফালাক্ব ও নাস পাঠ কর'।[২৩]

[চলবে]

---

১৩. *ছহীহ তিরমিযী, ৩/১৬০ পৃঃ, হা/২৯০১।*
১৪. *মুসনাদু আহমাদ, ৩/৪৩৭ পৃঃ, হা/১৫৬৯৫; সুনানু দারেমী ২/৪৫৯ পৃঃ; সিলসিলা ছহীহাহ, ২/১৩৬ পৃঃ, হা/৫৮৯; ছহীহুল জামে' ২/১১০৪ পৃঃ, হা/৬৪৭২।*
১৫. *মুসলিম, মুসনাদু আহমাদ, ৬/৪৪৩ পৃঃ, হা/২৮০৪৬।*
১৬. *ত্বাবারানী, ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর, হা/১১৬০।*
১৭. *মুসলিম, নাসাঈ, তিরমিযী,হা/৩৩৬৭।*
১৮. *নাসাঈ, আবূদাঊদ, তিরমিযী, ছহীহুল জামি' আছ-ছাগীর হা/৪৩৯৬।*
১৯. *ছহীহ আবূদাঊদ, ১/৪০৩ পৃঃ, হা/১৪৬২।*
২০. *ছহীহ আবূদাঊদ ১/৪০৩ পৃঃ, হা/১৪৬৩।*
২১. *বুখারী, 'দো'আ' অধ্যায়, হা/৬৩১৯; আবূদাঊদ, ৪/৩৪৬ পৃঃ, হা/৫০৫৬।*
২২. *ছহীহ তিরমিযী, ৩/২৪৯ পৃঃ, হা/৫০৮২।*
২৩. *আবূদাঊদ, ইবনু হিব্বান, ছহীহুল জামে' হা/১১৫৯।*

ছিয়ামের ফাযায়েল ও মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

ফাযায়েলঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে ছওয়াবের আশায় রামাযানের ছিয়াম পালন করে, তার বিগত সকল গুনাহ মাফ করে দেওয়া হয়'।[১]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরও বলেন, 'আদম সন্তানের প্রত্যেক নেক আমলের দশগুণ হ'তে সাতশত গুন ছওয়াব প্রদান করা হয়। আল্লাহ বলেন, কিন্তু ছওম ব্যতীত, কেননা ছওম কেবল আমার জন্যই (রাখা হয়) এবং আমিই তার পুরস্কার প্রদান করব। সে তার যৌনাকাঙ্খা ও পানাহার কেবল আমার জন্যই পরিত্যাগ করে। ছিয়াম পালনকারীর জন্য দু'টি আনন্দের মুহূর্ত রয়েছে। একটি ইফতারকালে, অন্যটি তার প্রভুর সাথে দীদারকালে। তার মুখের গন্ধ আল্লাহ্র নিকটে মিশকে আম্বরের খোশবুর চেয়েও সুগন্ধিময়। ছিয়াম (অন্যায় অপকর্মের বিরুদ্ধে) ঢাল স্বরূপ। অতএব যখন তোমরা ছিয়াম পালন করবে, তখন মন্দ কথা বলবে না ও বাজে বকবে না। যদি কেউ গালি দেয় বা লড়াই করতে আসে তখন বলবে, আমি ছায়েম'।[২]

মাসায়েলঃ

১. ছিয়ামের নিয়তঃ নিয়ত অর্থ- মনন করা বা সংকল্প করা। অতএব মনে মনে ছিয়ামের সংকল্প করাই যথেষ্ট। হজ্জের তালবিয়া ব্যতীত ছালাত, ছিয়াম বা অন্য কোন ইবাদতের শুরুতে আরবীতে বা বাংলায় নিয়ত পড়ার কোন দলীল কুরআন ও হাদীছে নেই।

২. ইফতারকালে দো'আঃ 'বিসমিল্লাহ' বলে শুরু ও 'আলহামদুলিল্লাহ' বলে শেষ করবে।[৩] তবে ইফতারের দো'আ হিসাবে প্রসিদ্ধ দু'টি দো'আর প্রথমটি 'যঈফ' ও দ্বিতীয়টি 'হাসান'। তাই ইফতার শেষে নিম্নোক্ত দো'আ পড়া যাবে- 'যাহাবায যামাউ ওয়াবতাল্লাতিল উরূকু ওয়া ছাবাতাল আজরু ইনশাআল্লাহ'। 'পিপাসা দূরীভূত হ'ল ও শিরাগুলি সঞ্জীবিত হ'ল এবং আল্লাহ চাহে তো পুরস্কার ওয়াজিব হ'ল' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৯৩-৯৪)*।

৩. রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'খাদ্য বা পানির পাত্র হাতে থাকাবস্থায় তোমাদের কেউ ফজরের আযান শুনলে সে যেন প্রয়োজন পূর্ণ করা ব্যতীত পাত্র রেখে না দেয়'।[৪]

৪. তিনি আরো বলেন, 'দ্বীন চিরদিন বিজয়ী থাকবে, যতদিন লোকেরা ইফতার তাড়াতাড়ি করবে। কেননা ইহুদী-নাছারাগণ ইফতার দেরীতে করে'।[৫] 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ লোকদের মধ্যে ইফতার সর্বাধিক জলদী ও সাহারী সর্বাধিক দেরীতে করতেন'।[৬]

১. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত (আলবানী) হা/১৯৮৫।
২. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৫৯।
৩. বুখারী, মিশকাত হা/৪১৯৯; মুসলিম, ঐ, হা/৪২০০।
৪. আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৯৮৮।
৫. আবুদাঊদ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৯৫।
৬. নায়লুল আওত্বার (কায়রোঃ ১৯৭৮) ৫/২৯৩ পৃঃ।

৫. সাহারীর আযানঃ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যামানায় তাহাজ্জুদ ও সাহারীর আযান বেলাল (রাঃ) দিতেন এবং ফজরের আযান অন্ধ ছাহাবী আবদুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) দিতেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাত্রে আযান দিলে তোমরা খানাপিনা কর, যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূম ফজরের আযান দেয়'।[৭] বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, 'বর্তমান কালে সাহারীর সময় লোক জাগানোর নামে আযান ব্যতীত (সাইরেন বাজানো, ঢাক-ঢোল পিটানো ইত্যাদি) যা কিছু করা হয় সবই বিদ'আত।[৮]

৬. ছালাতুত তারাবীহঃ ছালাতুত তারাবীহ বা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত বিতর সহ **১১** রাক'আত ছিল। রাতের ছালাত বলতে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ দু'টোকেই বুঝানো হয়। উল্লেখ্য যে, রামাযান মাসে তারাবীহ পড়লে আর তাহাজ্জুদ পড়তে হয় না।

(১) একদা উম্মুল মুমিনীন আয়েশা (রাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হ'ল রামাযান মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাত কেমন ছিল? তিনি বললেন, রামাযান ও রামাযান ছাড়া অন্য মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর রাতের ছালাত **১১** রাক'আতের বেশী ছিল না।[৯]

(২) সায়েব ইবনে ইয়াযীদ (রাঃ) বলেন, ওমর (রাঃ) ওবাই বিন কা'ব ও তামীম দারী নামক দু'জন ছাহাবীকে রামাযান মাসে **১১** রাক'আত তারাবীহ্র ছালাত জামা'আতের সাথে পড়াবার নির্দেশ দিয়েছিলেন।[১০] তবে উক্ত বর্ণনার শেষদিকে ইয়াযীদ বিন রূমান প্রমুখাৎ ওমর ফারূক (রাঃ) -এর যামানায় লোকেরা ২০ রাক'আত তারাবীহ পড়তেন' বলে যে বাড়তি অংশ বলা হয়ে থাকে, তার সূত্র ছহীহ নয়।[১১]

(৩) জাবের ইবনু আব্দুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) রামাযান মাসে আমাদেরকে ৮ রাক'আত তারাবীহ ও বিতর ছালাত পড়ান।[১২] তিনি প্রতি দু'রাক'আত অন্তর সালাম ফিরিয়ে আট রাক'আত তারাবীহ শেষে কখনও এক, কখনও তিন, কখনও পাঁচ রাক'আত বিতর এক সালামে পড়তেন। কিন্তু মাঝে বসতেন না।[১৩]

(৪) জামা'আতের সাথে রাতের ছালাত (তারাবীহ) আদায় করা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সুন্নাত এবং দৈনিক নিয়মিত জামা'আতে আদায় করা 'ইজমায়ে ছাহাবা' হিসাবে প্রমাণিত।[১৪] অতএব তা বিদ'আত হওয়ার প্রশ্নই ওঠে না।

৭. বুখারী, মুসলিম, নায়ল ২/১২০ পৃঃ।
৮. নায়ল ২/১১৯ পৃঃ।
৯. বুখারী ১/১৫৪ পৃঃ; মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ; আবুদাঊদ ১/১৮৯ পৃঃ; নাসাঈ ১/১৯১ পৃঃ; তিরমিযী ১/৯৯ পৃঃ; ইবনু মাজাহ ১/৯৬-৯৭ পৃঃ; মুওয়াত্ত্বা মালেক ১/৭৪ পৃঃ।
১০. মুওয়াত্ত্বা, মিশকাত হা/১৩০২।
১১. দ্রঃ ঐ, হাশিয়া, তাহক্বীক্ব-আলবানী।
১২. আবু ইয়ালা, ত্বাবারানী, আওসাত্ব, সনদ হাসান, মির'আত ২/২৩০ পৃঃ।
১৩. মুসলিম ১/২৫৪ পৃঃ, ঐ (বৈরুত ছাপা) হা/৭৩৬-৩৭-৩৮।
১৪. মিশকাত হা/১৩০২।

Contents

৭. লায়লাতুল ক্বদরের দো'আঃ 'আল্লা-হুম্মা ইন্নাকা 'আফুব্বুন তুহিব্বুল 'আফওয়া ফা'ফু 'আন্নী'। অর্থঃ 'হে আল্লাহ! তুমি ক্ষমাশীল, তুমি ক্ষমা পসন্দ কর। অতএব আমাকে তুমি ক্ষমা কর'।[১৫]

৮. ফিৎরাঃ (ক) ইবনু ওমর (রাঃ) বলেন, 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) স্বীয় উম্মতের ক্রীতদাস ও স্বাধীন, পুরুষ ও নারী, ছোট ও বড় সকলের উপর মাথা পিছু এক ছা' খেজুর, যব ইত্যাদি (অন্য বর্ণনায়) খাদ্যবস্তু ফিৎরার যাকাত হিসাবে ফরয করেছেন এবং তা ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই আমাদেরকে আদায়ের নির্দেশ দান করেছেন'।[১৬] এক ছা' বর্তমানের হিসাবে আড়াই কেজি চাউলের সমান অথবা প্রমাণ সাইজ হাতের পূর্ণ চার অঞ্জলী চাউল।

৯. ঈদের তাকবীরঃ ছালাতুল ঈদায়নে প্রথম রাক'আতে সাত, দ্বিতীয় রাক'আতে পাঁচ মোট অতিরিক্ত ১২ তাকবীর দেওয়ার সুন্নাত।[১৭] ছহীহ বা যঈফ সনদে ৬ (ছয়) তাকবীরের পক্ষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) হ'তে কোন হাদীছ নেই।[১৮]

১০. ছিয়াম ভঙ্গের কারণ সমূহঃ (ক) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে খানাপিনা করলে ও যৌনসম্ভোগ করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় এবং তার কাফফারা স্বরূপ একটানা দু'মাস ছিয়াম পালন অথবা ৬০ (ষাট) জন মিসকীন খাওয়াতে হয়।[১৯] (খ) ছিয়াম অবস্থায় ইচ্ছাকৃতভাবে বমি করলে ক্বাযা আদায় করতে হবে। তবে অনিচ্ছাকৃত বমি হ'লে, ভুলক্রমে কিছু খেলে বা পান করলে, স্বপ্নদোষ বা সহবাসজনিত নাপাকী অবস্থায় সকাল হয়ে গেলে, চোখে সুর্মা লাগালে বা মিসওয়াক করলে ছিয়াম ভঙ্গ হয় না।[২০] (গ) অতি বৃদ্ধ যারা ছিয়াম পালনে অক্ষম, তারা ছিয়ামের ফিদইয়া হিসাবে দৈনিক একজন করে মিসকীন খাওয়াবেন। ছাহাবী আনাস (রাঃ) গোস্ত-রুটি বানিয়ে একদিনে ৩০ (ত্রিশ) জন মিসকীন খাইয়েছিলেন।[২১] ইবনু আব্বাস (রাঃ) গর্ভবতী ও দুগ্ধদানকারিণী মহিলাদেরকে ছিয়ামের ফিদইয়া আদায় করতে বলতেন।[২২] (ঘ) মৃত ব্যক্তির ছিয়ামের ক্বাযা তার উত্তরাধিকারীগণ আদায় করবেন অথবা তার বিনিময়ে ফিদইয়া দিবেন।[২৩]

১৫. আহমাদ, ইবনু মাজাহ, তিরমিযী, মিশকাত হা/২০৯১।
১৬. বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫, ১৮১৬।
১৭. আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৪৪১।
১৮. আলোচনা দ্রষ্টব্যঃ নায়লুল আওত্বার ৪/২৫৩-৫৬ পৃঃ।
১৯. নিসা ৯২, মুজাদালাহ ৪।
২০. নায়ল ৫/২৭১-৭৫, ২৮৩, ১/১৬২ পৃঃ।
২১. তাফসীরে ইবনে কাছীর ১/২২১।
২২. নায়ল ৫/৩০৮-১১ পৃঃ।
২৩. নায়ল ৫/৩১৫-১৭ পৃঃ।

মুসলিম বিশ্ব পরিস্থিতি

*মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

শচীন সেনগুপ্তের বিখ্যাত 'সিরাজুদ্দৌলা' নাটকের নবাব সিরাজের একটি সংলাপ মনে পড়ে, যা তিনি তার মন্ত্রী-সেনাপতি-সভাসদদের লক্ষ্য করে বলেছিলেন যে, 'বাংলার ভাগ্যাকাশে আজ দুর্যোগের ঘনঘটা, তার শ্যামল প্রান্তরে আজ রক্তের আল্পনা, জাতির সৌভাগ্য সূর্য আজ অস্তাচলগামী; শুধু সুপ্ত সন্তান-শিয়রে রুদ্যমানা জননী নিশাবসানের অপেক্ষায় প্রহর গণনায় রত। কে তাকে আশা দেবে, কে তাকে ভরসা দেবে, কে তাকে শোনাবে জীবন দিয়েও রোধ করব মরণের অভিযান'? হতভাগ্য নবাবের সেই আকুতিতে সেদিন কেউ কর্ণপাত করেনি। বিশ্বাসঘাতকের দল ব্যক্তিস্বার্থের কাছে জাতীয় স্বার্থকে বিসর্জন দিয়ে পতন ঘটিয়েছিল নবাব সিরাজের। জগৎশেঠ, রায়দুর্লভ, রাজবল্লভ, উমিচাঁদ, নন্দকুমার, মীর জা'ফর, মিরণ, মীর কাসিম, মোহাম্মাদী বেগ, ঘসেটী বেগম কেউই সুখী হ'তে পারেনি। পলাশীর পরাজয় পর্যবসিত হয়েছিল সমগ্র ভারতের পরাজয়ে। তারপর প্রায় দু'শতাব্দী ধরে ব্রিটিশের গোলামী ও শোষণ-নির্যাতনে মানবেতর জীবন কেটেছে এ দেশবাসীর। বিশ্বে এরূপ অতীতের মর্মান্তিক ইতিহাস মানব জাতির সামনে রয়েছে। বলা হয়, ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা উচিত। কিন্তু প্রায়শই দেখা যায়, ইতিহাস থেকে শিক্ষাগ্রহণ করা হয় না।

মুসলমানদের প্রাচীন ইতিহাস খোঁজার আবশ্যকতা নেই। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আবির্ভাব থেকে শুরু করলে দেখা যাবে- তিনি যখন আরব দেশের মক্কা নগরীতে ৫৭০ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন, তখন আরবের লোকেরা ছিল অত্যাচারী, ব্যভিচারী, ধর্মহীন পথভ্রষ্ট। ইবরাহীম (আঃ) প্রতিষ্ঠিত কা'বা গৃহে তারা মূর্তি স্থাপন করে পূজা করত। ৬১০ খৃষ্টাব্দে মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র অহী পেতে শুরু করেন। অহী পাওয়া মাত্র তিনি আল্লাহ্‌র দ্বীন (ইসলাম) প্রচার শুরু করেন। সেই অহী সমষ্টি আল-কুরআন নামে পরিচিত।

মুহাম্মাদ (ছাঃ) আল্লাহ্‌র শেষ নবী এবং আল-কুরআন শেষ আসমানী কিতাব। এই কিতাব আল্লাহ্‌র একত্ববাদ (তাওহীদ) ঘোষণা করেছে। আল্লাহ সর্বশক্তিমান, তিনিই সকল কিছুর স্রষ্টা এবং মালিক। আমাদেরকে একমাত্র তাঁরই ইবাদত করতে হবে। তিনি জ্বিন-ইনসানের পাপ-পুণ্যের বিচারক। তিনি কর্মের প্রতিফল দাতা। ইসলাম প্রচারের সঙ্গে সঙ্গে মক্কার কাফিররা মহানবী (ছাঃ) এবং নও মুসলিমদের উপর নির্যাতন শুরু করে। শেষ পর্যন্ত

** সম্পাদক, কালান্তর, রাজাবাড়ী, পিরোজপুর।*

Contents

৬২২ খৃষ্টাব্দে মহানবী (ছাঃ) এবং ছাহাবায়ে কেরামকে মদীনায় হিজরত করতে হয়। ৬৩২ খৃষ্টাব্দে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইন্তেকাল করেন। তাঁর ইসলাম প্রচারের সময়কাল মাত্র ২৩ বছর। এই তেইশ বছরে বহুবার তাঁকে কাফিরদের সশস্ত্র আক্রমণ প্রতিহত করতে হয়েছে। আক্রান্ত হয়েই তিনি তাঁর অনুসারীদের নিয়ে কাফিরদের সঙ্গে আত্মরক্ষার জন্য জিহাদ করেছেন। গায়ে পড়ে কারো সঙ্গে জিহাদ করতে যাননি। এই সময়ের মধ্যে আরবের বাইরেও অনেক দেশে ইসলামের দাওয়াত পৌঁছিয়েছেন। তাতে সাফল্যও এসেছে। প্রথমদিকে মুসলমানের সংখ্যা খুব বেশী ছিল না। লোকবলে, অস্ত্রবলে নয়; ইসলাম ধর্মের সৌন্দর্যে ঈমান, আমল, আখলাক, ইনছাফ, সাম্য-মৈত্রী ইত্যাদি গুণাবলীতে আকৃষ্ট হয়েই মানুষ শান্তির ধর্ম ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় নিয়েছে। তলোয়ারে নয়, উদারতায় ইসলামের জয় হয়েছে।

মক্কা ও মদীনাকে ঘিরে যে ইসলামী খেলাফত গড়ে উঠেছিল, তা ক্রমান্বয়ে গোটা মধ্যপ্রাচ্যে বিস্তৃত হয়ে এমনকি এশিয়ার বাইরে আফ্রিকা এবং ইউরোপেও ছড়িয়ে পড়তে থাকে। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর থেকে মুসলমানদের মধ্যে খারেজী, শী'আ, মু'তাযিলা ইত্যাদি মতপার্থক্য সৃষ্টি হয়। প্রায় অর্ধজগতে ইসলামী খেলাফত বিস্তৃত হ'লেও বিভিন্ন কারণে মুসলমানদের মধ্যে ঐক্যের অভাব পরিলক্ষিত হয়। খুলাফায়ে রাশেদীনের পর উমাইয়া, আব্বাসিয়া, ফাতেমিয়া, ওছমানীয়া খেলাফত রাজতন্ত্রে পর্যবসিত হয়। প্রাদেশিক শাসনকর্তারা কেন্দ্রীয় শাসন অমান্য করতে থাকে। কুরআন ও হাদীছ থেকে তারা দূরে সরে যেতে থাকে। ইনছাফের অভাব ঘটে, ব্যভিচার প্রশ্রয় পায়, বিলাস-ব্যসন এবং সুরা পান প্রচলিত হয় কোন কোন রাজ পুরুষের মধ্যে। আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ) ঘোষিত মুসলমানদের মহাশত্রু ইহুদী-খৃষ্টানরা মুসলমানদের নিশ্চিহ্ন করবার সুযোগ খুঁজতে থাকে। ১০৯৬ খৃষ্টাব্দে খৃষ্টানরা মুসলমানদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড (ধর্মযুদ্ধ) ঘোষণা করে। এই ক্রুসেড চলতে থাকে দু'শ বছর ধরে। ক্রুসেডের ইতিহাসে সুলতান ছালাহুদ্দীনের শৌর্য-বীর্য সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। কিন্তু শেষ রক্ষা হয়নি। ইউরোপের স্পেনে মুসলিম হুকুমতের পতন ঘটে অত্যন্ত শোচনীয় এবং মর্মান্তিকভাবে। লাখ লাখ মুসলমানকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়। ভারতীয় উপমহাদেশের মুসলিম হুকুমতও খৃষ্টানদের দখলে চলে যায়। তারপর প্রথম মহাযুদ্ধ এবং দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ মুসলিম শাসনকে আরও পর্যুদস্ত করে। মুসলমানদের মধ্যে ঐক্য-মৈত্রীর চরম অভাব পরিলক্ষিত হয়। খেলাফত টুকরো টুকরো হয়ে যায়। খৃষ্টানদের অনুকরণে কোন কোন মুসলিম দেশে সমাজতন্ত্র ও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। মুসলমান অনুপ্রাণিত হয় খৃষ্টানী আমল-আখলাকে। ১৯৪৮ খৃষ্টাব্দে মুসলিম ভূ-খণ্ড জবর দখল করে ইহুদীরা ইরাঈল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করে। সেই অবধি ফিলিস্তীনের মুসলমানরা নিজগৃহে পরবাসী। তারা অর্ধ শতাব্দীরও অধিক সময় ধরে বর্বর ইহুদীদের অমানুষিক নির্যাতনের শিকার।

মুসলমানদের নিয়ে ব্রিটিশরা খেল কম দেখায়নি। বর্তমানে মঞ্চে আবির্ভূত মার্কিনীরা। সেই হাতকে মযবূত করেছে ব্রিটেন-ফ্রান্সের খৃষ্টানরা। তাদের মুসলিম দেশ ধ্বংস, মুসলিম নিধন মিশনে সহযোগিতার হাত বাড়িয়েছে বিভিন্ন মুসলিম দেশ। আজকের মুসলমান আর রাসূল (ছাঃ)-এর সময়কার মুসলমান সমান নয়। আজকের মুসলমানকে বলা যেতে পারে খ্রীষ্টানদের অনুসারী মুসলমান, পৌত্তলিকতায় অনুরাগী মুসলমান। বাংলাদেশতো আরো এক ধাপ এগিয়ে। তাদের মধ্যে একদল ধর্মনিরপেক্ষ মুসলমান পয়দা হয়েছে। এরা এদেশ থেকে ইসলামকে চিরবিদায় করতে পারলেই যেন বাঁচে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র একমাত্র পরাশক্তি। তার প্রধান মিশন হ'ল বিশ্বের সকল মুসলিম দেশগুলিকে গোলাম করে রাখা। মার্কিনীদের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে বৃটেন-ফ্রান্স, ইসরাঈল। সকল ইহুদী-খৃষ্টান ব্লক এক হয়ে যেতে পারে মুসলিম নিধনের প্রয়োজনে। হিন্দু ভারতও এবার মওকা পেয়ে গেছে। আনবিক-পারমাণবিক, রাসায়নিক প্রযুক্তি হাতে পাওয়ার জন্য সেও মার্কিনীদের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। ধরেই নিতে পারি, দক্ষিণ এশিয়ায় ত্রাসের রাজত্ব কায়েম করতে ভারতের আর বেগ পেতে হবে না।

মুসলমানের পতন হচ্ছে পারস্পরিক অনৈক্যের কারণে। মুসলমান মুসলমানের মিত্র হ'তে পারবে বলে মনে হয় না। বরং মুসলমানের শত্রু হওয়াই আজ সহজসাধ্য মনে হচ্ছে। আফগানিস্তান, ইরাক ধ্বংস এবং দখলে মুসলিম দেশের সহযোগিতা ছিল। এরপর অন্য যে সব দেশ মার্কিনীদের ধ্বংস এবং দখল করার প্রয়োজন হবে, তখনও তাদের মুসলিম দেশের সহযোগিতা পাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এবার থেকে ভারতও পুরো সহযোগিতায় থাকবে, তাতে সন্দেহ নেই। মুসলিম দেশের বিরুদ্ধে গুরুতর অভিযোগ তৈরী হয়েই আছে। তারা জঙ্গীবাদী-সন্ত্রাসী (?)। তাদের মধ্যে ওসামা বিন লাদেন এবং তার আল-কায়দা নেটওয়ার্ক রয়েছে। অতএব মুসলমান ধ্বংস করা চাইই। বিশ্বের ইহুদী-খৃষ্টান, মুশরিকরা সবাই এক জোট হচ্ছে; হবেই তো। এটা কুরআন পাকের কথা, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কথা। কিন্তু মুসলমান, তোমরা কি আল্লাহ ও রাসূল (ছাঃ)-এর পথে থাকবে, না-কি তুচ্ছ মতাদর্শ এবং ব্যক্তি স্বার্থের দলাদলি নিয়ে ধ্বংস হয়ে যাবে? একটু ভাবো, ভাববার সময় হয়তো এখনও আছে। আরও একটু তলিয়ে যাবার সময় দিলে বিশ্ব মুসলিমের ধ্বংস অনিবার্য, কেউই রেহাই পাবে না।

উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালমা (রাঃ)

*মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম**

প্রাককথনঃ

ইসলাম গ্রহণের পরে যেসকল ছাহাবী জীবনের পরতে পরতে নানা প্রতিকূলতার শিকার হয়েছেন এবং বিভিন্ন নির্যাতন-নিপীড়ন সহ্য করেও ইসলামের উপর অটল ও অবিচল থেকেছেন উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালমা (রাঃ) ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ইসলামের প্রথম মহিলা শহীদ সুমাইয়া (রাঃ)-এর পরে যে সকল মহিলা ছাহাবীর উপর কুফফারে কুরাইশ অমানুষিক নির্যাতন চালিয়েছিল, তাঁদের মধ্যে উম্মু সালমার নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শত যুলুম-অত্যাচার সহ্য করে, সকল ব্যথা-বেদনা সয়ে, সমস্ত বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে, সকল বিপদাপদকে পদদলিত করে অপরিসীম ধৈর্য ও সহিষ্ণুতার সাথে তিনি দ্বীন ইসলামকে আঁকড়ে ধরে থেকেছেন। তাঁর সত্যবাদিতা ও স্পষ্টবাদিতা ছিল অনুকরণীয়। তাঁর সীমাহীন মেধা, বুদ্ধিমত্তা এবং সুচিন্তিত পরামর্শ দানের কারণে ইতিহাসে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। আলোচ্য নিবন্ধে আমরা নবীপত্নী উম্মুল মুমিনীন উম্মু সালমা (রাঃ)-এর জীবনী আলোচনার প্রয়াস পাব ইন্‌শাআল্লাহ।

নাম ও বংশ পরিচয়ঃ

তাঁর প্রকৃত নাম হিন্দ, কারো মতে রামলা[১], কুনিয়াত বা উপনাম উম্মু সালমা।[২] এই উপনামেই তিনি সমধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ। তাঁর পিতার নাম হুযাইফাহ মতান্তরে সুহাইল।[৩] তার উপনাম হচ্ছে আবূ উমাইয়াহ।[৪] তার উপাধি ছিল 'যাদুর রাকিব'। তিনি ছিলেন একজন বিত্তশালী ও দানবীর ব্যক্তি। তার বদান্যতা এবং দানশীলতার কথা সে যুগে খুবই প্রসিদ্ধ ছিল। বিশজন মানুষ তাঁর তত্ত্বাবধানে সর্বদা প্রতিপালিত হ'ত। কখনো কোথাও সফরে গেলে সকল সাথীর খাদ্য ও অন্যান্য প্রয়োজন পূরণের দায়িত্ব তিনি গ্রহণ করতেন। এসব উদারতার জন্য তিনি 'যাদুর রাকিব' অর্থাৎ 'সফরকারীদের পাথেয়' উপাধিতে ভূষিত হন।[৫] উম্মু সালমার পূর্ণ বংশপরম্পরা হচ্ছে হিন্দ বিনতু আবী উমাইয়াহ ইবনিল মুগীরাহ ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখযূম আল-ক্বারাশিয়াহ আল-মাখযূমিয়াহ। তিনি খালিদ বিন ওয়ালিদ ও আবূ জাহল ইবনু হিশামের চাচাত বোন ছিলেন। তাঁর মাতার নাম ছিল আতিকা। তার পূর্ণ বংশ পরিক্রমা হচ্ছে আতিকা বিনতু আমের ইবনু রবী'আহ ইবনে মালিক ইবনে জুযাইমাহ ইবনে আলক্বামাহ জাযলুত ত্ব'আন ইবনে ফারাস ইবনে গানাম ইবনে মালেক ইবনে কিনানাহ।[৬] উম্মু সালমা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ফুফাত বোন ছিলেন।[৭]

জন্ম ও শৈশবঃ

তাঁর নির্দিষ্ট কোন জন্ম তারিখ জানা যায় না। তবে তিনি ৮৪ বছর[৮] মতান্তর ৯০ বছর বয়সে ৫৯ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৯] সে হিসাবে তাঁর জন্ম ৫৭৭ বা ৫৯১ খৃষ্টাব্দে হ'তে পারে। তাঁর শৈশব কৈশোর সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণ কিছুই উল্লেখ করেননি। কাজেই এ বিষয়টি আমাদের নিকট অজ্ঞাত।

প্রথম বিবাহঃ

উম্মু সালমা (রাঃ)-এর প্রথম বিবাহ হয় স্বীয় চাচাত ভাই আবূ সালমার সাথে।[১০] তাঁর নাম ছিল আব্দুল্লাহ ইবনু আব্দুল আসাদ ইবনে হেলাল ইবনে আবদিল্লাহ ইবনে ওমর ইবনে মাখযূম।[১১] তিনি ছিলেন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর দুধ ভাই[১২] ও ফুফাত ভাই।[১৩] তিনি অত্যন্ত সৎ, ন্যায়পরায়ণ ও ভদ্র প্রকৃতির যুবক ছিলেন।[১৪] আবূ সালমা (রাঃ)-এর ঔরসে ও হিন্দ (রাঃ)-এর গর্ভে চারজন সন্তানের জন্ম হয়। তারা হ'লেন সালমা, ওমর, যয়নাব ও দুররাহ। তারা সকলে নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবী ছিলেন।[১৫]

---

* পি-এইচ.ডি. গবেষক, ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।

১. হাফেয ইবনু হাজার আল-আসক্বালানী, আল-ইছাবাহ ফী তাময়ীযিছ ছাহাবাহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যাহ, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয পৃঃ ২৪০; যারা তাঁর নাম 'রমলা' বলে উল্লেখ করেছেন, তারা ভুল করেছেন। কারণ 'রামলা' উম্মুল মুমিনীন উম্মু হাবীবা (রাঃ)-এর নাম। দ্রঃ সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২।

২. সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ আল-জরদানী, ফাতহুল আল্লাম বিশারহি মুরশিদিল আনাম (কায়রোঃ ৪র্থ প্রকাশ ১৯৯০ খৃঃ/১৪১০ হিঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩; তালিবুল হাশেমী, মহিলা সাহাবী, অনুবাদঃ আব্দুল কাদের (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ২য় সংস্করণ, ১৪১৪ হিঃ/১৯৯৪), পৃঃ ৫০।

৩. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয পৃঃ ২৪০।

৪. অলীউদ্দীন আল-খত্বীব, ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল (দিল্লীঃ আছাহহুল মাতাবি' তা.বি.), পৃঃ ৫৯৯; মুহাম্মাদ নূরুয্যামান, সংগ্রামী নারী, (ঢাকাঃ আধুনিক প্রকাশনী, ১৪১১ হিঃ/১৯৯০), পৃঃ ৭০।

৫. হাফিয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী, সিয়ারু আলামিন নুবালা (বৈরুতঃ মুআসসাসাতুর রিসালাহ), ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০১-২০২; আবুল হাসান ওবায়দুল্লাহ আল-মুবারকপুরী, মির'আতুল মাফাতীহ (বেনারসঃ ইদারাতুল বুহূছিল ইসলামিয়া ওয়াদ দাওয়াতি ওয়াল ইফতা বিল জামি'আতিস সালাফিয়া, ৪র্থ প্রকাশ, ১৪১৯ হিঃ/১৯৯৮ খৃঃ), ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬, টীকা-১২৪।

৬. মুহাম্মাদ ইবনু সা'দ, আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, তাহক্বীক্বঃ মুহাম্মাদ আব্দুল কাদের মাত্বা (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, ১ম প্রকাশ, ১৪১০ হিঃ/১৯৯০ খৃঃ), ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

৭. মাহমূদ শাকের, আত-তারীখুল ইসলামী, (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ১৪১১ হিঃ/১৯৯১ খৃঃ), ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮; ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩।

৮. ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, পৃঃ ৫৯৯; ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩।

৯. সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২-২০৩।

১০. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪০; আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।

১১. আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

১২. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২।

১৩. আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।

১৪. সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২; মহিলা সাহাবী, পৃঃ ৫০।

১৫. আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪০; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২; আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।

Contents

ইসলাম গ্রহণঃ

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন দ্বীনে হক্বের দাওয়াত ও তাবলীগের কাজ শুরু করেন, তখন তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে নির্মল চরিত্র ও পবিত্র স্বভাবের অধিকারী আবূ সালমা ইসলামের সুশীতল ছায়াতলে আশ্রয় গ্রহণ করেন। নিজ গোত্রের সীমাহীন বিরোধিতা, অন্যান্য বিপদ-মুছীবত ও শত প্রতিকূলতা হক্ব গ্রহণে তাঁর জন্য কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করতে পারেনি। উম্মু সালমা (রাঃ)ও স্বামীর সাথে ইসলামে দীক্ষিত হন। এভাবেই এ দম্পতি ইসলামের প্রাথমিক যুগেই মুসলিম হয়ে অসাধারণ মর্যাদা লাভ করেন।[১৬]

হাবশায় হিজরতঃ

তাঁরা ইসলামের জন্য সীমাহীন দুঃখ-কষ্ট ও বিপদ-মুছীবত সহ্য করলেও হক্ব পথ থেকে বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত হননি। কিন্তু মুসলিম জনসংখ্যা যত বৃদ্ধি পেতে লাগলো কাফেরদের নির্যাতন-নিপীড়ন ও যুলুম-অত্যাচারের মাত্রাও তত বেড়ে গেলো। তাদের নির্যাতন সীমাতিক্রম করলে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে হাবশায় (বর্তমান ইথিওপিয়ায়) হিজরত করার অনুমতি দিলেন। আবূ সালমা স্বীয় স্ত্রী উম্মু সালমাকে নিয়ে হাবশা বা আবিসিনিয়ায় হিজরত করেন। সেখানেই তাঁদের প্রথম পুত্র সন্তান সালমা জন্মগ্রহণ করে। হাবশায় কিছুদিন অবস্থান করে তাঁরা মক্কায় ফিরে আসেন।[১৭]

মদীনায় হিজরতঃ

মক্কায় কিছুদিন অবস্থানের পর মদীনায় হিজরতের অনুমতি পেয়ে আবূ সালমা (রাঃ) মদীনায় হিজরত করতে মনস্থ করলেন। এ সময় তাঁর নিকট মাত্র একটি উট ছিল। উটের উপর তিনি স্ত্রী উম্মু সালমা ও শিশুপুত্র সালমাকে চড়িয়ে নিজে উটের রশি ধরে পদব্রজে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। কিছুদূর যেতে না যেতেই উম্মু সালমা (রাঃ)-এর বংশ বনু মুগীরার লোকজন তাঁদের হিজরতের কথা জানতে পেরে আবূ সালমা (রাঃ)-এর উটকে ঘিরে দাঁড়াল। তারা আবূ সালমাকে বলল, তুমি যেতে পার, কিন্তু আমাদের মেয়েকে আমরা তোমার সাথে যেতে দিতে পারি না। একথা বলে তারা আবূ সালমা (রাঃ)-এর হাত থেকে উটের রশি কেড়ে নিল এবং জোরপূর্বক উম্মু সালমা (রাঃ)-কে তাদের সাথে মক্কার দিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলল। ইত্যবসরে আবূ সালমা (রাঃ)-এর গোত্রের লোকেরা এসে পৌঁছল। তারা উম্মু সালমা (রাঃ)-এর শিশুপুত্র সালমাকে এ বলে হস্তগত করল যে, তোমরা যদি তোমাদের মেয়েকে আবূ সালমা (রাঃ)-এর সঙ্গে যেতে না দাও, তাহ'লে আমরাও আমাদের কবীলার শিশুপুত্রকে তোমাদের নিকট দেব না। তারা আবূ সালমা (রাঃ)-কে বলল, একাকী তোমার যেখানে ইচ্ছা সেখানে চলে যাও।[১৮] আবূ সালমা স্ত্রী-পুত্র ছাড়াই মদীনার দিকে রওয়ানা হ'লেন। তিনি ছিলেন মদীনায় হিজরতকারী প্রথম ব্যক্তি।[১৯]

উম্মু সালমা (রাঃ) বনু মুগীরার নিকট এবং তাঁর শিশুপুত্র বনু আব্দুল আসাদের নিকট রয়ে গেল। আবূ সালমা ও উম্মু সালমা (রাঃ) একে অপরের নিকট থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে কেবল দ্বীনে হক্বের কারণেই সকল নির্যাতন অকাতরে সহ্য করেছিলেন। কিন্তু স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার কারণে উম্মু সালমা (রাঃ) সীমাহীন মনঃকষ্টে ভুগছিলেন। তিনি প্রত্যহ সকালে ঘর থেকে বের হয়ে নিকটস্থ একটি টিলার উপরে বসে সারাদিন কান্নাকাটি করে কাটাতেন। এভাবে একটি বছর অতিবাহিত হয়ে গেলে একদিন বনু মুগীরার জনৈক প্রভাবশালী সহৃদয় ব্যক্তি তাঁকে এই অবস্থায় দেখে খুবই প্রভাবিত হ'লেন। তিনি তার গোত্রের লোকদেরকে একত্রিত করে বললেন, 'এ মেয়ে আমাদের রক্তের অংশবিশেষ। আমরা আর কতদিন এই অসহায় মেয়েকে স্বামী-সন্তান থেকে বিচ্ছিন্ন রাখবো! হে বনু মুগীরাহ! আল্লাহ্র কসম, আমাদের বংশ সম্ভ্রান্ত ও বাহাদুর। তারা যুলুমকে কখনো ভাল মনে করে না'।

ঐ ব্যক্তির হৃদয়গ্রাহী বক্তৃতায় অন্যদের মনেও দয়ার উদ্রেক হ'ল। তারা উম্মু সালমা (রাঃ)-কে মদীনায় যাওয়ার অনুমতি দিল। এ ঘটনা শুনে বনু আব্দুল আসাদের লোকদের মনেও করুণার সৃষ্টি হ'ল। তারা সালমাকে তার মায়ের নিকট পাঠিয়ে দিল। উম্মু সালমা (রাঃ) শিশুপুত্র সালমাকে কোলে নিয়ে উটের পিঠে চড়ে মদীনা অভিমুখে রওয়ানা হ'লেন। পথিমধ্যে তিনি তান'ঈম নামক স্থানে পৌঁছলে বনু আব্দুদ দার গোত্রের সঙ্গে ভ্রাতৃ সম্পর্ক স্থাপনকারী ওছমান বিন আবূ তালহার সাথে সাক্ষাৎ হয়। তিনি ছিলেন অত্যন্ত ভদ্র ও শরীফ ব্যক্তি। তিনি উম্মু সালমাকে জিজ্ঞেস করলেন, হে আবূ উমাইয়ার মেয়ে! তুমি কোথায় যাচ্ছ? উম্মু সালমা বললেন, আমি মদীনায় আমার স্বামীর নিকট যাচ্ছি? ওছমান পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, তোমার সাথে কি আর কেউ আছে? উম্মু সালমা বললেন, আল্লাহ্র কসম! আমার সাথে আল্লাহ এবং আমার এই শিশুপুত্র ছাড়া আর কেউ নেই। তখন ওছমান বলে উঠলেন, এক শিশুপুত্র সহ এক কুরাইশ মহিলা একাকী এই মরুপ্রান্তরে সফর করবে, আর আমি তাকে সাহায্য করব না, এটা কোন পৌরুষের কাজ নয়। একথা বলে তিনি উম্মু সালমার উটের রশি ধরলেন এবং আস্তে আস্তে মদীনার দিকে অগ্রসর হ'লেন।

ওছমান বিন আবূ তালহার ভদ্রতা সম্পর্কে উম্মু সালমা (রাঃ) বলেন, আমি আরবের এমন কোন লোকের সঙ্গী হইনি যে, ওছমানের চেয়ে অধিক ভদ্র। কোন মনযিলে

১৬. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪০; মহিলা সাহাবী, পৃঃ ৫০।*
১৭. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪০।*
১৮. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪০।*
১৯. *আত-তারীখুল ইসলামী, ১ম ও ২য় খণ্ড, পৃঃ ৩৫৮।*

অবতরণ করলে তিনি উটটিকে বসিয়ে আমাকে নামিয়ে দিয়ে বৃক্ষের আড়ালে চলে যেতেন। কিছুক্ষণ পরে তিনি সফরের জন্য উটকে তৈরী করে নিয়ে আসতেন। তারপর আমাকে বলতেন, উটের পিঠে আরোহন কর। আমি উটের পীঠে চড়ে ঠিকমত বসার পরে তিনি উটের লাগাম ধরে সামনের দিকে অগ্রসর হ'তেন।

এভাবে চলতে চলতে তাঁরা মদীনার উপকণ্ঠে কুবাস্থ বনী আমর ইবনু আওফ গোত্রের বাসস্থান নযরে আসলে ওছমান বললেন, তোমার স্বামী এ গ্রামেই অবস্থান করছেন। ওছমান সেখান থেকে মক্কায় ফিরে আসলেন। আবূ সালমা (রাঃ) সংবাদ পেয়ে প্রিয়তমা স্ত্রী ও প্রাণাধিক প্রিয় আদরের সন্তানকে পেয়ে মহান আল্লাহর দরবারে শুকরিয়া জ্ঞাপন করলেন।[২০] উম্মু সালমাই হাবশায় হিজরতকারিণী প্রথম মহিলা এবং মদীনায় হিজরতকারিণী প্রথম উষ্টারোহিনী ছিলেন।[২১]

প্রথম স্বামীর মৃত্যুঃ

একদা উম্মু সালমা (রাঃ) স্বীয় স্বামী আবূ সালমা (রাঃ)-কে বললেন, আমি শুনেছি, যদি কোন মহিলার স্বামী তার জীবদ্দশায় মারা যায় এবং সে মহিলা দ্বিতীয়বার বিবাহ না করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন। তেমনিভাবে কোন পুরুষের জীবদ্দশায় যদি তার স্ত্রী মারা যায় এবং সে যদি দ্বিতীয়বার বিয়ে না করে, তাহ'লে আল্লাহ পাক তাকে ও তার স্ত্রীকে জান্নাতে একত্রিত করবেন। সুতরাং এসো আমরা দু'জন শপথ করি যে, আমাদের মধ্যে যে-ই প্রথমে মারা যাবে দ্বিতীয়জন তারপর একাকীত্বের জীবন কাটাবে। আবূ সালমা (রাঃ) তাঁর প্রিয়তমা স্ত্রীকে নিকটে ডেকে বললেন, তুমি কি আমার কথা মানবে? উম্মু সালমা (রাঃ) বললেন, আমি যতদিন বেঁচে থাকব, আপনার আনুগত্য করব। আবূ সালমা (রাঃ) বললেন, আমি যদি প্রথমে মারা যাই, তাহ'লে তুমি অবশ্যই বিবাহ করবে। এরপর তিনি দো'আ করলেন, اَللَّهُمَّ ارْزُقْ أُمَّ سَلْمَةَ بَعْدِىْ رَجُلاً خَيْرًا مِّنِّى لاَيُحْزِنُهَا وَلاَيُؤْذِيْهَا 'হে আল্লাহ! আমার পরে তুমি উম্মু সালমাকে আমার চেয়ে উত্তম কোন ব্যক্তিকে দান করো, যে তাকে চিন্তিত করবে না এবং তাকে কষ্টও দিবে না'।[২২]

তৃতীয় হিরজীতে ওহোদ যুদ্ধে আবূ সালমা (রাঃ) শরীক হন এবং এতে অত্যন্ত বীরত্ব প্রদর্শন করেন। একটি বিষাক্ত তীর তাঁর বাহুতে বিদ্ধ হয়। ফলে তিনি আহত হন। মাসাধিক কাল চিকিৎসায় তিনি সুস্থতা লাভ করেন। এর পরে ৪র্থ হিরজীর মুহাররম মাসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে কাত্বানে বনী আসাদ গোত্রের বিরুদ্ধে অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি ২৯ দিন নিখোঁজ থাকেন। ৪র্থ হিজরীর ছফর মাসে তিনি মদীনায় ফিরে আসেন। কিন্তু এ সময় তাঁর পূর্বের ক্ষতস্থানে ব্যথা দেখা দেয়। এই ব্যথায়ই তিনি ৪র্থ হিজরীর ৯ জুমাদাল আখিরাহ ইন্তিকাল করেন।[২৩]

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে উম্মু সালমার বিবাহঃ

আবূ সালমা (রাঃ)-এর ইন্তিকালের সময় উম্মু সালমা (রাঃ) অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন। উম্মু সালমা (রাঃ)-এর ইদ্দত পালন শেষ হ'লে তথা সন্তান প্রসবের পরে তাঁর দূরবস্থার কথা চিন্তা করে আবূ বকর (রাঃ) বিবাহের প্রস্তাব প্রেরণ করেন। কিন্তু উম্মু সালমা (রাঃ) সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এরপর ওমর (রাঃ) প্রস্তাব পাঠালেও তিনি তা প্রত্যাখ্যান করেন। অতঃপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) প্রস্তাব পাঠালে তিনি তা সাদরে গ্রহণ করেন। কিন্তু তিনি বলে পাঠান যে, إنى غيرى وإنى مصبية وليس أحد من أوليائى شاهدًا، 'আমি অত্যন্ত আত্মসম্মানবোধসম্পন্ন ও ছোট ছোট সন্তানের অধিকারী মহিলা। আর আমার কোন অভিভাবকও এখানে নেই'। তার কথার উত্তরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলে পাঠালেন, 'তোমার সন্তানদেরকে অতিসত্তর আল্লাহ সাবলম্বী করবেন, তোমার আত্মসম্মানবোধকে আল্লাহ দূরীভূত করবেন এবং তোমার অভিভাবকগণ আমার সাথে তোমাকে বিবাহ দিতে অবশ্যই রাযী হবেন। এরপরে উম্মু সালমা (রাঃ) তাঁর ছেলে ওমরকে বললেন, হে ওমর! রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে আমার বিয়ে দিয়ে দাও।[২৪]

৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসে নবী করীম (ছাঃ)-এর সাথে উম্মু সালমা (রাঃ)-এর বিবাহ সম্পন্ন হয় এবং এ মাসে তাঁদের বাসর রাত উদযাপিত হয়।[২৫] কিন্তু হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বিবাহের সনের ব্যাপারে ভিন্নমত পোষণ করেছেন। তিনি বলেন, فتزوجها رسول الله صلى الله عليه وسلم ودخل بها فى شوال سنة اثنتين بعد وقعة بدر، 'রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বদর যুদ্ধের পরে ২য় হিজরীর শাওয়াল মাসে তাকে বিবাহ করেন এবং এ মাসেই তার সাথে বাসর যাপন করেন'।[২৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ২য় হিজরীতে উম্মু সালমা (রাঃ)-কে বিবাহ করেছেন, এটা সঠিক নয়। কেননা আবূ সালমা (রাঃ) ওহোদ যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছিলেন এবং তার কয়েক মাস পরে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। উম্মু সালমা (রাঃ)-এর ছেলে ওমর ইবনু আবী সালমা বলেন,

---

২০. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪০-২৪১।*
২১. *ঐ, পৃঃ ২৪১।*
২২. *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭০; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৩।*

২৩. *সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৩; ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।*
২৪. *সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৪; আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪১; নাসাঈ, 'বিবাহ' অধ্যায়, 'পুত্র কর্তৃক মাতাকে বিবাহ দেওয়া' অনুচ্ছেদ, হা/৩২৫৪; হাদীছ ছহীহ, দ্রঃ মুহাম্মাদ নাছীরুদ্দীন আলবানী, ইরওয়াউল গালিল (বৈরুতঃ আল-মাকতাবুল ইসলামী, ২য় প্রকাশ, ১৪০৫ হিঃ/১৯৮৫ খৃঃ), ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃঃ ২১৯-২০ হা/১৮১৯।*
২৫. *সিয়ার, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২-২০৩; আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।*
২৬. *আবূল ফিদা ইমাদুদ্দীন ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ (বৈরুতঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়াহ, তাবি), ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২১৭।*

Contents

بعث رسول الله (ص) أبى إلى قطن فى المحرم على رأس خمسة وثلاثين شهرًا فغاب تسعًا وعشرين ليلةً ثم رجع، فدخل المدينة لثمان خلون من صفر سنة أربع والجرح منتقض، فمات منه لثمان خلون من جمادى الآخرة سنة أربع من الهجرة، فاعتدت أمى وحلت لعشر بقين من شوال سنة أربع, فتزوجها رسول الله (ص) فى ليال بقين من شوال سنة أربع–

হিজরতের ৩৫ মাসের মাথায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার পিতাকে কাত্বান অভিযানে প্রেরণ করেন। তিনি ২৯ দিন নিখোঁজ থাকার পর ৪র্থ হিজরীর ৯ ছফর মদীনায় ফিরে আসেন। তাঁর ক্ষত স্থানে ব্যথা দেখা দেয়। ৪র্থ হিজরীর ৯ জুমাদাল আখিরাহ তিনি মৃত্যুবরণ করেন। আমার মাতা ইদ্দত পালন করেন এবং ৪র্থ হিজরীর শাওয়াল মাসের ১০ দিন অবশিষ্ট থাকতে তিনি ইদ্দত শেষ করেন। ঐ বছরই শাওয়ালের কয়েকদিন বাকী থাকতে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে বিবাহ করেন।[২৭]

চেহারাঃ

তিনি অত্যন্ত সুন্দরী ছিলেন।[২৮] তাঁর সম্পর্কে হাফেয ইবনু কাছীর (রহঃ) বলেন, وكانت من حسان النساء وعابداتهن 'তিনি ছিলেন মহিলাদের মধ্যে অতি সুন্দরী ও ইবাদতগুযার'।[২৯] হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, وكانت من أجمل النساء وأشرفهن نسبًا 'তিনি ছিলেন অতি লাবণ্যময়ী মোহনিয়া মহিলা এবং বংশের দিক দিয়ে অত্যন্ত সম্ভ্রান্ত বংশীয়া'।[৩০]

বুদ্ধিমত্তাঃ

উম্মু সালমা (রাঃ) ছিলেন প্রখর বুদ্ধিমত্তার অধিকারিণী। হুদায়বিয়ার সন্ধির পর তিনি যে উত্তম বিবেচনা শক্তির পরিচয় দিয়েছিলেন, তা চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে। তাঁর বুদ্ধিমত্তা সম্পর্কে হাফছাহ (রাঃ) বলেন, كانت أم سلمة موصوفة بالجمال البارع والعقل البالغ والرأى الصائب وأشارتها على النبى (ص) يوم الحديبية تدلى على وفور عقلها وصواب رأيها– 'উম্মু সালমা ছিলেন অতি সুন্দরী, পরিপূর্ণ মনীষা ও সঠিক সিদ্ধান্ত দানের অধিকারিণী। হুদায়বিয়ার সন্ধির দিন নবী করীম (ছাঃ)-কে পরামর্শ দিয়েছিলেন, যা তার জ্ঞানের পূর্ণতা, পর্যাপ্ততা এবং সিদ্ধান্ত প্রদানে যথার্থতার প্রমাণ'।[৩১]

হুদায়বিয়ার সন্ধি সম্পাদন শেষে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবায়ে কেরামকে উদ্দেশ্য করে বললেন, يَاأَيُّهَا النَّاسُ انْحَرُوْا وَاحْلِقُوْا 'হে লোক সকল! তোমরা কুরবানী কর এবং চুল কামিয়ে ফেল'। তিনি তিনবার একথা বললেও কেউ তাঁর কথায় সাড়া দিল না। তিনি উম্মু সালমা (রাঃ)-এর নিকট গিয়ে বললেন, হে উম্মু সালমা! মানুষের অবস্থা কি? তিনি বললেন, হে আল্লাহ্‌র রাসূল! মানুষ যে অন্তঃকষ্টে আছে আপনি তা প্রত্যক্ষ করেছেন? সুতরাং আপনি এখান থেকে বের হয়ে গিয়ে কারো সাথে কোন কথা না বলে কুরবানী করবেন এবং চুল কেটে ফেলবেন। নবী করীম (ছাঃ) উম্মু সালমা (রাঃ)-এর পরামর্শ মত তাই করলেন। ছাহাবীগণ আল্লাহ্‌র রাসূলকে কুরবানী করতে ও চুল কাটতে দেখে সবাই তাঁর অনুসরণ করল।[৩২]

দান-ছাদাক্বা ও ইবাদত-বন্দেগীঃ

উম্মু সালমা (রাঃ) অত্যন্ত ইবাদতগুযার মহিলা ছিলেন।[৩৩] ইবাদতের প্রতি তাঁর প্রগাঢ় অনুরাগ ছিল। নির্ধারিত সময়ে ছালাত আদায়ের প্রতি তিনি অত্যন্ত সজাগ ও সচেতন ছিলেন।[৩৪] মাহে রামাযান ছাড়াও প্রত্যেক মাসেই আবশ্যিকভাবে তিনি তিনটি ছিয়াম বা আইয়ামে বীযের ছিয়াম পালন করতেন।[৩৫] উম্মু সালমা (রাঃ) স্বীয় পিতা আবূ উমাইয়ার মতই দানশীলা ছিলেন। তাঁর দানশীলতা ছিল অনুকরণীয়। অন্যদেরকেও তিনি দানের ব্যাপারে উৎসাহিত করতেন। কোন অভাবগ্রস্ত লোক তাঁর গৃহ থেকে শূন্যহাতে ফিরে যেতে পারত না। তাঁর ঘরে যা কিছু থাকতো কম হ'লেও তা তিনি অভাবগ্রস্তকে দান করতেন।[৩৬]

ইলমী খিদমতঃ

তিনি মহিলা ছাহাবীগণের মধ্যে ফক্বীহা হিসাবে পরিগণিত ছিলেন।[৩৭] ইলমে হাদীছেও তাঁর অসামান্য অবদান রয়েছে। তিনি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), আবূ সালমা ও ফাতিমাতুয যাহরা (রাঃ)-এর নিকট হাদীছ বর্ণনা করেছেন।[৩৮] তাঁর বর্ণিত হাদীছ সংখ্যা ৩২৮টি।[৩৯] কারো মতে তিনি ৩৭৮টি হাদীছ বর্ণনা করেছেন। এর মধ্যে বুখারী ও মুসলিম ঐক্যমতে ১৩টি, ইমাম বুখারী এককভাবে ৩টি এবং ইমাম মুসলিম এককভাবে ১৩টি হাদীছ উল্লেখ করেছেন।[৪০] তাঁর নিকট

২৭. আত-*ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬৯।*
২৮. *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৫।*
২৯. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২১৭।*
৩০. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২।*
৩১. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪১।*
৩২. *ইবনু কাছীর, তাফসীরুল কুরআনিল আযীম (কুয়েতঃ আল-ইরফান, ১ম প্রকাশ, ১৪১৬ হিঃ/১৯৯৬), ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৪৯।*
৩৩. *আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২১৭।*
৩৪. *সংগ্রামী নারী, পৃঃ ৭৭।*
৩৫. *মহিলা ছাহাবী, পৃঃ ৫৭।*
৩৬. *সংগ্রামী নারী, পৃঃ ৭৭; মহিলা ছাহাবী, পৃঃ ৫৮।*
৩৭. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৩।*
৩৮. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪১।*
৩৯. *ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩।*
৪০. *মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬; সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১০।*

হ'তে তাঁর ছেলে ওমর, মেয়ে যয়নাব, তাঁর ভাই আমের, ভাতিজা মুছ'আব ইবনু আবদিল্লাহ, তাঁর গোলাম নাবহান ও আবদুল্লাহ ইবনু রাফে' এবং নাফে', ইবনু ওমর (রাঃ)-এর গোলাম নাফে', ইবনু আব্বাস, আয়েশা, সাফীনাহ, আবূ কাছীর, খাযরাহ, ছাফীয়াহ বিনতু শায়বাহ, হিন্দ বিনতুল হারিছ আল-ফারাসিয়াহ, ক্বাবীছাহ বিনতু যুওয়াইব, আব্দুর রহমান ইবনুল হারিছ ইবনে হিশাম প্রমুখ ছাহাবী হাদীছ বর্ণনা করেছেন। তাছাড়া তাবেঈগণের মধ্যে আবূ ওছমান আন-নাহদী, আবূ ওয়ায়েল, সাঈদ ইবনুল মুসাইয়্যিব, আবূ সালমা, ইবনু আব্দির রহমান ইবনে আওফ, হামীদ ইবনু আব্দুর রহমান ইবনে আওফ, উরওয়া, আবূবকর ইবনু আব্দুর রহমান, সুলায়মান ইবনু ইয়াসার[৪১] শক্বীক্ব ইবনু সালমা আল-আসওয়াদ ইবনু ইয়াযীদ, আশ-শা'বী, আবূ ছালেহ আস-সামান, মুজাহিদ, নাফি' ইবনু জুবাইর ইবনে মুত'ঈম, আতা ইবনু আবী রবাহ, শাহর ইবনু হাওশাব, ইবনু মুলাইকাহ প্রমুখ উম্মু সালমা (রাঃ)-এর নিকট থেকে হাদীছ শ্রবণ করেছেন।[৪২]

ইন্তিকাল ও দাফনঃ

উম্মু সালমা (রাঃ)-এর ইন্তিকালের তারিখ সম্পর্কে ঐতিহাসিকগণের মধ্যে কিছুটা মতপার্থক্য পরিলক্ষিত হয়। আল্লামা ওয়াকেদী বলেন, তিনি ৫৯ হিজরীর যুলকা'দাহ মাসে ইন্তিকাল করেন।[৪৩] সাইয়্যেদ মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ জরদানী বলেন, ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফতকালে ৬০ হিজরীতে তিনি ইন্তিকাল করেন।[৪৪] ইবনু হিব্বান (রহঃ) বলেন, তিনি ৬১ হিজরীর শেষ দিকে হুসাইন বিন আলী (রাঃ)-এর মৃত্যু সংবাদ আসার পরে মৃত্যুবরণ করেন। ইবনু আবী খায়ছামাহ বলেন, তিনি ইয়াযীদ ইবনু মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খিলাফাতকালে মৃত্যুবরণ করেন। হাফেয ইবনু হাজার আসক্বালানী (রহঃ) বলেন, ইয়াযীদ (রাঃ)-এর খিলাফত ছিল ৬০ হিজরীর শেষ পর্যন্ত। আবূ নু'আইম বলেন, তিনি ৬২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৫] হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, কোন কোন ঐতিহাসিক উম্মু সালমা (রাঃ)-এর মৃত্যু তারিখ ৫৯ হিজরী বলে উল্লেখ করেছেন; কিন্তু সেটা সঠিক নয়। প্রকৃতপক্ষে তিনি ৬১ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন।[৪৬] আল্লামা ওবায়দুল্লাহ মুবারকপুরী (রহঃ) বলেন, তিনি ৬২ হিজরীতে মৃত্যুবরণ করেছেন, এটাই সর্বাধিক বিশুদ্ধ মত।[৪৭] মৃত্যুকালে তাঁর বয়স হয়েছিল ৮৪ বছর[৪৮] মতান্তরে ৯০ বছর।[৪৯] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে বিবাহের পরে তিনি ৬০ বছর বেঁচে ছিলেন।[৫০]

ইবনু আবদিল বার্র বর্ণনা করেন, উম্মু সালমা (রাঃ) অছিয়ত করেছিলেন যে, তাঁর মৃত্যুর পরে তাঁর জানাযার ছালাত যেন সাঈদ ইবনু যায়েদ পড়ান। কিন্তু সাঈদ ইবনু যায়েদ উম্মু সালাম (রাঃ)-এর মৃত্যুর কয়েক বছর পূর্বে অর্থাৎ ৫০, ৫১ বা ৫২ হিজরীতে ইন্তিকাল করেন। তবে এই অছিয়তের কারণ এই হ'তে পারে যে, উম্মু সালমা অসুস্থ হয়ে এ অছিয়ত করেন। কিন্তু পরে তিনি সুস্থতা লাভ করেন। আর সাঈদ ইবনু যায়েদ তাঁর পূর্বেই মৃত্যুবরণ করেন।[৫১] আল্লামা হাকিম নাইসাপুরী (রহঃ) বর্ণনা করেন, উম্মু সালমা (রাঃ) সাঈদ বিন যায়েদকে জানাযা ছালাত পড়ানোর অছিয়ত এজন্য করেছিলেন, যাতে মারওয়ান ইবনুল হাকাম তাঁর জানাযার ছালাত না পড়ায়।[৫২] মুহাম্মাদ ইবনু ওমর আল-ওয়াকেদী ইবনু জুরাইজ থেকে নাফে' (রাঃ)-এর সূত্রে বর্ণনা করেন যে, আবূ হুরায়রাহ (রাঃ) উম্মু সালমা (রাঃ)-এর জানাযার ছালাত পড়ান।[৫৩] কিন্তু হাফেয শামসুদ্দীন আয-যাহাবী বলেন, এটা সঠিক নয়। কেননা তাঁর অনেক পূর্বে আবূ হুরায়রা (রাঃ) ইন্তিকাল করেন।[৫৪] উম্মু সালমা (রাঃ)-কে 'বাকীউল গারকাদ' নামক কবর স্থানে সমাহিত করা হয়।[৫৫] তাঁর কবরে তাঁর দু'পুত্র ওমর ইবনু আবূ সালমা ও সালমা, আব্দুল্লাহ ইবনু আবদুল্লাহ ইবনে আবী উবাই, আব্দুল্লাহ ইবনু ওয়াহাব ইবনে যাম'আহ আল-আসাদী অবতরণ করেন।[৫৬]

উপসংহারঃ

উম্মাহাতুল মুমিনীনের মধ্যে আয়েশা (রাঃ)-এর পরেই ছিল উম্মু সালমা (রাঃ)-এর স্থান। প্রখর বুদ্ধিমত্তা, নিরলস জ্ঞান সাধনা, অনাড়ম্বর জীবন-যাপন ও অনুপম দানশীলতা প্রভৃতি সৎগুণাবলীর জন্য ইসলামের ইতিহাসে তিনি অবিস্মরণীয় হয়ে আছেন। ইস্পাত কঠিন সংকল্প নিয়ে তিনি জীবন ব্যাপী সত্যের সাধনা করে গেছেন। সৎকাজে মানুষকে আদেশ দান ও অসৎকাজে বাঁধা প্রদান করার মধ্যে তিনি খুঁজে পেয়েছিলেন জীবনের সাফল্য, সমাজ জীবনের কল্যাণ এবং দুনিয়ার শান্তি। এই বিদুষী মহিলার জীবনী থেকে আমাদের জন্য অনেক শিক্ষা রয়েছে। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর মত গুণাবলী অর্জনের তাওফীক্ব দিন- আমীন!!

৪১. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪১।*
৪২. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২; আল-ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, পৃঃ ৫৯৯।*
৪৩. *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৬০; ওয়াকেদী বলেন, তিনি শাওয়াল মাসে ইন্তিকাল করেন। দ্রঃ আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪১।*
৪৪. *ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩।*
৪৫. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪১।*
৪৬. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২১০।*
৪৭. *মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬।*
৪৮. *ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩; মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬; আত-ত্বাবাকাত ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।*
৪৯. *সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০২।*
৫০. *মির'আতুল মাফাতীহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২১৬।*
৫১. *আল-ইছাবাহ, ৪র্থ খণ্ড, ৮ম জুয, পৃঃ ২৪২; সিয়ারু আ'লামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৮।*
৫২. *হাকিম নাইসাপুরী, আল-মুস্তাদরাক আলাছ ছহীহাইন, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ১৯।*
৫৩. *আত-ত্বাবাক্বাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।*
৫৪. *সিয়ারু আলামিন নুবালা, ২য় খণ্ড, পৃঃ ২০৮।*
৫৫. *ফাতহুল আল্লাম, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩৩; আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬; ইকমাল ফী আসমাইর রিজাল, পৃঃ ৫৯৯।*
৫৬. *আত-ত্বাবাকাতুল কুবরা, ৮ম খণ্ড, পৃঃ ৭৬।*

অর্থনীতির পাতা

যাকাতঃ ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির চালিকাশক্তি

*শাহ মুহাম্মাদ হাবীবুর রহমান**

ভূমিকাঃ

ইসলামী অর্থনীতিই যে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি একথা আজ আর ঢাক পিটিয়ে বলার দরকার নেই। শিল্প বিপ্লবের গর্ভ হ'তে জন্ম নেওয়া পুঁজিবাদ যে কয়বার হোঁচট খেয়ে পড়েছে এবং সমগ্র বিশ্বে যে শোষণের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করছে ইতিহাস তার সাক্ষী। এ্যাডম স্মীথের হাত ধরে যে পুঁজিবাদের যাত্রা তাতে শুধুই ব্যক্তিস্বার্থ ও ইন্দ্রিয়পরায়ণতার গন্ধ। ব্যক্তির ভোগ ও তৃপ্তি চূড়ান্ত হ'তে হবে, সর্বোচ্চ পরিমাণ তৃপ্তির বা উপযোগ লাভের সর্বাত্মক চেষ্টা পুঁজিবাদের মূল দর্শন। অন্যের জন্য, সমাজের হতদরিদ্র বা বঞ্চিতদের জন্য ছাড় দেবার কোন সুযোগ সেখানে নেই। নিউ ক্লাসিক্যাল অর্থনীতিবিদ বা পরবর্তীকালে 'পুঁজিবাদের প্রফেট' নামে অভিহিত লর্ড কেইন্স এই ধারণায় কিঞ্চিৎ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। পুঁজিবাদের রেলগাড়ী লাইনচ্যুত হ'লে তাকে আবার রেলপথে তোলার দায়িত্ব তিনি রাষ্ট্র বা সরকারকে অর্পণ করেছেন। কিন্তু ধনী-দরিদ্রের ফারাক ঘোচাবার অর্থবহ চেষ্টা না তিনি করেছেন, না তাঁর পরবর্তীরা করেছেন। স্যামুয়েলসন বা অমর্ত্য সেন কেউই না। অর্থাৎ ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি তাঁদের অধরাই রয়ে গেছে। সমাজতন্ত্রও কোন সমাধান আনতে পারেনি। বরং জন্মের পৌনে এক শতাব্দীর মধ্যেই আপন অন্তর্নিহিত অসঙ্গতির জন্য এই মুখরোচক মতবাদটিও নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুঁড়ে। কার্লমার্কসের স্বপ্ন দেখা সমাজতন্ত্র তো পৃথিবীর কোথাও বাস্তবায়িতই হয়নি, লেনিন বরং একধাপ পিছিয়ে এসেছিলেন সোভিয়েত রাশিয়ায় সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্যে। মাওসেতুং আরও সংস্কার করেন চীনে এর বাস্তবায়নের জন্য। ক্রমে ক্রমে বাজার সমাজতন্ত্র (Market Socialism), গণতান্ত্রিক সমাজতন্ত্র (Democratic Socialism) ইত্যাদি নানা সংস্কার গৃহীত হয় একে বাঁচিয়ে রাখার জন্য। কিন্তু ভারসাম্যহীন এই অর্থনীতি, অতিমাত্রিক কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা নির্ভর ও সরকারী প্রশাসন পরিচালিত অর্থনীতির কফিনে শেষ পেরেক ঠুকে দেন মিখাইল গরবাচেভ তাঁর সুবিখ্যাত 'গ্লাসনস্ত' (Glassnost) ও 'পেরেসত্রইকা' (Perestroika) নীতির দ্বারা। তথাকথিত সমাজতান্ত্রিক বিশ্ব আজ পুঁজিবাদী বিশ্বের শুধু অন্ধ অনুসরণই করছে না, তার খোল-নলচেই বদলে ফেলেছে। বেইজিং, মস্কো কিংবা বুদাপেস্ট শহরকে নিউইয়র্ক, শিকাগো বা অন্য ইউরোপীয় শহর হ'তে আলাদা করে চেনার উপায় নেই।

আদর্শিকভাবে এই দুই বিপরীত মেরুর বিরুদ্ধেই ইসলামের অবস্থান। সুতরাং তার অর্থনীতিও তাই এই দুই অর্থনীতির আদর্শ, উদ্দেশ্য ও কর্মকৌশলের দিক হ'তে ভিন্ন। ইসলামী অর্থনীতি ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির বাস্তবায়ন করতে চায়। এখানে না থাকবে একদিকে বিপুল বিত্তের চোখ ধাঁধানো জৌলুশ, অন্যদিকে থাকবে না নিরন্ন বুভুক্ষের কান্না। প্রচলিত অর্থে Haves ও Have-nots এই দুই বিপরীত প্রান্তের সমন্বয় সাধনই ইসলামের তথা ইসলামী অর্থনীতির লক্ষ্য। এর কর্মসূচীও সেভাবেই বিন্যস্ত হয়েছে শরী'আতের আলোকে। এই ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থা অর্জনের জন্য যে বিষয়টি চালিকাশক্তি হিসাবে কাজ করেছে, সেটি হ'ল ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ 'যাকাত'।

ইসলামে যাকাতের গুরুত্বঃ

যাকাত ইসলামের চতুর্থ স্তম্ভ। আল-কুরআনে ছালাত কায়েমের পর পরই যাকাত আদায়ের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। বারংবার বলা হয়েছে, 'ছালাত কায়েম করো এবং যাকাত আদায় কর' *(দ্রঃ বাক্বারাহ ৪৩, ৮৩, ১১০, ২৭৭; নিসা ৭৭, ১৬২; নূর ৫৬; আহযাব ৩৩; মুযযাম্মিল ২০)*। আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আরো বলেন, 'তাদের অর্থ-সম্পদ থেকে যাকাত উসুল করো, যা তাদের পবিত্র ও পরিশুদ্ধ করবে' *(তওবা ১০৩)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'মুশরিকদের জন্য রয়েছে ধ্বংস, তারা যাকাত দেয় না' *(হা-মীম সাজদাহ ৬-৭)*।

প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, যাকাতের নির্দেশ শুধু উম্মতে মুহাম্মাদীর প্রতিই নাযিল হয়নি। অতীতকালে অন্যান্য নবীগণের উম্মতের প্রতিও আল্লাহ্‌র পক্ষ হ'তে এই হুকুম ছিল। ইসমাঈল (আঃ) ও ঈসা (আঃ)-এর সময়েও যাকাতের বিধান প্রচলিত ছিল' *(মারয়াম ৩১, ৫৫; আম্বিয়া ৭৩)*।

যাকাতের এই গুরুত্ব কেন? ইসলামী অর্থনীতি তথা সমাজ ব্যবস্থায় সম্পদ বণ্টনের তথা সামাজিক সাম্য অর্জনের অন্যতম মৌলিক প্রাতিষ্ঠানিক ব্যবস্থা হিসাবেই যাকাত বিবেচিত হয়ে থাকে। সমাজে আয় ও সম্পদ বণ্টনের ক্ষেত্রে বিরাজমান ব্যাপক পার্থক্য হ্রাসের জন্য যাকাত অত্যন্ত উপযোগী হাতিয়ার। যাকাত কোন স্বেচ্ছামূলক দান নয়; বরং দরিদ্র, অভাবগ্রস্ত ও বিশেষ বিশেষ শ্রেণীর লোকদের জন্য আল্লাহ নির্ধারিত বাধ্যতামূলকভাবে প্রদেয় অর্থ। সামাজিক নিরাপত্তা অর্জন বিশেষতঃ দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্তদের সামাজিক সুরক্ষা নিশ্চিত করার জন্যই যাকাতের ক্ষেত্রে এত কঠোর তাকীদ রয়েছে। প্রসঙ্গতঃ উল্লেখ্য, আজকের যুগে কল্যাণমুখী অর্থনীতির নামে যে সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর (Social Safty Net) কথা

** প্রফেসর, অর্থনীতি বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

বলা হচ্ছে, সেটা সবচেয়ে সহজে ও নিশ্চিতভাবে অর্জিত হ'তে পারে যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়নের মধ্য দিয়েই। রাসূলে করীম (ছাঃ)-এর সময় হ'তে আব্বাসীয় ও উমাইয়া যুগ পর্যন্ত ইতিহাস পর্যবেক্ষণ করলে এই সত্য দিবালোকের মত স্পষ্ট হয়ে উঠবে।

ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি বাস্তবায়নঃ

যাকাতের নানাবিধ ইতিবাচক উদ্দেশ্য ও তাৎপর্য রয়েছে। সেসবের মধ্যে ধর্মীয়, নৈতিক ও সামাজিক প্রসঙ্গ থাকলেও যাকাতের অর্থনৈতিক প্রসঙ্গই সবিশেষ গুরুত্ববহ। ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি বাস্তবায়নে যাকাতের ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। ইসলাম সামাজিক শ্রেণীবৈষম্যকে শুধু অপসন্দই করে না; বরং তা দূরীভূত করারও পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। যাকাত তারই এক কার্যকর হাতিয়ার। মুষ্টিমেয় ব্যক্তির হাতে যেন সম্পদ কেন্দ্রীভূত না হয় এবং দরিদ্ররাও যেন দরিদ্রই থেকে মানবেতর জীবন যাপনে বাধ্য না হয়, সেজন্যই যাকাতের প্রবর্তন। একটি সুখী, সুন্দর ও উন্নত সামাজিক পরিবেশ ও নিরাপত্তা বলয় তৈরীর উদ্দেশ্যেই বিত্তশালী বা ছাহেবে নিছাব মুসলমান নর-নারীরা অবশ্যই তাদের সম্পদের একটা নির্দিষ্ট অংশ দরিদ্র ও অভাবগ্রস্তদের জন্য ব্যয় করবে। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগে ও পরিকল্পিতভাবে এই অর্থ ব্যবহার করলে একদিকে যেমন অসহায় ও দুঃস্থ মানুষের অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তন ঘটবে, অন্যদিকে সমাজে আয় বণ্টনের ক্ষেত্রেও বৈষম্য হ্রাস পাবে।

দ্বিতীয়তঃ যাকাত মজুদদারী বন্ধ করারও এক বলিষ্ঠ উপায়। মজুদকৃত অর্থ-সম্পদের উপরেই যাকাত হিসাব করা হয়ে থাকে। অবৈধ উপায়ে অর্জিত অর্থ ছাড়াও বৈধভাবে উপার্জিত অর্থ দীর্ঘ মেয়াদে মজুদ রাখাও সমাজে অর্থনৈতিক মন্দার সৃষ্টি করে। উৎপাদনমুখী কাজে এই অর্থ বিনিয়োগ না হ'লে বা সমাজের বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর হাতে এই অর্থের অন্ততঃ একটা অংশ হস্তান্তরিত না হ'লে অর্থনৈতিক মন্দা অর্থাৎ উৎপাদন, বণ্টন, ভোগ ও কর্মসংস্থানে স্থবিরতা দেখা দেয় অনিবার্যভাবেই। একবার এই অবস্থা দেখা দিলে তা কাটিয়ে ওঠা সহজসাধ্য নয়। মানুষের মনগড়া কোন পদ্ধতিই সার্থকভাবে এই সমস্যার মোকাবিলা করতে সক্ষম নয়। একমাত্র ইসলামেই এর সমাধান রয়েছে। কারণ বিত্তবানদের জন্য তাদের সঞ্চিত অর্থ-সম্পদের একটা অংশ নিছক বিলিয়ে দেবার মতো কোন পার্থিব কারণ নেই। কিন্তু ইসলামে একজন মুসলমান নর বা নারীর আল্লাহ ও আখিরাতের ভয় রয়েছে। ফলে যেমন সে নিজের উন্নতি অব্যাহত রাখার চেষ্টা করবে, তেমনি সে ইসলামী অনুশাসন অনুসারে তার বিত্তের ব্যবহারও করবে। ফলে তাকে যাকাত দিতে হবে। এর ফলে সমাজে ভোগ, কর্মসংস্থান ও উৎপাদনের বিস্তৃতি ঘটবে। অর্থনীতির চাকা ঘুরবে আরও দ্রুততার সাথে।

যাকাতের তৃতীয় অর্থনৈতিক ও সামাজিক উদ্দেশ্য হচ্ছে দারিদ্র্য বিমোচন ও কর্মসংস্থান সৃষ্টি। দারিদ্র্য মানবতার পহেলা নম্বরের দুশমন। ক্ষেত্রবিশেষে তা কুফরী পর্যন্ত নিয়ে যেতে পারে। যেকোন সমাজ ও অর্থনীতির জন্য দারিদ্র্যের বিস্তার রোধ সবচেয়ে জটিল ও কঠিন সমস্যা। সমাজে ব্যাপক হতাশা ও বঞ্চনার অনুভূতি সৃষ্টি হয় দারিদ্র্যের ফলে। পরিণামে দেখা দেয় মারাত্মক সামাজিক সংঘাত। অধিকাংশ সামাজিক অপরাধও ঘটে দারিদ্র্যের জন্য। এর প্রতিবিধানের জন্য যাকাত ইসলামের অন্যতম মুখ্য হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহৃত হয়ে আসছে ইসলামের সেই সোনালী যুগ হ'তে। ইসলামের ইতিহাস তার সাক্ষী। বস্তুতঃ যাকাতের অর্থ-সম্পদের পরিকল্পিত ব্যবহারের ফলে সমাজের নিম্নবিত্ত ও দরিদ্রদের জীবনে অর্থনৈতিক নিরাপত্তা ও কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হয়। গড়ে ওঠে এক সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনী। অথচ এজন্য না বাড়তি করের বোঝা বইতে হয় বিত্তশালীদের, না এজন্য সরকারকে ঋণ করতে হয়। মুমিন মুসলমানের ইবাদতের দাবী হিসাবেই রাষ্ট্রীয় কোষাগারে সে যাকাতের অর্থ জমা দেয়। যাকাতের অর্থ-সম্পদ যখন সমাজের দরিদ্র ও অভাবী শ্রেণীর লোকদের মধ্যে বণ্টন করে দেওয়া হয়, তখন শুধু যে ভারসাম্যপূর্ণ এক অবস্থার সৃষ্টি হয় তাই নয়; বরং অর্থনৈতিক কার্যক্রমেও গতিবেগ সঞ্চারিত হয়। দরিদ্র ও দুর্গত লোকদের স্বাভাবিক ক্রয়ক্ষমতা থাকে না। বেকারত্ব তাদের নিত্য সঙ্গী। যাকাতের অর্থ প্রাপ্তির ফলে তাদের ক্রয়ক্ষমতার সৃষ্টি হয়। ফলশ্রুতিতে বাজারে বৃদ্ধি পায় কার্যকর চাহিদা (Effective Demand)। দরিদ্র জনগণের প্রান্তিক ভোগ প্রবণতা সচরাচর একের অধিক। অধিকাংশ মুসলিম দেশে এরাই জনসংখ্যার বৃহত্তম অংশ। এদের হাতে নগদ যা আসে তার পুরোটাই খরচ করে ফেলে ভোগ্যপণ্য ক্রয়ের জন্য। বাজারে এর ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। এই ধারা অব্যাহত থাকলে ক্রমেই উৎপাদন ও কর্মসংস্থানের পরিমাণ বৃদ্ধি পেতে থাকে। প্রকৃতপক্ষে সমাজের বিপুল সংখ্যক লোকের যদি ক্রয়ক্ষমতা যথাযথভাবে চালু থাকে, তাহ'লে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে নতুন প্রেরণার সৃষ্টি হয়, ব্যবসা-বাণিজ্য, নির্মাণ ও সেবার ক্ষেত্রে সৃষ্টি হয় অনুকূল পরিবেশ। পরিণামে সমাজে আয় বা ধন বণ্টনগত পার্থক্য হ্রাস পেতে থাকে। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থার লক্ষ্যও তাই। এজন্যই যাকাত শুধু অর্থনৈতিক সুবিচারই প্রতিষ্ঠা করে না, অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডে গতিশীলতাও এনে দেয়। এটি যাকাতের চতুর্থ ও সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য।

যাকাতের অপর কল্যাণধর্মী দিক হ'ল ঋণগ্রস্তদের ঋণমুক্তি ও প্রবাসে বিপদকালে নিরাপত্তার নিশ্চয়তা লাভ। প্রাকৃতিক দুর্বিপাক, দুর্ঘটনা বা অন্য কোন যরূরী প্রয়োজন পূরণের কারণে কেউ ঋণগ্রস্ত হয়ে পড়লে এবং সেই ঋণ

Contents

পরিশোধের সামর্থ্য হারিয়ে ফেললে তার দুর্দশার অন্ত থাকে না। এককালের সচ্ছল পরিবার রাতারাতিই শামিল হয়ে যায় দুঃস্থ অসহায়দের কাতারে। এই সংকটে যাকাতের অর্থেই তার সহায়তা করা যায়। তাকে পুনরায় কর্মক্ষম মানুষের কাতারে দাঁড় করিয়ে দেওয়া যায়। উপরন্তু যারা বিদেশ-বিভুঁইয়ে সহায়-সম্বল হারিয়ে কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়ে, তারাও যাকাতের অর্থ হ'তেই সেই সংকট হ'তে পরিত্রাণ লাভ করতে পারে। শরী'আতের বিধান অনুসারেই তারা সামাজিক নিরাপত্তা পাওয়ার হকদার। স্বদেশে বিত্তশালী হ'লেও নিঃস্ব মুসাফির বিদেশে যাকাতের হকদার আল-কুরআনের বিধান অনুসারেই। সহায়-সম্বলহীন হয়ে বিদেশে ভিক্ষুকের জীবন যাপন অথবা বিদেশের কারাগারে আটক থাকার কত ঘটনাই তো রোজ দেখা যায় পত্র-পত্রিকার পাতায়। এদেরকে দেশে ফেরত আনা বা কারাগার হ'তে মুক্ত করা সম্ভব যাকাতের অর্থ ব্যবহার করেই। মুসলমানরা যে দেশ-কাল-পাত্র নির্বিশেষে এক উম্মাহ্‌রই অংশ। এই ঐশী নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা তারই বাস্তব প্রতিফলন।

উপসংহারঃ

ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতি অর্জনের প্রাণশক্তি যে যাকাত বাংলাদেশে তার প্রয়োগ ও অর্জন খুবই অকিঞ্চিৎকর। বাংলাদেশের জনসাধারণের প্রায় ৮৫ শতাংশই মুসলমান। অথচ এদেশে দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাসকারী লোকের সংখ্যা মোট জনসংখ্যার প্রায় ৪০ শতাংশ। এই অবস্থা যেমন আদৌ কাংখিত নয়, তেমনি এমন থাকারও কথা নয়। এদেশে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান হ্রাস না পেয়ে বরং বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য নানা কারণ দায়ী। তবে যাকাত ব্যবস্থার যথাযথ ব্যবহার না হওয়া অন্যতম কারণ হিসাবে গণ্য করা যায়।

বাংলাদেশে ইসলামের মৌলিক যেসব প্রসঙ্গের জোরালো আলোচনা কম হয়েছে, যাকাত সেসবের অন্যতম। জনগণের আর্থ-সামাজিক অবস্থার ইতিবাচক পরিবর্তনে যাকাতের সুদূরপ্রসারী ভূমিকা সম্বন্ধে যেমন আলোচনা হয়েছে কম, তেমনি রাষ্ট্রীয়ভাবেও যাকাত আদায় ও তার পরিকল্পিত ব্যবহার করলে যে কল্যাণ ও দীর্ঘমেয়াদী সুফল পাওয়া যেত, সে বিষয়েও জনগণের প্রায় কোন ধারণাই নেই।

উপরন্তু ছাহেবে নিছাব ব্যক্তিদের কাছ থেকে সরাসরি যাকাত আদায়ের জন্য এদেশে কোন নির্ভরযোগ্য প্রাতিষ্ঠানিক কাঠামো গড়ে উঠেনি। রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ বা প্রয়োজনীয় আইন গৃহীত না হওয়াই এজন্য প্রধানতঃ দায়ী। বিপুল সংখ্যক যাকাত প্রদানকারী পুরুষ ও মহিলা সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে নিজেদের মর্জিমাফিক তাদের প্রদেয় যাকাতের অর্থ বিলি-বণ্টন করে থাকেন। ফলে কাংখিত ফল লাভ হয় না।

এই অবস্থার আশু পরিবর্তন সহজসাধ্য নয়। এজন্য একদিকে যেমন প্রয়োজন ব্যাপক গণসচেতনতা তথা জনগণের পক্ষ হ'তে সাড়া, তেমনি প্রয়োজন যথার্থ সরকারী উদ্যোগ। উভয় ক্ষেত্রেই দেশের ওলামা-মাশায়েখ যেমন কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারেন, তেমনি দেশের সচেতন যুবসমাজও একাজে এগিয়ে আসতে পারে। দেশের শিক্ষিত ও ঈমানী চেতনায় উদ্বুদ্ধ যুবক-যুবতীরা যদি যাকাত ব্যবস্থা বাস্তবায়ন ও এর সুফল সম্বন্ধে স্ব স্ব পরিবারেই উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করতে পারে, তাহ'লে যাকাত হ'তে প্রাপ্তব্য আর্থ-সামাজিক সুফল অনেকখানিই পৌঁছাবে হতদরিদ্র মানুষের দোর গোড়ায়।

পুঁজিবাদের অভিশাপ হ'তে সমাজকে মুক্ত রাখতে হ'লে এবং ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনৈতিক ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে সমাজে ধনী-দরিদ্রের ব্যবধান দূর করতে হ'লে ইসলামী অর্থনীতি প্রতিষ্ঠার বিকল্প নেই। যাকাত ইসলামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থার অন্যতম চালিকাশক্তি। সুতরাং এই চালিকাশক্তির ব্যবহার না হ'লে ইসলামী অর্থনীতি বাস্তবায়ন যেমন সম্ভব হবে না, তেমনি সমাজে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির প্রতিষ্ঠা স্বপ্নই রয়ে যাবে। তাই আজ প্রয়োজন ব্যাপক সচেতনতা, যথার্থ কর্মকৌশল উদ্ভাবন ও সময়োচিত সরকারী পদক্ষেপ গ্রহণ। এই লক্ষ্যে সকলেই তৎপর হ'লে ইসলামী সমাজ প্রতিষ্ঠার কাজও সহজ হয়ে যাবে। পবিত্র এই রামাযান মাসে ছিয়াম সাধনার পাশাপাশি এই ব্যাপারেও অগ্রণী ভূমিকা রাখা যরূরী।

Contents

চিকিৎসা জগত

ডায়রিয়া প্রতিরোধে করণীয়

বন্যাকালীন ডায়রিয়া প্রতিরোধঃ

- বিশুদ্ধ খাবার পানি পান করুন।
- সম্ভব হ'লে পানি ফুটিয়ে ঠান্ডা করে পান করুন।
- টিউবওয়েলের নিম্নাংশ পানিতে ডুবে গেলে টিউবওয়েলের ওঠানো পানি ফিটকিরি দিয়ে নিন।
- বিশুদ্ধ খাবার পানি পাওয়া না গেলে, সেক্ষেত্রে নদী বা পুকুরের পানি ফিল্টার করে (পাতলা পরিষ্কার গামছা ব্যবহার করতে পারেন) প্রতি কলসে একটি করে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বা এক চা-চামচ ব্লিচিং পাউডার দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করে নিন।
- পানি পানের সময় ক্লোরিনের গন্ধ লাগলেও বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট দিয়ে পানি বিশুদ্ধ করে নিন।
- প্রতি লিটারে একটি করে পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট ব্যবহার করুন।
- যেখানে পয়োনিষ্কাশনের শুকনো জায়গা নেই, সেখানে চলমান প্রবাহের পানিতে (বদ্ধ পানিতে নয়) যরূরী পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করতে পারেন। তবে ঐ স্থানের পানি পানের জন্য ব্যবহার করা যাবে না।
- বন্যার নোংরা পানিতে গোসল না করাই উত্তম। এতে চর্মরোগ হ'তে পারে।
- যথাসম্ভব শুকনো খাবার ত্রাণ হিসাবে ব্যবহার করুন।
- কারো ডায়রিয়া দেখা দিলে আলাদা স্থানে তাকে পয়োনিষ্কাশনের ব্যবস্থা করে দিন ও খাবার স্যালাইন বারবার খাওয়ান।
- ডায়রিয়ায় মারাত্মক পানিশূন্যতা দেখা দিলে দেরি না করে নিকটবর্তী হাসপাতালে প্রেরণ করুন।
- বয়োজ্যেষ্ঠ ও শিশুদের প্রতি আলাদা নযর দিন।
- বিশুদ্ধ পানি পান ও নিরাপদ স্থানে পয়োনিষ্কাশনই এ মুহূর্তের যরূরী স্বাস্থ্য-সতর্কতা।

প্রতিকার ও প্রতিরোধে খাবার স্যালাইনঃ

প্যাকেটের ওআরএস পানিতে মিশিয়ে ডায়রিয়া রোগীর জন্য খাবার স্যালাইন বানাতে হয়। পানিস্বল্পতা পূরণে ও প্রতিরোধে খাবার স্যালাইনের কোন বিকল্প নেই। খাবার স্যালাইন বাড়িতেও তৈরী করা যায়।

খাবার স্যালাইন তৈরীর নিয়মঃ

- আধা লিটার/আধা সের (পূর্ণ দুই গ্লাস) নিরাপদ পানিতে একটি প্যাকেটের সবটুকু ওআরএস মেশাতে হবে। খেয়াল রাখতে হবে, পানির পরিমাণ যেন খুব একটা কম বা বেশী না হয়। কারণ কম পানি মেশানো হ'লে স্যালাইন বিপজ্জনক হবে এবং তা খেলে ডায়রিয়া বেড়ে যাবে। আবার বেশী পানি মেশালে স্যালাইনের কার্যকারিতা কমে যাবে।
- স্যালাইন ভাল করে নাড়তে হবে, যাতে ওআরএস সম্পূর্ণভাবে পানিতে মিশে যায়। চামচ দিয়ে অথবা কাপে করে শিশুকে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ওআরএস প্যাকেট না পাওয়া গেলে বাড়িতেও খাবার স্যালাইন তৈরী করা যায়। এক মুঠো গুড় বা চিনি এবং তিন আঙুলের এক চিমটি লবণ আধা লিটার/আধা সের (পূর্ণ দুই গ্লাস) পানিতে গুলে খাবার স্যালাইন তৈরী করা যায়।
- ওআরএস প্যাকেট দিয়ে তৈরী স্যালাইন ১২ ঘন্টা পর্যন্ত ভাল থাকে। যদি ১২ ঘন্টা পর স্যালাইন অবশিষ্ট থাকে, তবে তা ফেলে দিয়ে পুনরায় নতুন ওআরএস দিয়ে স্যালাইন তৈরী করতে হবে।
- দুধ, স্যুপ, ফলের রস অথবা অন্য কোন পানীয়র সঙ্গে ওআরএস মেশানো যাবে না।
- ওআরএস বা স্যালাইন কখনো গরম করা যাবে না।

স্যালাইন খাওয়ানোর নিয়মঃ

প্রতিবার পাতলা পায়খানা হওয়ার পর রোগীকে খাবার স্যালাইন খাওয়াতে হবে নিচের নিয়মেঃ

- বয়স দুই বছরের কম হ'লে সিকি গ্লাস থেকে আধা গ্লাস (৫০-১০০ মিলিলিটার)।
- ২-১০ বছর বয়সের ছেলেমেয়েদের আধা গ্লাস থেকে পুরো এক গ্লাস।
- ১০ বছরের বেশী বয়সের ছেলেমেয়েরা যত চায় তত।
- তবে সব বয়সের শিশুই যত বেশী স্যালাইন খাবে, তত ভাল।
- খাবার স্যালাইন কাপে করে অথবা চা-চামচ দিয়ে খাওয়াতে হবে। কোনক্রমেই তা বোতল দিয়ে খাওয়ানো যাবে না। শিশু বমি করলে পাঁচ থেকে ১০ মিনিট স্যালাইন খাওয়ানো বন্ধ রাখতে হবে। তারপর তাকে আবার অল্প অল্প করে ধীরে ধীরে স্যালাইন খাওয়াতে হবে।
- ডায়রিয়া বন্ধ না হওয়া পর্যন্ত খাবার স্যালাইন এবং অন্যান্য তরল খাদ্য খাওয়ানো অব্যাহত রাখতে হবে। ডায়রিয়া বন্ধ হ'তে তিন থেকে পাঁচ দিন সময় লাগতে পারে।

আহলেহাদীছ আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যঃ

নির্ভেজাল তাওহীদের প্রচার ও প্রতিষ্ঠা এবং জীবনের সর্বক্ষেত্রে কিতাব ও সুন্নাতের যথাযথ অনুসরণের মাধ্যমে আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি অর্জন করা।

ক্ষেত-খামার

মাশরুম চাষ

*মুহাম্মাদ বাবলুর রহমান**

গ্রীক সভ্যতা থেকে মাশরুমের প্রথম আবির্ভাব সম্পর্কে জানা যায়। তখন মাশরুম বিশেষ রাজকীয় (রোমান রাজ পরিবারের) খাবার হিসাবে ব্যবহৃত হ'ত। রোমান সম্রাট জুলিয়াস সিজারের নামে প্রচলিত ছিল সিজারের প্রিয় মাশরুম। সভ্যতার কেন্দ্র গ্রীক দেশে, চীনে এবং রোমের অভিজাত শ্রেণীর মানুষেরা শরীরের শক্তিবর্ধক হিসাবে এবং দীর্ঘ জীবনের জন্যও মাশরুম খেত।

মাশরুম অত্যন্ত পুষ্টিকর, সুস্বাদু ও ওষুধি গুণ সম্পন্ন এক প্রকার সবজী, যা এখন আমাদের দেশের সর্বত্র তাজা, শুকনো ও গুড়া অবস্থায় পাওয়া যায়। মাশরুমে আছে (শুকনো ওযনে) ২৫%-৩৫% আমিষ, ৫৭%-৬০% ভিটামিন ও মিনারেল, ৫%-৬% চর্বি এবং ৪%-৬% শর্করা।

মাশরুম খাওয়ার পদ্ধতিঃ যেকোন ধরনের খাবারের সঙ্গে মাশরুম মিশিয়ে রান্না করলে স্বাদ বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। তাই মাশরুম ফ্রাই, মাশরুম মাংশ, মাশরুম মাছ, মাশরুম সবজী, মাশরুম স্যুপ, মাশরুম নুডুলস, মাশরুম ওমলেট, মাশরুম কারীসহ মাশরুমের বিভিন্ন ধরনের ফাষ্টফুড জনপ্রিয় সুস্বাদু খাবার।

চিকিৎসা ক্ষেত্রে মাশরুমঃ

মালয়েশিয়ার GANO EXCEL কোম্পানী দীর্ঘদিন ধরে গবেষণা করে লাল মাশরুম (Ganoderma Lucidum) থেকে বিশেষ ধরনের ফুড সাপ্লিমেন্ট তথা হারবাল ঔষধ আবিষ্কার করেছে। যেগুলো Excellium এবং Ganoderma নামে ক্যাপসুল আকারে বিশ্বের অনেক দেশে তারা বাজারজাত করেছে। বাজারজাত করার পূর্বে এগুলোর কার্যকারিতা নিয়ে পরীক্ষা এবং হাসতাপালে রোগীদের উপর ব্যাপক গবেষণা চালানো হয়েছে। এই গবেষণায় অংশগ্রহণ করেন তাইওয়ানের তাইপে মেডিক্যাল কলেজের Prof. Ta-cheng Hai-Hu এবং Prof. Tugr-Ui-Chi জাপানের কিংকি ইউনিভারসিটি, নাগোয়া এবং টোকিও ইউনিভার্সিটির মেডিক্যাল রিচার্স ইনষ্টিটিউটের Dr. Shegeru-Yuji Hiroshi Kawai, Dr. Morshinge, হাসিমটো হসপিটালের Dr. Fumio Tsarudani, Dr. Hasimoto গবেষণা রিপোর্টের সারমর্মে বিভিন্ন রোগের উপর গ্যানোডার্মার কার্যকারিতা বিশেষভাবে উল্লেখ করেছেন।

Ganoderma Lucidum -এ আছে Magic Effect বা যাদুকরী প্রভাব। সুখবর যে, দুই লক্ষ রোগীর উপর পরীক্ষা করে সফলতার পরই এই ঔষধের বিপনন কার্যক্রম শুরু হয়। আমেরিকা, কানাডা, জাপান, ইউরোপের বিভিন্ন দেশ, ইন্দোনেশিয়া, ফিলিপাইন, সিঙ্গাপুর, পাশ্ববর্তী দেশ ভারত এবং বাংলাদেশও এই ঔষধ বিপননের জন্য GANO EXCEL কোম্পানীর বিশেষজ্ঞ ও বাংলাদেশী প্রতিনিধিগণ পরামর্শ দিচ্ছেন। উল্লিখিত গবেষণা রিপোর্টের উপর ভিত্তি করেই জাপান সরকারের মেডিক্যাল টিম নিম্নোল্লিখিত রোগ সমূহের চিকিৎসায় গ্যানোডার্মা প্রয়োগের অনুমোদন দিয়েছেন।

রোগ সমূহঃ

- স্বল্প ও উচ্চ রক্তচাপ।
- রক্তচাপজনিত কারণে সৃষ্ট হৃদরোগ, অন্যান্য রোগ ও ধমনীর অবরুদ্ধতা।
- ডায়াবেটিস, প্যারালাইসিস (সেরিব্রো ভাসকুলারী ডিজিজ)।
- ব্রংকাইটিস, হাঁপানী ও এলার্জি।
- ক্রনিক হেপাটাইটিস ও লিভারের অন্যান্য সমস্যা।
- কিডনী, মুত্রথলী, মুত্রনালী ইত্যাদির অসুস্থতা।
- ডিওডেনাল আলসার, পাইলস সহ পরিপাকতন্ত্রের অসুখ।
- টিউমার ও ক্যান্সার।
- বাত, মেরুদণ্ডের ব্যথা ও গাওট।
- ত্বকের অতি সংবেদনশীলতা, সরিয়াসিসসহ অন্যান্য চর্মরোগ।
- যৌন রোগ ও পুরুষত্বহীনতা।
- স্ত্রী রোগ, বন্ধাত্ব (শরীর বৃত্তীয় কারণে), মেনোপোজ উত্তর সমস্যাদি।

এই ফুড সাপ্লিমেন্টগুলো GMP, AQIS, PSB (Singapore), CHEMLAB, BILCHEM এবং DSAM অনুমোদনপ্রাপ্ত। বাংলাদেশ ড্রাগ এডমিনিষ্ট্রেশন, বি.এস.টি.আই. ঢাকা ইউনিভারসিটির ফুড এন্ড নিউট্রিশন রিসার্স ইনষ্টিটিউট ও বাংলাদেশ এটমিক এনার্জি কমিশন কর্তৃক পরীক্ষিত।

গবেষণায় আরও দেখা গেছে যে, এগুলোর কোন পার্শ্বপ্রতিক্রিয়া নেই। তবে কিছু কিছু ক্ষেত্রে বিশেষ বিপরীত প্রতিক্রিয়া দেখা দিতে পারে। এছাড়া অন্যান্য চিকিৎসার পাশাপাশি এগুলো প্রয়োগ করা যায়। অর্থাৎ কোন ড্রাগ ইন্টার এ্যাকশান নেই। তাই সকল প্রকার রোগের চিকিৎসায় উল্লিখিত ফুড সাপ্লিমেন্টগুলোর প্রয়োগ সারা বিশ্বে ব্যাপক আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। বাংলাদেশেও পরীক্ষামূলকভাবে অনেক রোগীর উপর প্রয়োগ করা হয়েছে। তাতেও ব্যাপক সুফল পাওয়া গেছে।

** প্রভাষক, আত্রাই অগ্রণী ডিগ্রী কলেজ, মোহনপুর, রাজশাহী।*

Contents

উল্লেখ্য যে, আলেকজান্ডার ফ্লেমিং রেড মাশরুম থেকে পেনিসিলিন আবিষ্কার করেছিলেন।

মাশরুম চাষ পদ্ধতিঃ

৮০'র দশকে সরকারী উদ্যোগে ঢাকার সাভারে হরটিকালচারে মাশরুমের চাষ শুরু হয়। কিন্তু পরবর্তীতে নানা কারণে মাশরুমের চাষ বন্ধ থাকে। ২০০৩ সালে আবার নতুনভাবে এর চাষ বেসরকারীভাবে শুরু হয় এবং সারা দেশের প্রায় সর্বত্রই উৎপাদন, বিপনন এবং সম্প্রসারণ দিন দিন বৃদ্ধি পাচ্ছে। এটা ব্যাপক জনপ্রিয়তা লাভ করতেও আরম্ভ করেছে। এটা চাষ করার জন্য বেশী জায়গার দরকার হয় না এবং এর চাষ খরচও খুব কম।

কাঠের গুড়া, গমের ভুসি, ধানের গুড়া বা তুষ, সামান্য চুন দিয়ে স্পন্স তৈরী করতে হয়। এখানে যেটাকে স্পন্স বলছি এতেই মাশরুমের অংকুর গজায়। এই স্পন্স মাশরুম ল্যাব সরবরাহ করে থাকে। কারণ স্পন্স তৈরী এবং মাশরুমের বীজ সেখানে স্থাপনের জন্য বৈজ্ঞানিক পদ্ধতির প্রয়োজন হয়। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি বলতে স্পন্সের বিভিন্ন উপাদান, নির্দিষ্ট তাপমাত্রা, আলো, বাতাস ইত্যাদির প্রয়োজন, যা কেউ যত্র তত্র তৈরী করতে পারবে না। এ কারণে স্পন্সগুলো মাশরুম ল্যাব থেকে সংগ্রহ করতে হয়। ল্যাবের কিছুটা সংকট রয়েছে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে।

জায়গা নির্বাচনঃ ছায়াযুক্ত, আলো বাতাস প্রবেশকারী অব্যবহৃত জায়গা হ'লেই চলে। সাদামাঠাভাবে খড়ের ছাউনিযুক্ত ঘর লাগে। একটি ১৪ ফুট লম্বা এবং ১৩ ফুট প্রশস্ত জায়গায় বা ঘরে সারিবদ্ধভাবে প্রায় ২০০০ স্পন্স সাজানো যায়। মাশরুম চাষের জন্য সাধারণত ২৪ থেকে ২৫ ডিগ্রী তাপমাত্রার প্রয়োজন হয়। প্রাকৃতিকভাবে তাপমাত্রার তারতম্য ঘটে। যেকারণে মাশরুম চাষী স্পন্সগুলোকে চাষ ঘরটির চারিদিকে চট দিয়ে ঘিরে রাখবেন। আর ঐ চটকে পানি স্প্রে করে সব সময় ভিজিয়ে রাখতে হবে, যাতে করে নির্দিষ্ট তাপমাত্রা বজায় থাকে। এছাড়াও বাংলাদেশে অতি সহজে পাওয়া যায় এমন উপাদান ও উপকরণ যেমন- ধানের খড়, আখের ছোবড়া, মাচা, ঝুলন্ত টব, মাটিতে বসানো টব ইত্যাদিতে মাশরুম চাষ করা যায়। এ চাষ পদ্ধতি কম ব্যয়বহুল এবং লাভজনক। শুধু তাই নয় এতে মাশরুম বেশী উৎপন্ন হয়।

ক্ষতি বা নষ্ট হবার সম্ভাবনাঃ স্পন্সের প্যাকেটের মধ্যে অতিরিক্ত পানি প্রবেশ করলে স্পন্সগুলো আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যায়। কাজেই স্প্রে করার সময় বিশেষ সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে।

মাশরুমের প্রকারঃ বর্তমানে প্রায় ৪ হাযার প্রজাতির মাশরুমের অস্তিত্ব পাওয়া যায়। তার মধ্যে দুই হাযার প্রজাতির মাশরুম মানুষের খাবার উপযোগী। বাংলাদেশে তিন প্রজাতির মাশরুম বেশী চাষ হয়- (১) এয়ার ও ওয়েটার মাশরুম (২) দুধ মাশরুম (৩) ঝিনুক মাশরুম।

এছাড়া রেড মাশরুমেরও চাষ হয়। রেড মাশরুম সরাসরি খাওয়া যায় না। কারণ রেড মাশরুম হচ্ছে ওষুধি মাশরুম। চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা রেড মাশরুম থেকে নানা রোগের ঔষধ তৈরী করে চলেছেন। কিছু মাশরুমকে গাছেও গজাতে দেখা যায়। এটা সম্পূর্ণ প্রাকৃতিকভাবে গজায়।

মাশরুম চাষে ব্যাহতঃ মাশরুম চাষ খুব কম ব্যাহত হয়। তবে কেঁচো, মাছি, শামুক ইত্যাদি দ্বারা এর চাষ ব্যাহত হয়ে থাকে। স্পন্সগুলো সব সময় ভেজা থাকে সে কারণে কেঁচো ও শামুকের আক্রমণটা বেশী হয়ে থাকে। তবে একটু সতর্ক থাকলে এর শতভাগ সফল চাষ করা সম্ভব। বাংলাদেশে অনেক শিক্ষিত এবং অশিক্ষিত বেকার নর-নারী মাশরুম চাষ করে স্বল্প সময়ে এবং স্বল্প ব্যয়ে অধিক মুনাফা অর্জন করতে পারেন।

মাশরুম আহরণের সময়কালঃ স্পন্সগুলো চাষঘরে সাজানোর ৮ দিনের মধ্যে এর অঙ্কুর বের হয় এবং ৩ দিনের মধ্যেই তা কাটার বা তোলার উপযোগী হয়। একটি সাজানো স্পন্স প্যাকেট থেকে পরপর ২ মাস পর্যন্ত এভাবে মাশরুম সংগৃহিত হয়। ২ মাসের বেশীও রাখা যায়। তবে সেটি তেমন লাভজনক নয়।

১টি স্পন্স থেকে ২ মাসে আড়াই থেকে তিনশত গ্রাম মাশরুম পাওয়া যায়। এই পরিমাণ কাঁচা অবস্থায়। ১ কেজি (কাঁচা) মাশরুমের বর্তমান দাম ২০০/= টাকা এভাবে ২০০০ স্পন্স থেকে দুই মাসে ১,২০,০০/= টাকা আয় করা সম্ভব। একটি স্পন্সের দাম ১০ থেকে ১২ টাকা। তাহ'লে স্পন্সের দাম হচ্ছে ২৪,০০০/- টাকা। ১ জন শ্রমিকের দুই মাসে মুজরী ৬০০০/- টাকা। সেই সাথে অন্যান্য খরচ প্রায় ৩০০০/- টাকা, সর্বসাকুল্যে ৩৩,০০০/- টাকা। এর বাজারজাতে বর্তমানে কোন সমস্যা নেই। বর্তমানে মাশরুম সম্পর্কে বেশীরভাগ মানুষেরই ধারণা রয়েছে। বিশেষ করে শিক্ষিত, সচেতন এবং অভিজাত শ্রেণীর মানুষ। তাছাড়া মাশরুম উন্নয়ন ও সম্প্রসারণ কেন্দ্রের মাধ্যমেও এটা বিপনন করা সম্ভব।

Contents

কবিতা

রামাযানের চাঁদ

- মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

পাপ দগ্ধ এই নিখিলে আসল ফিরে রামাযানের চাঁদ
শোন বে-খবর বদ নছীবি পুণ্য ধরার জন্য ফাঁদ
রামাযানের চাঁদ জিন্দাবাদ।
আল্লাহ পাকের খাছ রহমত ঝরবে অশেষ লও লুটে
তাঁরই ভয়ে ঝরাও বারি হৃদয় চিরে অশ্রু পুটে।
দান-খয়রাত ফিৎরা-যাকাত বিলাও খুলে দু'টি হাত
পড়লে দরূদ মুহাব্বতে মিলবে নবীর শাফা'আত
সকল মোহ ছিন্ন করে পাক দেহ তোর কর আবাদ।
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
মাহে রামাযান জিন্দাবাদ।
শরা মেনে সাধলে ছিয়াম মিলবে নেকী হাযার গুণ
ফযীলতে রহম আল্লাহ্‌র হারাম হবে জাহান্নামের আগুন
পাপী-তাপীর মুক্তি দিতে আসল ধরায় রামাযানের চাঁদ,
জিন্দাবাদ জিন্দাবাদ
মাহে রামাযান জিন্দাবাদ॥
***

রামাযান

- মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াকীল
নাড়াবাড়ী হাট, বিরল, দিনাজপুর।

বছর ঘুরে আবার এলো পাক মাহে রামাযান
ওরে পাপী-বেদ্বীন! করে নে নিজেকে মুসলমান।
ছালাত ধর ছিয়াম কর, কর ফরিয়াদ আল্লাহ্‌র দরবারে
নিশ্চিত তিনি করবেন ক্ষমা সকল বান্দারে।
আর কতকাল দিবিরে সাঁতার পাপের সাগরে
তোর জীবনের সময় আর তো নেই বেশী বাকীরে।
বুলন্দ নসীব তোর পেলি কুরআন নাযিলের মাস
অহি-র আলোকে জীবন গড়ে বাতিল কর নাশ।
রহমত, বরকত, মাগফিরাতের সওগাত নিয়ে
এলো রামাযান,
প্রতিক্ষণে করবেন ক্ষমা আল্লাহ মেহেরবান।
কল্যাণের অফুরন্ত ভান্ডার দিয়েছেন খুলে দয়াময়,
আয়রে ছুটে আল্লাহ্‌র রাহে সেই কল্যাণের নাইরে লয়।
পাপ-পঙ্কিলতা করতে বিনাশ আবারো এলো রামাযান
জান্নাতী সওগাতে আজ পূর্ণ হ'ল সারাটা জাহান।
আয়রে ছুটে আয়রে দলে আল্লাহ্‌র রাহে
গড়ি জীবনটা নতুন করে এই পাক মাহে।
***

তোমার প্রতীক্ষায়

- অনামিকা
বাঙ্গাবাড়িয়া, নওগাঁ।

সারাটি বছর কাটাই তোমার প্রতীক্ষায়
ওগো মাহে রামাযান!
তুমি এলে ঈমান বৃক্ষ
ফুলে ফলে সুশোভিত হয়
পত্র পল্লব বিকশিত হয়
হৃদয় বাগিচায় সমীরণ বয়।
তুমি এলে
ইবলীস শৃংঙ্খলিত হয় তাবৎ বাহিনী সহ
জাহান্নামের দরজা বন্ধ হয়
খুলে যায় বাবে ফেরদাউস,
মঙ্গল ও কল্যাণের জোয়ারে ভেসে যায়
সকল পাপ পংকিলতা
সৃষ্টি হয় চারিদিকে
তাকওয়ার মনোরম পরিবেশ।
তাই তো লক্ষ কোটি মুসলিম নর-নারী
শিশু বৃদ্ধরাও
ঐ নেকীর বাগিচায় পানি ঢালে
অতঃপর সীমাহীন ফল ও ফুলে
পরিপূর্ণ হয়ে যায়
আমলনামা।
ওগো মাহে রামাযান
চাতক পাখী যেমন চেয়ে থাকে মেঘ পানে
ফটিক জলের আশে
আমিও তেমনি নেকীর আশে
এগারটি মাস থাকি তোমার প্রতীক্ষায়॥
***

ছিয়াম মানে

- আব্দুল খালেক
পাটকেলঘাটা, সাতক্ষীরা।

ছিয়াম মানে নয় উপবাস
ন্যায় পথে হয় আবাদ আবাস,
পাপ কথা কাজ ঝেড়ে মুছে
হৃদয় করে ছাফ।
শেখায় ত্যাগের ভালবাসা
ভাগে হৃদের ভোগ দুরাশা,
আমীর ফকীর সমজ্ঞানে
চায় যে সদা মাফ॥
ইচ্ছা মত চলা-ফেরা
যায় না ভবে বিধান ছাড়া
বিধির বিধান বিকল করে
শয়তানী আবাদ।
কঠোর জ্বালার অনুভবে
দীলে রবের ভয় যে রবে
সব বনু আদম এক হয়ে
মিটাবে বিবাদ॥
শতগুণ ছওয়াব লোভে
দান ছালাতে পাল্লা দেবে
সন্ত্রাসীর কর্ম তখন
হবে যে নিপাত।
সুভাষ সম হৃদয় মেলে
শিরক-বিদ'আত যাবে ভুলে
অহি-র বিধান মাঝে ছাড়ে
ব্যক্তি মতবাদ॥
সূদ ঘুষ আর গীবত মাঝে
ছিয়ামের ছওয়াব যাবে মুছে
সে ভয়ে পরনিন্দা তখন
হয়ে যাবে ত্যাগ।
চলবে না আর ফিৎনা ফাসাদ
আপোস হবে সকল বিবাদ
এক কাতারে মুমিন দেখে
বেদীন হবে রাগ॥

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞানের (ইসলাম বিষয়ক) সঠিক উত্তর

১। মহানবী মুহাম্মাদ (ছাঃ) *[মুসলিম, মিশকাত হা/৫৭৪২]*।

২। সপ্তম আকাশের উপরে সৃষ্ট অবস্থায় রয়েছে *[বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৮৬২-৬৬ ও ৫৬৯৬]*।

৩। ফলগুলি বৃহদাকার মটকা বা কলসের ন্যায় এবং পাতাগুলি হাতীর কানের ন্যায় *[বুখারী হা/৩২০৭]*।

৪। ঈসা (আঃ) পৃথিবী ধ্বংসের পূর্ব মুহূর্তে দিমাশক-এর পূর্ব দিকে দু'জন ফেরেশতার মাধ্যমে অবতীর্ণ হবেন *[মুসলিম, মিশকাত হা/৫৪৭৪]*।

৫। ছিদ্দীক্বীন বা সত্যবাদীগণ *[নিসা ৬৯; নাসাঈ হা/২০৫২]*।

গত সংখ্যার মেধা পরীক্ষা (দৈনন্দিন বিজ্ঞান)-এর সঠিক উত্তর

১। বরফের ঘনত্ব পানি অপেক্ষা কম বলে।

২। ইথিলিন।

৩। ইনসুলিন।

৪। তারার আলোক তরঙ্গে মহাকাশের বাতাসের ঢেউয়ের কম্পন লাগে। ফলে আমাদের দৃষ্টিতে কেঁপে কেঁপে প্রতিফলিত হয়। তাই আমরা তারা মিটমিট করতে দেখি।

৫। প্রতিধ্বনির সাহায্যে।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (ইসলাম বিষয়ক)

১। মহানবী (ছাঃ) বিতর সহ কয় রাকা'আত তারাবীহ্‌র ছালাত আদায় করতেন?

২। উম্মাতে মুহাম্মাদী ও ইহুদী-খৃষ্টানদের ছিয়ামের মধ্যে পার্থক্য কি?

৩। সাহারী খাওয়ার মধ্যে কি রয়েছে?

৪। সূর্যাস্তের সাথে সাথে ইফতার করতে হবে, না কিছু সময় পর?

৫। মুসলমান ও ইহুদীদের ইফতার করার মধ্যে পার্থক্য কি?

৬। কি দেখে ছিয়াম পালন করতে হবে এবং ভঙ্গ করতে হবে?

৭। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন অবস্থায় চাঁদ দেখা না গেলে করণীয় কি?

৮। সাহারীর জন্য মানুষকে কিসের মাধ্যমে ঘুম থেকে জাগাতে হয়?

৯। ভুলক্রমে কিছু খেলে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

১০। ছিয়াম কি শুধু উম্মাতে মুহাম্মাদীর উপর ফরয, না পূর্ববর্তী উম্মতের উপরও ফরয ছিল?

** সংগ্রহেঃ ইমামুদ্দীন*
কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক, সোনামণি।

সোনামণি সংবাদ

প্রশিক্ষণঃ

কালাই, জয়পুরহাট ২৮ জুলাই শনিবারঃ অদ্য সকাল ৮-টায় কালাই আহলেহাদীছ কমপ্লেক্স মাদরাসায় এক বিশেষ সোনামণি আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মাদরাসার প্রধান শিক্ষক জনাব মুহাম্মাদ মুছত্বফা আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন সোনামণি কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক জনাব শিহাবুদ্দীন আহমাদ। তিনি তাঁর বক্তব্যে সোনামণি সংগঠনের পরিচিতি, লক্ষ-উদ্দেশ্য, কর্মসূচী ও পাঁচটি নীতিবাক্য আলোচনা করেন। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জয়পরহাট যেলার সোনামণি পরিচালক এবং অত্র মাদরাসার সহকারী শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ খলীলুর রহমান। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করে অত্র মাদরাসার ৪র্থ শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মাদ মুজাহিদ ও জাগরণী পরিবেশন করে ৫ম শ্রেণীর ছাত্র মুহাম্মাদ ইসলামুল হক।

রামাযান

শিহাবুদ্দীন শিবলী
নওদাপাড়া মাদরাসা, রাজশাহী।

রামাযান মাসে পুণ্য ঘিরে
বছর পরে আসলো ফিরে
মুসলিমদের ঘরে।
হে বিশ্ব মুসলিম কওম!
পালন কর সবক'টি ছাওম
পুণ্য পাওয়ার তরে।
হিংসা-বিদ্বেষ গর্ব নাশে
দাঁড়াও সবে দুঃখীর পাশে
কর প্রভুর তা'রীফ।
সব গুনাহের কর্ম ছেড়ে
রবের কাছে তওবা করে
হওরে সবে শরীফ।
সুযোগ যদি দাওগো ছেড়ে
কাঁদবে তুমি জান্নাত হেরে
কঠিন হাশর মাঠে।
সেদিন কোন নাহি মাফ
সইতে হবে বহ্নিতাপ
সেথায় জীবন কাটে।
রামাযান মাসে রেখে ছিয়াম
ঝরাও ত্বরা পাপের বোঝা
জান্নাতেরি আশায়।
স্বচ্ছ মনে আল্লাহকে স্মরে
যাকাত দিয়ে ছালাত পড়ে
নেকী তোল আমল নামায়।

***

স্বদেশ-বিদেশ

স্বদেশ

অপচয় রোধ করে বিপুল বিদ্যুৎ উৎপাদনের ডিভাইস আবিষ্কার

উৎপাদনের সময়ই অনেক বিদ্যুৎ নষ্ট হয়ে যায়। এ বিদ্যুৎটুকু সংরক্ষণ করতে পারলে প্রচলিত উৎপাদন পদ্ধতিতেই দ্বিগুণ বিদ্যুৎ পাওয়া সম্ভব। লন্ডনের একটি ইলেক্ট্রনিক কোম্পানীতে গবেষণারত কুষ্টিয়ার মুহাম্মাদ আব্দুর রাযযাক নষ্ট হয়ে যাওয়া বিদ্যুৎ সংরক্ষণ করার ডিভাইস আবিষ্কার করেছেন। আবিষ্কার সম্বন্ধে তিনি বলেন, পদার্থ বিজ্ঞানী ল্যাঞ্জের সূত্র অনুসারে ট্রান্সফরমারে প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি লেবেলে যে বিদ্যুৎ উৎপাদন হয়, তা বিপরীতমুখী। এ বিপরীতমুখী প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি লেবেলের বিদ্যুৎকে কখনো একমুখী করে সংযুক্ত করা সম্ভব নয়।

বিজ্ঞানী আব্দুর রাযযাক জানিয়েছেন, এ দু'ধরনের বিপরীতমুখী বিদ্যুৎ সংযুক্তির মাধ্যমে একমুখী করতে পারলে আরো বেশী বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে। গত এক দশক তিনি এর উপরই গবেষণা করেছেন। দশ বছরের গবেষণায় তিনি প্রাইমারি ও সেকেন্ডারি লেবেলের বিদ্যুৎকে সংযুক্ত করার ডিভাইস আবিষ্কার করেছেন। দুই ধরনের বিদ্যুৎকে তিনি একই দিকে প্রবাহিত করতে পেরেছেন। ল্যাবরেটরিতে ছোট আকারে তা করিয়ে দেখিয়েছেন। তিনি বলেন, আমার আবিস্কৃত ডিভাইসের মাধ্যমে দু'টি তারের সাহায্যে পজিটিভ ও নেগেটিভ বিদ্যুৎ এক করে একই দিকে প্রবাহিত করা যাবে। তিনি জানান, বর্তমান পদ্ধতিতে পজিটিভ বিদ্যুৎ নষ্ট হয়ে যায় এবং নেগেটিভ বিদ্যুৎটাই সংগ্রহ করা হয়। তিনি এ প্রযুক্তির নাম দিয়েছেন 'হাই পাওয়ার ইলেকট্রিক কারেন্ট প্রোডাকশন সোর্স'। প্রযুক্তিটিকে বাস্তবে রূপ দেয়ার জন্য তিনি কতগুলো সলিনয়েড কয়েলের সমন্বয় করেছেন। সলিনয়েড কয়েলের বডিতে নির্দিষ্ট মাপের শক্তিশালী ইলেকট্রম্যাগনেটিক শক্তি ক্ষেত্র তৈরী করে সেখান থেকে সংযোজনের নতুন নিয়ম অনুসারে উৎপাদিত 'ইলেকট্রম্যাগনেটিক' শক্তিটিকে বিশেষ উপায়ে বের করে এনেছেন। এ পদ্ধতিতে ২২ গুণ পর্যন্ত শক্তি পাওয়া সম্ভব। তিনি বলেন, এ প্রযুক্তিতে বিদ্যুৎ উৎপাদন করা হ'লে প্রথমে এক ইউনিট বিদ্যুৎ খরচ করা হ'লে পরে ১০ থেকে ২২ ইউনিট বিদ্যুৎ পাওয়া যাবে।

ঢাকা-ইয়াঙ্গুন ঐতিহাসিক সড়ক যোগাযোগ চুক্তি

বাংলাদেশ ও মায়ানমারের মধ্যে গত ২৭ জুলাই ঐতিহাসিক সড়ক যোগাযোগ চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছে। মায়ানমারের মধ্য দিয়ে বাংলাদেশকে এশিয়ান হাইওয়ের সঙ্গে যুক্ত করার লক্ষ্যে এই ঐতিহাসিক চুক্তিতে স্বাক্ষর করেন বাংলাদেশের যোগাযোগ উপদেষ্টা মেজর জেনারেল (অবঃ) এম.এ. মতীন এবং মায়ানমারের নির্মাণ বিষয়ক মন্ত্রী মেজর জেনারেল সা তুন। চুক্তি অনুসারে দু'টি দেশের মধ্যে সরাসরি সংযোগ প্রতিষ্ঠার জন্য ২৫ কিলোমিটার দৈর্ঘ্যের একটি সড়ক নির্মাণ করা হবে কক্সবাজারের গুনদুম থেকে মিয়ানমারের বাওয়ালী বাজার পর্যন্ত। ১৪১ কোটি টাকার সম্পূর্ণ বাংলাদেশী অর্থায়নে এ সড়ক বাংলাদেশের অংশে থাকবে মাত্র ২ কিলোমিটার। বাকি ২৩ কিলোমিটার থাকবে মিয়ানমারের অংশে। সড়কটির নির্মাণকাজ চলতি বছর থেকেই শুরু হবে। দ্বিতীয় পর্যায়ে সড়কটি বর্ধিত করা হবে বাওয়ালী বাজার থেকে চীনের কুনমিং পর্যন্ত। এতে বাংলাদেশ থেকে চীনের কুনমিং যেতে স্থলপথে সময় লাগবে মাত্র ৮-৯ ঘণ্টা।

উল্লেখ্য, ফিলিপাইনের রাজধানী ম্যানিলায় গত ১ আগষ্ট চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ইয়াং জিচির পররাষ্ট্র উপদেষ্টা ইফতেখার আহমাদ চৌধুরীর সাথে আনুষ্ঠানিক বৈঠককালে এ পথের কারিগরী বিষয়ে চীনকে সম্পৃক্ত হতে উভয় পক্ষ ঐকমত্যে পৌঁছায়।

সিএনজি চালিত সেচপাম্প আবিষ্কার

শরীয়তপুরের শওকত হোসেন ও মুন্সিগঞ্জের কামাল আহমাদ যৌথভাবে সিএনজি চালিত পাম্প উদ্ভাবন করেছেন। দীর্ঘ এক বছরের সাধনার পর ডিজেলচালিত পাম্পকে রূপান্তরের মাধ্যমে এই দুই তরুণ উদ্ভাবন করেছেন সিএনজি চালিত পাওয়ার পাম্প। তাঁদের উদ্ভাবিত এই গ্যাস চালিত পাওয়ার পাম্পে জ্বালানি খরচ এক-চতুর্থাংশে নেমে আসবে। সেই সঙ্গে সাশ্রয় হবে দেশের মূল্যবান বিদেশী মুদ্রার। নতুন উদ্ভাবিত গ্যাস চালিত এই পাওয়ার পাম্পটি চালাতে ডিজেল বা বিদ্যুতের প্রয়োজন হবে না, শুধু সিএনজিতেই চলবে এটি। এতে গ্যাস সরবরাহ করতে হবে সিএনজি সিলিন্ডারের মাধ্যমে। একটি ডিজেল চালিত পাওয়ার পাম্প সিএনজিতে রূপান্তর করতে খরচ হবে মাত্র দুই হাযার টাকার মতো। নতুন উদ্ভাবিত গ্যাস চালিত পাওয়ার পাম্পটিকে শুধু কৃষিসেচে নয়, আরও অনেক কাজে ব্যবহার করা সম্ভব। জেনারেটরের মাধ্যমে বিদ্যুৎ উৎপাদন, ধান মাড়াই থেকে শুরু করে এটিকে কাজে লাগানো যাবে ইঞ্জিনচালিত নৌকায়ও। আর এ থেকে বেরিয়ে আসতে পারে দেশের জ্বালানি সংকট মোকাবিলার এক নতুন সমাধান। শুধু তাই নয়, কৃষিপণ্যের উৎপাদন ও পরিবহন খরচ কমিয়ে দ্রব্যমূল্যের ঊর্ধ্বগতি নিয়ন্ত্রণেও সিএনজি চালিত এই পাওয়ার পাম্প বিশেষ অবদান রাখতে পারে।

বাংলাদেশ ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকায় ১৬তম

ওয়াশিংটন ডিসিভিত্তিক থিঙ্কট্যাংক 'দ্য ফান্ড ফর পিচ'-এর উদ্যোগে চলতি বছরের জরিপে বাংলাদেশের অবস্থান ব্যর্থ রাষ্ট্রের ১৬তম স্থানে। গত বছর এটি ছিল ১৯ এবং ২০০৫ সালে ছিল ১৭তম স্থানে। চলতি বছরের জরিপে মোট ১৭৭টি দেশকে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছিল। গত বছরের জরিপে ছিল ১৪৮ এবং ২০০৫ সালে ছিল ৭৫টি দেশ। ২০০৬ এবং চলতি বছর বাংলাদেশের চেয়েও খারাপ অবস্থায় রয়েছে পাকিস্তান। ভারত, নেপাল, শ্রীলংকা এবং বাংলাদেশের চেয়েও অধিক খারাপ অবস্থানে রয়েছে পাকিস্তান। জরিপকারীরা একটি দেশকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের তালিকাভুক্ত করার আগে ৫টি বিষয়কে বিশেষভাবে পর্যালোচনা করে থাকে। (১) নেতৃত্ব যদি দুর্বল হয় (২) সামরিক বাহিনী উদার না হয় (৩) পুলিশ বাহিনী দুর্বল হ'লে (৪) বিচার ব্যবস্থা নিরপেক্ষ না হ'লে এবং (৫) সিভিল প্রশাসনের চেইন অব কমান্ড ভেঙ্গে পড়লে সংশ্লিষ্ট রাষ্ট্রকে ব্যর্থ রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

কাশিমপুরে দেশের প্রথম মহিলা কারাগার চালু

দেশের প্রথম মহিলা কেন্দ্রীয় কারাগার গাজীপুরের কাশিমপুরে গত ১৬ আগষ্ট আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্বোধন করা হয়েছে। আইজি

প্রিজন ব্রিগেডিয়ার জেনারেল যাকির হাসান আনুষ্ঠানিকভাবে ঐ কারাগার উদ্বোধনের ফলে এক নতুন সংযোজনের সূচনা হ'ল। অনুষ্ঠানে আইজি প্রিজন বলেন, 'কারাগারের প্রচলিত কনসেপ্ট ভেঙ্গে দিতে হবে। কারাগার মানেই সন্ত্রাসী-অপরাধীদের স্থান নয়। কারাগারকে 'কারেকশন সেন্টার' হিসাবে গড়ে তোলা হবে। একজন কয়েদি কারাগার থেকে বেরিয়ে যাতে ভাল মানুষ হয়ে জীবন যাপন করতে পারে এজন্য তাদের আচরণ পরিবর্তনের শিক্ষা দেয়া হবে'। তিনি বলেন, 'এখন থেকে দেশের প্রতিটি কারাগারে 'রাখিব নিরাপদ দেখাব আলোর পথ' শ্লোগান লিখে দেয়া হবে।

কারা সংস্কার কমিটির সুপারিশ বাস্তবায়নের কেবিনেট সিদ্ধান্তে কেবলমাত্র মহিলা কয়েদীদের জন্য জেল নং-৩ হিসাবে ৮ একর জায়গার উপর এ মহিলা কারাগারটি নির্মিত হয়েছে। এর ধারণক্ষমতা ২শ' জন। এতে ব্যয় হয়েছে সাড়ে ৮ কোটি টাকা।

ঢাকার ৫৫ ভাগ লোক দরিদ্র

-বিশ্বব্যাংক

ঢাকাবাসীর ৫৫ শতাংশ দারিদ্র্যসীমার নীচে বসবাস করে। ঢাকায় প্রায় ৪২ লাখ মানুষ বাস করে বস্তিতে। রাজধানী ঢাকার মানুষ প্রায় সবাই কোন না কোনভাবে নিরাপদ পানির অভাবে থাকে। বন্যা ঝুঁকিতে বসবাস করে এর অধিবাসীরা। বিশ্বব্যাংকের এক সমীক্ষায় একথা বলা হয়েছে। গত ১৬ আগষ্ট ঢাকা শেরাটন হোটেলে 'ঢাকা মেট্রোপলিটন এলাকার উন্নয়ন পরিকল্পনার পরিবেশগত মূল্যায়ন' শীর্ষক এক কর্মশালায় বিশ্বব্যাংকের পক্ষ থেকে এ তথ্য প্রকাশ করা হয়।

কর্মশালায় বলা হয়, ঢাকা বিশ্বের ১০টি মেগাসিটির মধ্যে একটি। এর জনসংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। ২০১৫ সাল নাগাদ এ শহরের জনসংখ্যা দ্বিগুণ বেড়ে দাঁড়াবে প্রায় ২ কোটি ১০ লাখ। কাজেই ঢাকা শহরকে কেন্দ্র করে যে পরিবেশগত ও মানবিক ইস্যুগুলো উঠে আসবে, সেগুলোকে অবশ্যই গুরুত্বসহকারে বিবেচনা করতে হবে।

দেশের ৩২৬ উপযেলায় বেসরকারী মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু

দেশের মানসম্মত স্কুলগুলোর উপর শিক্ষার্থীদের অস্বাভাবিক ভর্তির চাপ কমাতে এবং উপযেলা পর্যায়ে মানসম্মত শিক্ষার মডেল ছড়িয়ে দিতে সরকার ৩২৬টি উপযেলায় বেসরকারী মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার পরিকল্পনা নিয়েছে। আগামী দুই বছরের মধ্যে ২১০টি স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। চলতি শিক্ষাবর্ষের মধ্যেই ৬০টি উপযেলায় মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। এসব প্রতিষ্ঠানে আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকেই শিক্ষার্থী ভর্তি শুরু হবে। যেসব উপযেলায় মানসম্মত শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নেই সেসব উপযেলাতেই প্রথম পর্যায়ে এই মডেল স্কুল প্রতিষ্ঠা করা হবে। গত ১৬ আগষ্ট শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে অনুষ্ঠিত এক সভায় এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

জানা যায়, উপযেলা সদরের দুই কিলোমিটারের মধ্যে অবস্থিত কোন একটি বেসরকারী স্কুলকে মডেল স্কুল হিসাবে রূপান্তর করা হবে। শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের নিজস্ব জমি থাকতে হবে। মডেল স্কুল বাছাইয়ের ক্ষেত্রে প্রথমতঃ স্কুলের লেখাপড়ার মানের বিষয়টি উপযেলা সদরের মধ্যে সেরার স্বীকৃতি থাকতে হবে। দ্বিতীয়তঃ এই প্রতিষ্ঠানের জনবল কাঠামো অনুযায়ী সব শিক্ষকের এমপিওভুক্তি (মাসভিত্তিক পেমেন্ট অর্ডার) থাকতে হবে।

রাজউকে নকশা অনুমোদনে বছরে ঘুষ লেনদেন ২০ কোটি টাকা

রাজধানীতে নকশা অনুমোদনে প্রতি বছর ঘুষ লেনদেন হয় ২০ থেকে ২৫ কোটি টাকা। নকশা অনুমোদনে জটিল প্রক্রিয়া ও দুর্নীতি, অনুমোদিত নকশা নির্মাণ পর্যায়ে বিচ্যুতি, ভূমি ব্যবহার পরিবর্তন, বেসরকারি হাউজিং কোম্পানীগুলির বিরুদ্ধে যথাযথ ব্যবস্থা নেয়ার ব্যর্থতা, রাজউকের জাতীয় নগরায়ণ নীতির অভাব, প্রাতিষ্ঠানিক সীমাবদ্ধতা, আইন প্রয়োগের অভাবে ঢাকাকে জনাকীর্ণ এবং অপরিকল্পিত নগর তৈরীর দিকে ঠেলে দিচ্ছে রাজউক। গত ২২ আগষ্ট ঢাকার বিয়াম মাল্টিপারপাস মিলনায়তনে 'রাজউকের নকশা অনুমোদন প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি' নিয়ে 'ট্রান্সপারেন্সি ইন্টারন্যাশনাল' (টিআইবি) প্রকাশিত গবেষণা প্রতিবেদনে একথা উল্লেখ করা হয়।

গবেষণা প্রতিবেদনে আরো বলা হয়, ৩-৪ কাঠা প্লটের জন্য রাজউককে স্বাভাবিক ফি'র পাশাপাশি আরো ১৫-৩০ হাযার টাকা অতিরিক্ত ঘুষ দিতে হয়। পাশাপাশি 'টিআই অ্যাক্ট সেকশন-৭৫-এর আওতায় ৩-৪ কাঠা প্লটের জন্য ঘুষ দিতে হয় ৩০ থেকে ৫০ হাযার টাকা।

এইচএসসি, আলিম, ফাযিল ও কামিল পরীক্ষার ফল প্রকাশ

দেশের সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডের ২০০৭ সালের এইচএসসি, মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের আলিম ও কারিগরি শিক্ষা বোর্ডের এইচএসসি বিএম পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে গত ২৬ আগষ্ট। ৯ বোর্ডের ৫ লাখ ৩৩ হাযার ১৫৮ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে ৩ লাখ ৪৯ হাযার ৭৪৯ জন পাস করেছে। পাসের হার ৬৫ দশমিক ৬০ ভাগ। জিপিএ-৫ এর সংখ্যা ১১ হাযার ১৪০ জন। পাসের হারের বিবেচনায় গত বছরের ন্যায় এবারও ৯ বোর্ডে শীর্ষস্থান অর্জন করেছে মাদরাসা শিক্ষা বোর্ড। প্রকাশিত ফলাফল অনুযায়ী চলতি বছরের সাতটি সাধারণ শিক্ষা বোর্ডে এইচএসসিতে গড় পাসের হার ৬৪ দশমিক ২৭ ভাগ। মাদরাসা বোর্ডের অধীনে অনুষ্ঠিত আলিম পরীক্ষায় পাসের হার ৭৪ দশমিক ৩১ ভাগ এবং কারিগরি বোর্ডের এইসএসসি বিএম পরীক্ষায় পাসের হার ৬৮ দশমিক ১৩ ভাগ।

ফাযিল ও কামিলঃ

বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের '০৭ সালের ফাযিল পরীক্ষার গড় পাসের হার ৭৮ দশমিক ৩৬ এবং কামিল পরীক্ষার গড় পাসের হার ৯৭ দশমিক ৩৭। ফাযিলে ১৯ হাযার ৬৭৭ জন পরীক্ষার্থীর মধ্যে পাস করেছে ১৪ হাযার ৬৫৫ জন এবং কামিলে ১০ হাযার ১৯৬ জনের মধ্যে ৯ হাযার ৯২৮ জন।

উল্লেখ্য, এ বছর দ্রুততম সময়ে পরীক্ষা শেষ হওয়ার মাত্র ৫৯ দিনের মাথায় ফল প্রকাশ করা হয়েছে। গতবার ৬৫ দিনের মাথায় এ ফল প্রকাশিত হয়।

বিদেশ

বিশ্বে এক কোটি দশ লাখ মানুষ রাষ্ট্র ও জাতীয় পরিচয়হীন

বিশ্বের ৭০টি দেশের অনূন্য ১ কোটি ১০ লাখ লোকের কোন দৈশিক পরিচয় জাতীয়তা কিংবা রাষ্ট্রীয় পরিচিতি নেই। জাতিসংঘের এক সমীক্ষায় একথা জানানো হয়। সমীক্ষায় এদের সম্বন্ধে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি বহির্ভূত এসব নর-নারীর যেমন জাতীয়তা নেই, তেমনি নেই তাদের উপর কোন আইনের বাধ্যবাধকতা। কারণ তারা কোন দেশের নাগরিক বলে স্বীকৃত নয়, তাদের কোন পাসপোর্ট নেই। এছাড়া কোন রাষ্ট্র তাদের কোন বিষয়ে কোন প্রতিনিধিত্ব করে না। রাষ্ট্রীয়ভাবে অস্বীকৃত এসব লোকেরা কোথাও স্বাভাবিক লেখাপড়ার সুযোগ পায় না। তারা জীবন রক্ষাকারী চিকিৎসা সেবা থেকেও বঞ্চিত থাকে। তারা তাদের জীবনমানকে উন্নত করারও সুযোগ পায় না। তাদের যখন অর্থনৈতিক অবস্থা অনুকূল থাকে না, তখন তারা মানবেতর জীবন-যাপনে বাধ্য হয়। এমনকি অতি সম্প্রতি তারা দাস-দাসীদের জীবন-যাপন করতে বাধ্য হয়। অনেক সময় তারা আদম পাচারকারীদের হাতে পড়ে জীবনমান সবকিছু হারায়। এ জাতীয় লোকজনের উল্লেখযোগ্য সংখ্যক থাইল্যান্ডে রয়েছে ১০ লাখ, বাংলাদেশে ২৫ হাযার পাকিস্তানী বিহারী, রোমে ৮৫ লাখ জিপসি ও কেনিয়ায় ১ লাখ।

পেরুতে ভয়াবহ ভূমিকম্পে নিহত ৬শ’

দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্র পেরুতে এক ভয়াবহ ভূমিকম্পে ৫১০ জন নিহত, শত শত লোক আহত, ৬০ হাযার লোক ক্ষতিগ্রস্ত এবং দু’লাখ লোক গৃহহারা হয়েছে। রিখটার স্কেলে ৭.৯ মাত্রার ভূমিকম্পে রাজধানী লিমা’র ২৬৫ কি.মি. দক্ষিণে আইকা প্রদেশে প্রায় সব লোক হতাহত হয়। দীর্ঘায়িত ভূমিকম্পে বিল্ডিংগুলো ভীষণভাবে দুলতে থাকে। স্থানীয় সময় সন্ধ্যা ৬-টা ৪১ মিনিটে এই ভূমিকম্প হয় এবং কয়েক মিনিট স্থায়ী হয়। ভয়াবহ ভূমিকম্পে ঘরবাড়ী দুলতে থাকলে রাজধানী লিমায় যানবাহন চলাচল স্তব্ধ হয়ে যায়। শত শত লোক রাস্তায় নেমে আসে। ভূমিকম্পের ভয়াবহতায় সমুদ্র তীরবর্তী আইকা প্রদেশে দালানকোঠা ভেঙ্গে পড়ে। বিদ্যুৎ সরবরাহ বন্ধ হয়ে যায় এবং যোগাযোগ ব্যবস্থা ধসে পড়ে।

নিহতদের সংখ্যা আরো বাড়তে পারে বলে আশংকা করা হচ্ছে। কারণ এখনো ধ্বংসস্তূপের মধ্যে অনেক লাশ চাপা পড়ে রয়েছে। ভূমিকম্পে উপকূলীয় পিসকো ও ইসা শহর ধ্বংসস্তূপে পরিণত হয়েছে। এই শহর দু’টির মধ্যাঞ্চল পুরোপুরি বিধ্বস্ত হয়েছে। ক্ষতিগ্রস্তদের অবর্ণনীয় দুর্ভোগ ও নিহতদের আত্মীয়-স্বজনদের আহাজারিতে আকাশ-বাতাশ ভারি হয়ে আছে। পর্যাপ্ত ত্রাণ এখনও তাদের কাছে পৌঁছেনি। ত্রাণের ট্রাক লুটপাট এবং খাদ্যের জন্য সংঘর্ষের খবর পাওয়া গেছে। উল্লেখ্য, পেরু বিশ্বের অন্যতম ভূমিকম্পপ্রবণ এলাকা। এর আগে ১৯৭০ সালেও ৭.৯ মাত্রার এক ভূমিকম্পে সেখানে ৬৬ হাযার লোক নিহত হয়।

বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় তালিকায় হার্ভার্ড প্রথম

চীনের সাংহাই থেকে বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। তালিকার শীর্ষে রয়েছে হার্ভার্ড বিশ্ববিদ্যালয়। এছাড়া তালিকার সেরা দশের মধ্যে আটটিই আমেরিকান বিশ্ববিদ্যালয়। এর মধ্যে রয়েছে স্ট্যানফোর্ড, এমআইটি ও প্রিন্সটন। ব্রিটেনের ক্যামব্রিজ ও অক্সফোর্ডের অবস্থান যথাক্রমে চতুর্থ ও দশম। ইনষ্টিটিউট অব হাইয়ার এডুকেশন অব সাংহাই জিয়াওটং বিশ্ববিদ্যালয়ের তৈরী এ তালিকা প্রকাশ করে বেইজিং মর্নিং পোষ্ট। তাছাড়া তালিকায় সেরা ১শ’ বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে ৫৪টির অবস্থান আমেরিকায়, ৩১টি ইউরোপে এবং ৯টির অবস্থান এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলে। ছয়টি ক্যাটাগরির উপর ভিত্তি করে এ তালিকা প্রকাশ করা হয়। যেমন- এ্যালুমনি ও ষ্টাফ সংখ্যা, নোবেল ও অন্যান্য একাডেমিক পুরস্কার প্রাপ্তি কিংবা তাদের গবেষণা কাজ দেশ অথবা বিশ্বের সেরা একাডেমিক জার্নালে কী পরিমাণ প্রকাশিত হয়েছে, এসবের উপর ভিত্তি করে তালিকা তৈরী করা হয়।

ভেনিজুয়েলা উরুগুয়েকে একশ’ বছর তেল ও গ্যাস দেবে

ভেনিজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হুগো শ্যাভেজ গত ৮ আগষ্ট উরুগুয়ের প্রেসিডেন্ট তাবারে ভ্যাজকুয়েজের সাথে জ্বালানি নিরাপত্তা চুক্তি স্বাক্ষর করেছেন। চুক্তি অনুযায়ী ভেনিজুয়েলা ১শ’ বছরের জন্য উরুগুয়েতে তেল ও গ্যাস সরবরাহ করবে এবং উরুগুয়েতে একটি ইনসুলিন কারখানা স্থাপন করবে। উরুগুয়ে তার উৎপাদিত ইনসুলিন গোটা ল্যাটিন আমেরিকায় বিক্রি করবে। উভয় দেশের তেল কোম্পানী দু’টি মন্টেভিডিয়োতে উরুগুয়ের তেল শোধনাগার স্থাপনে সহায়তা করবে।

সুমেরু অঞ্চলে নতুন সামরিক ঘাঁটি স্থাপনের পরিকল্পনা নিয়েছে কানাডা

কানাডা বিশ্বের সবচেয়ে শীতলতম স্থান সুমেরু অঞ্চলে একটি নতুন সামরিক ঘাঁটি স্থাপন করবে এবং প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ অঞ্চলে তার সার্বভৌমত্ব নিশ্চিত করতে আরেকটি ঘাঁটির সংস্কার করবে। উত্তর মেরুর উপর নিজেদের কর্তৃত্ব দাবির প্রতীক হিসাবে রাশিয়া সেখানে একটি সাবমেরিন পাঠানোর পর কানাডার প্রধানমন্ত্রী স্টিফেন হারপার গত ১০ আগষ্ট এই পরিকল্পনা ঘোষণা করেন। হারপার বলেন, নতুন এই স্থাপনা বিশ্বকে বলে দেবে যে, সুমেরুতে কানাডার সত্যিকার ও দীর্ঘ উপস্থিতি রয়েছে। কানাডা উত্তর-পশ্চিম প্যাসেস-এ রিসলিউট উপসাগরে মোতায়েনের জন্য ওইন্টার ফাইটিং স্কুল নামে একটি নতুন বাহিনী প্রতিষ্ঠা করবে।

উল্লেখ্য, সুমেরু অঞ্চলের সমুদ্র তলদেশের ১২ লক্ষ বর্গ কিলোমিটার এলাকা নিয়ে রাশিয়া, ডেনমার্ক, নরওয়ে ও যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে তিক্ত সম্পর্ক বিদ্যমান রয়েছে। যুক্তরাষ্ট্রের এক ভূতাত্ত্বিক জরিপে ধারণা করা হয়েছে, বিশ্বের অনাবিস্কৃত তেল ও গ্যাসের ২৫ শতাংশ এখানে মজুদ রয়েছে।

এশিয়ায় সবচেয়ে উন্নত জীবনযাত্রার অধিকারী হংকং, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর

এশিয়া-প্রশান্ত মহাসাগরীয় এলাকায় উন্নত জীবনযাত্রার অধিকারী হংকং, তাইওয়ান ও সিঙ্গাপুর। ‘এশীয় উন্নয়ন ব্যাংকে’র একটি সমীক্ষক দল একথা জানিয়েছেন। এডিবি জানিয়েছেন, উল্লিখিত

দেশগুলোর লোকেরা জীবনের সব পাওয়াই হাতের কাছে পেয়ে যায়। মনে হয়, তাদের কাছে না পাওয়ার কোনো দৈন্য নেই। অথচ এশিয়ার সবচেয়ে আর্থিকভাবে সমৃদ্ধ চীন ও ভারতের জনসাধারণ গরিবী জীবন-যাপন করে। তাদের জীবন যাত্রাও কোনভাবেই উন্নত নয়। এডিবি'র এই সমীক্ষায় বলা হয়েছে, এশিয়া মহাদেশের মাত্র ২৩% লোক জীবন যাত্রার পরিমিত উপকরণ পেয়ে থাকে। আর বাকীরা সমৃদ্ধির কাছে যেতে পারেনি। তারা দারিদ্র্য কিংবা দারিদ্র্য সীমার আরও নীচে বসবাস করে আসছে।

মার্কিন আইনে কর্মক্ষেত্রে ধর্মীয় পোষাক পরা যাবে

যুদ্ধ-বিধ্বস্ত সোমালিয়া থেকে আসা শরণার্থী বিলান নূর যুক্তরাষ্ট্রে এসে ফিনিক্সে অ্যালামো কার রেন্টালে বিক্রয় প্রতিনিধি হিসাবে কাজ পেতে সমর্থ হয়। একজন মুসলিম হিসাবে পবিত্র রামাযান মাসে সে হিজাব পরে। কিন্তু ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর যুক্তরাষ্ট্রে সন্ত্রাসী হামলার পর নূরের নিয়োগকর্তা তাকে কোন প্রকার মাথার আবরণ পরার অনুমতি দিতে অস্বীকৃতি জানায়। সে বছরেরই ডিসেম্বর মাসে রামাযান শেষ হওয়ার মাত্র ৮দিন পর কোম্পানী নূরকে চাকুরিচ্যুত করে এবং পুনরায় নিয়োগের জন্য অযোগ্য ঘোষণা করে। যুক্তরাষ্ট্রের 'ইক্যুয়াল এমপ্লয়মেন্ট অপরচুনিটি কমিশন' (ইইওসি) নূরের মামলাটি পরিচালনার ভার গ্রহণ করে। ছয় বছর আইনি যুদ্ধের পর 'ইইওসি' নূরের বিরুদ্ধে ধর্মীয় বৈষম্যের মামলায় জয়লাভ করে। গত জুনে ফিনিক্সের বিচারকমণ্ডলী পূর্বের পাওনা এবং ক্ষতিপূরণ ও শাস্তিমূলক ব্যবস্থা হিসাবে নূরকে দুই লাখ ৮৭ হাযার ডলার প্রদান করে।

হাঙ্গেরীতে ৮০ লাখ বছরের পুরনো সাইপ্রাস ট্রি বনের সন্ধান লাভ

সাইপ্রাস ট্রির ৮০ লাখ বছরের পুরনো এক বনের সন্ধান পাওয়া গেছে হাঙ্গেরীতে। দেশটির উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলীয় বুকাব্রানি শহরের উন্মুক্ত কয়লা খনিতে প্রত্নতত্ত্ববিদরা ১৬টি গাছের গুঁড়ি সংরক্ষিত অবস্থায় খুঁজে পান। এই বনের বেশীরভাগ গাছ কয়লায় রূপান্তরিত হ'লেও বালির আস্তরণের জন্য এই গাছগুলো সংরক্ষিত অবস্থায় রয়ে যায়। ধারণা করা হচ্ছে, বালি ঝড়ের কারণে এই বালি আস্তরণের সৃষ্টি হয়েছিল। ৮০ লাখ বছর আগের বিশ্বের আবহাওয়া সম্পর্কে এই গাছগুলো বিশেষজ্ঞদের মূল্যবান তথ্য দিতে পারবে বলে মনে করা হচ্ছে। এই গাছগুলোর মধ্যে সবচেয়ে বেশী রয়েছে জলমগ্ন প্রজাতির সাইপ্রাস। এগুলো দু'-তিনশ' বছর আগে জন্মেছে।

মার্কিন বাহিনীতে এক বছরে ৯৯ সেনার আত্মহত্যা

যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক বাহিনীতে আত্মহত্যার হার গত ২৬ বছরের মধ্যে এখন সর্বোচ্চ পর্যায়ে। সামরিক বাহিনীর সর্বশেষ প্রতিবেদনে এ তথ্য পাওয়া গেছে। প্রকাশিত প্রতিবেদনে বলা হয়, ২০০৬ সালে সামরিক বাহিনীর ৯৯ কর্তব্যরত সদস্য আত্মহত্যা করে। ১৯৯১ সালের পর এ পর্যন্ত আত্মহত্যার এই হার সর্বোচ্চ। '৯১ সালে আত্মহত্যার পথ বেছে নেয় ১০২ জন সৈন্য। মার্কিন সামরিক বাহিনীতে বর্তমানে আত্মহত্যার হার দাঁড়িয়েছে ১৭ দশমিক ৩ শতাংশে। যা গত ২৬ বছরের মধ্যে সর্বোচ্চ। প্রতিবেদনে ব্যক্তিগত সম্পর্ক বিনষ্ট হওয়া, অর্থনৈতিক সমস্যা এবং বিশেষ করে যুদ্ধের কারণে কাজের চাপ ইত্যাদিকে আত্মহত্যার কারণ হিসাবে উল্লেখ করা হয়েছে।

রাশিয়ায় দরিদ্রের চেয়ে ধনীর আয় ৪১ গুণ বেশী

রাশিয়ার ১০ শতাংশ ধনী ১০ শতাংশ দরিদ্রের চেয়ে ৪১ গুণ বেশী ধনী। মস্কোর রাষ্ট্রীয় পরিসংখ্যান বিভাগ সম্প্রতি এ তথ্য জানায়। পরিসংখ্যান বিভাগের সহকারী পরিচালক লিওনিড আরশন জানান, ২০০৬ সালে ১০ শতাংশ ধনী ব্যক্তি ১০ শতাংশ গরীব ব্যক্তির চেয়ে ৪১ গুণ বেশী অর্থ উপার্জন করে। তিনি জানান, দেশজুড়ে আয়ের এই ব্যবধান ছিল ১৫ গুণ। ২০০১ সালে দরিদ্রদের চেয়ে ধনীদের আয় ছিল ১০ গুণ বেশী এবং ২০০৩ সালে ছিল ১৪ গুণ বেশী।

১১০ বছর কারাদণ্ড!

ইরাকে জেসি স্পাইলম্যান নামে এক মার্কিন সেনা ১৪ বছরের এক বালিকাকে ধর্ষণ ও তার পরিবার-পরিজনকে হত্যা করায় ১১০ বছরের কারাদণ্ডে দণ্ডিত হয়েছে। সে বাগদাদের মাহমূদিয়ায় একটি বাড়ীতে দরজা ভেঙ্গে জোরপূর্বক প্রবেশ করে বাড়ির কর্তা কাসেম আল-জানাবিকে হত্যা করে। এরপর মার্কিন সেনারা তার বৃদ্ধ মা-বাবাকেও হত্যা করে এবং হত্যা করে তার বোনকে। আল-জানাবির কিশোরী বোনকে হত্যার আগে সৈনিকরা ধর্ষণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের ক্যানটকির ফোর্ট ক্যাম্পবেল সামরিক আদালতে শুনানির পর স্পাইলম্যানকে বিচারকরা ১১০ বছরের কারাদণ্ড দেয়। এছাড়া এই মামলার অন্য ৩ দোষী সেনাকে ৫ বছর থেকে ১০০ বছরের কারাদণ্ড দেয়া হয়েছে।

রাশিয়া বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম যুদ্ধবিমান রফতানীকারক দেশ

রাশিয়ার অস্ত্র রফতানীকারক প্রতিষ্ঠান রসোবরোনেক্সপোর্টের মহাপরিচালক সারগেই চেসজিব ২১ আগষ্ট মস্কোর কাছে আন্তর্জাতিক বিমান প্রদর্শনী 'মাকস-২০০৭' উদ্বোধনকালে সাংবাদিকদের বলেন, রাশিয়া হচ্ছে বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম যুদ্ধবিমান রফতানীকারক দেশ। তিনি আরো বলেন, রাশিয়ার সামরিক রফতানির ৫০ শতাংশই যুদ্ধবিমান। তিনি বলেন, এ বছর মোট অস্ত্র রফতানী হবে সাড়ে ৫শ' থেকে ৬শ' কোটি মার্কিন ডলারের। এর মধ্যে যুদ্ধবিমান রফতানী হবে ৩শ' কোটি মার্কিন ডলারের। মহাপরিচালক আরো বলেন, আমাদের পরিকল্পনা ব্যর্থ হওয়ার কোন আশংকা নেই। আমরা ইতিমধ্যে ৩শ' কোটি মার্কিন ডলারের অস্ত্রশস্ত্র বিদেশে রফতানী করেছি।

Contents

মুসলিম জাহান

তুরস্কে উদারপন্থী তোপতান স্পীকার নির্বাচিত

তুরস্কের পার্লামেন্ট গত ৯ আগষ্ট প্রধানমন্ত্রী তাইয়িপ এরদোগানের ইসলামপন্থী একে পার্টির উদারপন্থী সদস্য কোকসাল তোপতান (৬৪)কে বিপুল ভোটে নয়া স্পীকার নির্বাচিত করেছে। প্রথম দফা ভোটে তিনি ৫৩৫ সদস্যের ৪৫০ জনের সমর্থন লাভ করেছেন। সাবেক রক্ষণশীল সরকারের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মন্ত্রীকে এরদোগান পার্লামেন্ট স্পীকার পদের জন্য বাছাই করেন। অন্য দিকে বিরোধী ন্যাশনালিষ্ট পার্টির প্রার্থী তুনকা তোসকে ৭৪ ভোট লাভ করেন।

তেহরানে বিশ্বের বৃহত্তম কার্পেট তৈরী

বিশ্বের বৃহত্তম কার্পেট তৈরী হয়েছে ইরানে। গত ১লা আগষ্ট ইরানের রাজধানী তেহরানে প্রথমবারের মত কার্পেটটি জনসমক্ষে প্রদর্শন করা হয়েছে। আবুধাবির শেখ যায়েদ মসজিদের জন্য এটি তৈরী করা হয়েছে। এর আয়তন একটি ফুটবল খেলার মাঠের চেয়ে বড়। এর মূল্য ৫৮ লাখ ডলার। কার্পেটটি সবুজ ও ক্রিম রঙে শোভিত করা হয়েছে। এটি তৈরীতে ১৮ মাস সময় লেগেছে। ৩৮ টন উল ও সুতা লেগেছে এর তৈরীতে। ইরানের উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ৩টি গ্রামের ১২০০ তাঁতী এটা তৈরীতে অংশগ্রহণ করে। কার্পেটটির পরিমাপ হচ্ছে ৫,৬২৫ বর্গ মিটার। এটি ৯টি খণ্ডে তৈরী করা হয়েছে। কার্পেটটিতে ২২০ কোটি নট রয়েছে। যেগুলো ইরানের দক্ষিণাঞ্চলের সিরজান শহর ও নিউজিল্যাণ্ডের সেরা উল থেকে তৈরী করা হয়েছে। এতে ২৫টি রং রয়েছে এবং ২০টি ভিন্ন ধরনের প্রাকৃতিক ডাইজ ব্যবহার করা হয়েছে।

ফ্রান্সের সাথে লিবিয়ার ২৩ কোটি ডলারের অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষর

লিবিয়া ফ্রান্সের কাছ থেকে ২৩ কোটি ডলার মূল্যের ট্যাঙ্ক বিধ্বংসী ক্ষেপণাস্ত্র ক্রয়ের জন্য একটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। এই ক্ষেপণাস্ত্রের নাম মিলান। এছাড়া কমিউনিকেশন সিষ্টেমের জন্য ইএডিএস কোম্পানীর সাথে আরো ১৭ কোটি ৫০ লক্ষ ডলার মূল্যের আরেকটি চুক্তি স্বাক্ষর করেছে। ২০০৪ সালে লিবিয়ার উপর আরোপিত আন্তর্জাতিক অস্ত্র নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয়ার পর একটি পশ্চিমা দেশের সাথে ত্রিপোলী'র এটাই প্রথম অস্ত্রক্রয় চুক্তি।

ইউরোপীয় ক্ষেপণাস্ত্র নির্মাতা এমবিডিএ'র সঙ্গে গত ২ আগষ্ট চুক্তিটি স্বাক্ষরিত হয়। লিবীয় নেতা মু'আম্মার আল-গাদ্দাফীর ছেলে সাইফুল ইসলাম জানান, ৬ জন বিদেশী চিকিৎসা কর্মীকে ত্রিপোলীর মুক্তি দেয়ার প্রেক্ষিতেই প্যারিসের সঙ্গে এই বড় ধরনের অস্ত্র চুক্তি স্বাক্ষর সম্ভব হ'ল।

অর্ধেকেরও বেশী পাকিস্তানী সেনা শাসনের বিপক্ষে

স্বাধীনতা লাভের পর থেকে পাকিস্তানের ৬০ বছরের ইতিহাসে এক-তৃতীয়াংশ সময়ই কেটেছে সেনাশাসনে। সম্প্রতি এক মতামত জরিপে দেখা গেছে, সেনাশাসন পসন্দ করেন না অর্ধেকেরও বেশী পাকিস্তানী। তারা মনে করেন, রাজনীতিতে সেনাবাহিনীর কোন ভূমিকা থাকা উচিত নয়। আর ৬৫.২ শতাংশ মানুষের মতে জেনারেল পারভেজ মোশাররফের প্রেসিডেন্ট পদ থেকে সরে দাঁড়ানো উচিত। ডন নিউজ, ডেইলি ডন, সিএন-আইবিএল এবং ইন্ডিয়ান একপ্রেস পাকিস্তানের প্রধান ১০টি শহরে এই জরিপটি পরিচালনা করে। এতে দেখা যায়, পাকিস্তানের জনগণ নির্বাচনের ব্যাপারেও আর আগ্রহী নন। ৩৬.৬ শতাংশ অংশগ্রহণকারী জানান, আগামীকাল নির্বাচন হ'লেও তারা কোন রাজনৈতিক দল বা প্রার্থীকে ভোট দিতে যাবেন না।

পাকিস্তানে কোন বিদেশী বাহিনীকে প্রবেশ করতে দেয়া হবে না

-শওকত আযীয

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী শওকত আযীয যেকোন মূল্যে দেশের পরমাণু সম্পদ রক্ষা করার এবং পাকিস্তানের ভূখণ্ডে কোন বিদেশী বাহিনীকে প্রবেশ করতে না দেওয়ার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। গত ১৪ আগষ্ট রাজধানী ইসলামাবাদে পাকিস্তানের ৬০তম স্বাধীনতা দিবসের মূল অনুষ্ঠানে ভাষণ দানকালে শওকত আযীয এ অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ৬০ বছর আগে এই দিনে পাকিস্তান ব্রিটেনের কাছ থেকে স্বাধীনতা লাভ করে। প্রধানমন্ত্রী শওকত আযীয বলেন, পাকিস্তান হচ্ছে বিশ্বে পরমাণু শক্তিধর একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র। নিজের সম্পদ রক্ষা করার মতো শক্তিশালী ব্যবস্থা ইসলামাবাদের আছে। তিনি বলেন, পাকিস্তানের পরমাণু সম্পদ রক্ষা করার জন্য গোটা দেশ ঐক্যবদ্ধ। তিনি আরও বলেন, আমাদের পরমাণু সম্পদের দিকে কেউ অশুভ দৃষ্টি দিলে তা আমরা কখনো সহ্য করব না। পাকিস্তানের ভূখণ্ডে আমরা কোন বিদেশী বাহিনীকে অনুপ্রবেশ করতে দেব না। আমরা আমাদের দেশকে রক্ষা করতে জানি।

Contents

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

বৃহস্পতির চেয়েও অতিকায় গ্রহ আবিষ্কার

জ্যোতির্বিজ্ঞানীদের আন্তর্জাতিক একটি দল এ যাবৎকালের সবচেয়ে বৃহৎ মহাজাগতিক গ্রহ আবিষ্কার করেছে। গ্রহটির নাম টিআরইএস-৪। এটি জিএসসি ০২৬২০-০০৬৪৮ তারাকে কেন্দ্র করে কক্ষপথ অতিক্রম করছে। গ্রহটি আমাদের সৌরজগতের সবচেয়ে বড় গ্রহ বৃহস্পতির চেয়ে ৭০ শতাংশ বড়। এর অবস্থান পৃথিবী থেকে ১ হাযার ৪৩৫ আলোকবর্ষ দূরে হারকিউলিস নক্ষত্রপুঞ্জে। বৃহস্পতি গ্রহের তুলনায় এর ভর অনেক কম। তাই এর ঘনত্বও খুবই কম। ট্রান্স আটলান্টিক এক্সোপ্লান্টে সার্ভেতে (টিআরইএস) কর্মরত একটি দল গ্রহটি খুঁজে পায়। তারা থেকে গ্রহটির দূরত্ব মাত্র ৭০ লাখ কিলোমিটার (সাড়ে ৪৫ লাখ মাইল)। তাপমাত্রা ১৩২৭ ডিগ্রি সেলসিয়াস। মধ্যাকর্ষণ বল দুর্বল হওয়ায় গ্রহটির বায়ুমণ্ডলের উপরের অংশ ধূমকেতুর লেজের মতো বাঁকানো।

কফির গুণ

বেশী বয়সে স্মৃতিভ্রম থেকে বাঁচতে মহিলাদের বেশী বেশী কফি খাওয়ার পরামর্শ দিয়েছেন ফরাসী গবেষকরা। গবেষকরা দৈনিক এক কাপ কফি সেবনকারী ও দৈনিক তিন কাপের বেশী কফি সেবনকারী ৬৫ বছর বা তদূর্ধ্ব বয়সী মহিলাদের উপর পরীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, যারা বেশী কফি পান করেছেন তাদের স্মৃতিশক্তি কম হ্রাস পেয়েছে। শুধু স্মৃতিশক্তিই নয়, উচ্চ রক্তচাপসহ বিভিন্ন রোগ নিরাময়েও কফির মূল উপাদান 'ক্যাফেইন' কার্যকর ভূমিকা রাখে বলে তারা অভিমত দেন। ফরাসী গবেষকরা চার বছর ধরে ৭ হাযার বয়স্ক মহিলার উপর সমীক্ষা চালিয়ে দেখেছেন, ক্যাফেইন সেবীদের স্মৃতিভ্রমের মাত্রা কম।

দূষিত মেঘের কারণে হিমবাহ দ্রুত গলছে

গ্রিন হাউস গ্যাসের প্রভাবে পরিবেশ যেভাবে উত্তপ্ত হচ্ছে, একইভাবে দূষিত বাদামী মেঘের কারণে দক্ষিণ এশিয়ারও উষ্ণতা বেড়ে যাচ্ছে। এতে হিমালয়ে হিমাবাহগুলো দ্রুত গলতে শুরু করেছে। এ কারণে গঙ্গা, ইয়াংসি ও সিন্ধু নদে পানি বেড়ে যাচ্ছে। জাতিসংঘ পরিবেশ কর্মসূচীর (ইউএনইপি) সহায়তায় পরিচালিত এক গ বেষণায় এ তথ্য বেরিয়ে এসেছে। গবেষণায় বলা হয়, এভাবে কয়েক দশক ধরে হিমবাহ দ্রুত গলতে থাকলে তা দক্ষিণ ও পূর্ব এশিয়ায় ভয়াবহ প্রভাব ফেলবে। গবেষকদের অন্যতম ভার্জিনিয়ার নাসা ল্যাংলি রিসার্চ সেন্টারের ডেভিড উইংকার বলেন, ভারতের বেশীর ভাগ নদীর উৎপত্তি হয়েছে হিমালয়ের হিমবাহ থেকেই। হিমবাহগুলো এভাবে দ্রুত গলে গেলে পরে দেশটি মারাত্মক অসুবিধায় পড়তে পারে।

হৃৎপিণ্ডের ছিদ্র

অনেক মানুষের হৃৎপিণ্ড নিখুঁত থাকে না। প্রতি চারজনের একজনের হৃৎপিণ্ডে বাল্বের মতো দেখতে একটা ছিদ্র থাকে। চিকিৎসা বিজ্ঞানের ভাষায় এর নাম প্যাটেন্ট ফোরামেন ওভেল (পিএফও)। অপারেশন করে গ্রাফট বসিয়ে এই ত্রুটি সারা গেলেও এতে আশপাশের টিস্যু ক্ষতিগ্রস্ত হওয়ার সম্ভাবনা থাকে। এ সমস্যা সমাধানের জন্য লন্ডনের রয়্যাল ব্রম্পটন হাসপাতালের চিকিৎসকরা বিকল্প ব্যবস্থা হিসাবে বায়ো-এবজরবেবল প্যাচ ব্যবহারের পরামর্শ দিচ্ছেন। সাধারণত এক মাসের মধ্যেই ছিদ্রটি সতেজ-স্বাভাবিক টিস্যুতে ভর্তি হয়ে যায়। তার আগ পর্যন্ত কৃত্রিম প্যাচটি প্লাগের মতো ছিদ্রটাকে ঢেকে রাখে। এই ছিদ্র দেহে সাধারণত কোন বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি না করলেও কোন কোন ব্যক্তির স্ট্রোক এবং মাইগ্রেনের জন্য দায়ী। অনেক সময় জোরে কাশির কারণে বুকে চাপ পড়ে। এতে হৃৎপিণ্ডের একটি ফ্ল্যাপ খুলে গিয়ে যেকোন দিকে রক্ত প্রবাহিত হয়। তখন রক্ত ফুসফুসের ফিল্টারিক সিস্টেম বাইপাস করে। তখন রক্তে কোন বর্জ্যকনা যেমন- ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জমাট ফ্লট প্রবাহিত হয়ে মস্তিষ্কেও চলে যেতে পারে। তখন স্ট্রোক হয়। তাই হৃৎপিণ্ডের সেই ছিদ্র পিএফও বন্ধ রাখা যরূরী।

ফুসফুসের জটিল রোগের ভ্যাকসিন উদ্ভাবন

বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের (বাকৃবি) স্বাস্থ্য ও জীবাণুবিদ্যা বিভাগের সহকারী অধ্যাপক ডঃ সুকুমার সাহা ফুসফুসের জটিল রোগ 'সিষ্টিক ফাইব্রোসিস' চিকিৎসার ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেছেন। জাপানের ইয়োকোহোমা সিটি ইউনিভার্সিটিতে দীর্ঘ তিন বছর গবেষণা শেষে তিনি এ ভ্যাকসিন উদ্ভাবন করেন। এক্ষেত্রে তাকে সহযোগিতা করেন ১৫ জন বিজ্ঞানী। সাধারণ শিশু ও বয়স্কদের 'সিষ্টিক ফাইব্রোসিস' রোগ হয়ে থাকে। এছাড়া যারা এইচআইভি ভাইরাসে আক্রান্ত অথবা অ্যাজমায় ভুগছেন, তারাও এ রোগে আক্রান্ত হ'তে পারেন। উচ্চমাত্রার এন্টিবায়োটিক প্রয়োগ করেও এ রোগ প্রতিরোধ করা সম্ভব হয় না। তবে ডঃ সুকুমার সাহা উদ্ভাবিত এ ভ্যাকসিনটি নির্দিষ্ট মাত্রায় প্রয়োগ করে 'সিষ্টিক ফাইব্রোসিস' প্রতিরোধ করা যাবে। জাপানের একটি ভ্যাকসিন উৎপাদন কোম্পানী এই ভ্যাকসিনের উপর প্যাটেন্ট করিয়ে নিয়েছে। ২০০৮ সালে ভ্যাকসিনটি বাজারে ছাড়া হবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি গঠন

রাজশাহী ১১ আগষ্ট শনিবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী নওদাপাড়ার শিক্ষক মিলনায়তনে 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ উপলক্ষ্যে এক আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মজলিসে আমেলা, শূরা, যেলা সভাপতি ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ সমন্বয়ে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় 'আন্দোলন'-এর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী তাঁর উদ্বোধনী ভাষণে দেশের ভয়াবহ বন্যা পরিস্থিতিতে বন্যার্তদের মাঝে দ্রুত ত্রাণ বিতরণের উপর গুরুত্বারোপ করেন এবং ত্রাণ কমিটি গঠনের আহ্বান জানান।

সভায় অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সভাপতি জনাব এ.এস.এম. আযীযুল্লাহ প্রমুখ। সভায় 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীনকে আহ্বায়ক ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সভাপতি এ.এস.এম. আযীযুল্লাহকে যুগ্ম-আহ্বায়ক করে ৩৫ সদস্য বিশিষ্ট 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণকমিটি' গঠন করা হয়। কমিটির অন্যান্য সদস্যগণ হ'লেন- অধ্যাপক মুহাম্মাদ সিরাজুল ইসলাম (কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক, আন্দোলন), মাওলানা গোলাম আযম (সমাজকল্যাণ সম্পাদক, আন্দোলন), মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (সহ-সভাপতি, যুবসংঘ), মুহাম্মাদ আবদুল ওয়াদূদ (সাধারণ সম্পাদক, যুবসংঘ), শিহাবুদ্দীন আহমাদ (সহ-পরিচালক, সোনামণি), আবুল কালাম আযাদ (রাজশাহী), মাওলানা আবদুল মান্নান (সাতক্ষীরা), মাওলানা আব্দুর রঊফ (বগুড়া), মাওলানা বেলালুদ্দীন (পাবনা), মাওলানা মুনীরুদ্দীন (খুলনা), মাওলানা আবদুল্লাহ (চাঁপাই নবাবগঞ্জ), মুহাম্মাদ তোফাযযল হোসাইন (কুমিল্লা), মুহাম্মাদ সোহরাব হোসাইন (পাবনা), মাওলানা কফীলুদ্দীন (গাযীপুর), মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান (নওগাঁ), মুহাম্মাদ আনিসুর রহমান তালুকদার (জয়পুরহাট), মুহাম্মাদ মুর্তাযা (সিরাজগঞ্জ), মাওলানা আবদুল আযীয (গাইবান্ধা), মুহাম্মাদ মফীযুল হক্ব (কুড়িগ্রাম), মাওলানা আবু তালহা (রংপুর), মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (লালমনিরহাট), মুহাম্মাদ খায়রুল আযাদ (নীলফামারী), মুহাম্মাদ তাসলীম সরকার (ঢাকা), মুহাম্মাদ মোশাররফ হোসাইন (ঢাকা), মাওলানা আবদুল ওয়াহ্হাব (দিনাজপুর), মাওলানা সিরাজুল ইসলাম (টাঙ্গাইল), মাওলানা বযলুর রহমান (জামালপুর), মুহাম্মাদ আবুল কালাম (সার্কুলেশন ম্যানেজার, আত-তাহরীক), মুহাম্মাদ ইয়াকূব হোসাইন (ঝিনাইদহ), মাওলানা গোলাম যিল কিবরিয়া (কুষ্টিয়া), মোফাক্ষার হোসাইন (পাবনা)।

জাতীয় ত্রাণ কমিটির বৈঠক অনুষ্ঠিত

রাজশাহী, ১৯ আগষ্ট রবিবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে ৫-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র উদ্যোগে আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী শিক্ষক মিলনায়তনে ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পর্কিত এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মাননীয় ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। উক্ত বৈঠকে অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন জাতীয় ত্রাণ কমিটির যুগ্ম -আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক মাওলানা মুহাম্মাদ নূরুল ইসলাম, 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, ত্রাণ কমিটির সদস্যবৃন্দ, 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতিবৃন্দ ও 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘের' কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দ।

বৈঠকে দেশের ভয়াবহ বন্যা কবলিত মানুষের সহযোগিতার জন্য মাননীয় প্রধান উপদেষ্টার ত্রাণ তহবিলে ৫০,০০০/= (পঞ্চাশ হাযার) টাকা প্রদান এবং সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, কুড়িগ্রাম, নীলফামারী, লালমনিরহাট, টাংগাইল ও জামালপুর যেলায় নগদ ১,০০,০০০/= (এক লক্ষ) টাকা, চাল, পুরাতন কাপড়, খাবার স্যালাইন ও পানি বিশুদ্ধকরণ ট্যাবলেট বিতরণের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। উল্লেখ্য, বৈঠকে যেলা সমূহ থেকে নগদ ৮২,৫০০/= (বিরাশি হাযার পাঁচশত) টাকা তাৎক্ষণিকভাবে আদায় হয়, যা দিয়ে দ্রুত ত্রাণ কার্যক্রম শুরু করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়।

বৈঠকে মাননীয় সভাপতি তাঁর বক্তব্যে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বস্তরের মানুষকে আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ তহবিলে দান করার উদাত্ত আহ্বান জানান এবং আগামী ৭ সেপ্টেম্বর'০৭ রোজ শুক্রবার অনুষ্ঠিতব্য ত্রাণ সংগ্রহ ও বিতরণ সম্পর্কিত বৈঠকের দিন 'আন্দোলন'-এর যেলা সভাপতিগণের মাধ্যমে সংগৃহীত টাকা-পয়সা কেন্দ্রে প্রেরণের জন্য বিশেষভাবে অনুরোধ জানান।

বন্যা কবলিত যেলা সমূহে 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণকমিটি'র উদ্যোগে ত্রাণ বিতরণ শুরু

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গঠিত 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণকমিটি' প্রাথমিকভাবে দেশের বন্যা কবলিত যেলা সমূহের মধ্যে সিরাজগঞ্জ, বগুড়া, গাইবান্ধা, নীলফামারী, কুড়িগ্রাম, লালমনিরহাট, জামালপুর ও টাংগাইল যেলায় ত্রাণ বিতরণ শুরু করেছে এবং ইতিমধ্যে নিম্নোক্ত যেলা সমূহের ৫২০টি পরিবারের মধ্যে মাথাপিছু নগদ ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা ও ২½ কেজি চাউল বিতরণ সম্পন্ন করেছে।

সিরাজগঞ্জ ২৪ ও ২৫শে আগষ্ট রোজ শুক্রবার ও শনিবারঃ সিরাজগঞ্জ যেলার বন্যাদূর্গত কামারখন্দ, কাজিপুর ও উল্লাপাড়া তিনটি উপযেলার ২৫০টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র আহ্বায়ক ও

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, আহলেহাদীছ যুবসংঘের কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা মুর্তাযা, যেলা 'যুবসংঘে'র সভাপতি মাওলানা কাজী আব্দুল মতীন প্রমুখ।

সারিয়াকান্দী, বগুড়া, ২৬ আগষ্ট রবিবারঃ অদ্য বাদ আছর 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে বগুড়া যেলার সারিয়াকান্দী উপযেলাধীন দিঘলকান্দীর ১২০টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। ত্রাণ সামগ্রীর মধ্যে ছিল মাথাপিছু আড়াই কেজি চাউল ও নগদ ৫০/= (পঞ্চাশ) টাকা। ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটির আহ্বায়ক ও 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আব্দুর রউফ, যেলার ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক প্রফেসর মুহাম্মাদ শাহিদুর রহমান লিখন, প্রচার সম্পাদক মুহাম্মাদ মাইনুদ্দীন, জয়পুরহাট যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি মুহাম্মাদ আনিছুর রহমান তালুকদার, যেলা যুবসংঘের সভাপতি মাওলানা আব্দুল সালাম, সাধারণ সম্পাদক ডাঃ আবুবকর ছিদ্দীক প্রমুখ।

সাঘাটা, গাইবান্ধা ২৭ আগষ্ট সোমবারঃ অদ্য সকাল ১১-টায় 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর উদ্যোগে গাইবান্ধা যেলার সাঘাটা থানার ১৫০টি পরিবারের মধ্যে ত্রাণ বিতরণ করেছে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'। ত্রাণসামগ্রীর মধ্যে ছিল মাথাপিছু ২$^{১}/_{২}$ (আড়াই) কেজি চাউল ও নগদ ৫০/- (পঞ্চাশ) টাকা।

ত্রাণ বিতরণ কর্মসূচীতে নেতৃত্ব দেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী। অন্যান্যের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র আহ্বায়ক ও 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, বগুড়া যেলা 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক, গাইবান্ধা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা আহসান আলী, সহ-সভাপতি মাওলানা আব্দুল আযীয প্রমুখ।

তাবলীগী সভা

পাবনা, ২০ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ যেলার খয়েরসুতী কেন্দ্রীয় আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদের পেশ ইমাম মাওলানা বেলালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন যেলা 'আন্দোলন'-এর প্রচার সম্পাদক মাওলানা বেলাল হোসাইন, যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ ছফিউল্লাহ প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ ইত্তেবা ব্যাতীত উম্মতে মুহাম্মাদীর মুক্তির বিকল্প কোন পথ নেই। তাই তিনি সবাইকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পূর্ণাঙ্গ আনুগত্য ও তাঁর আদর্শে জীবন গড়ার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

পাবনা, ২০ জুলাই শুক্রবারঃ অদ্য বাদ জুম'আ ব্রজনাথপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র মসজিদ কমিটির সদস্য জনাব মুহাম্মাদ মিনহাজুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ। তিনি বলেন, সর্বাবস্থায় সুন্নাতের পাবন্দ থাকতে হবে এবং কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী ব্যক্তি, পরিবার ও সমাজ গড়ার লক্ষ্যে মুসলিম সমাজে দাওয়াত অব্যাহত রাখতে হবে। দাওয়াত ও তাবলীগ ব্যতীত দ্বীনের সঠিক বাস্তবায়ন অসম্ভব। তাই তিনি সবাইকে দ্বীনের দাওয়াতে আত্মনিয়োগ করার প্রতি উদাত্ত আহ্বান জানান।

যুবসংঘ

চণ্ডিপুর, যশোর ১১ আগষ্ট শনিবারঃ অদ্য বাদ আছর চণ্ডিপুর আহলেহাদীছ জামে মসজিদে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ' চণ্ডিপুর শাখার উদ্যোগে এক তাবলীগী সভা অনুষ্ঠিত হয়। অত্র শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি জনাব জালালুদ্দীনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত তাবলীগী সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্য পেশ করেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক মুহাম্মাদ আকবার হোসাইন। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন, যেলা 'আন্দোলন'-এর সাধারণ সম্পাদক মাওলানা বযলুর রশীদ ও যেলা 'যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ যিল্লুর রহমান প্রমুখ। প্রধান অতিথি তাঁর বক্তব্যে বলেন, মিরাজুন্নবী উপলক্ষ্যে কোন বিশেষ দিবস পালন নয়; বরং মিরাজুন্নবী (ছাঃ) থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা দরকার। যারা রাষ্ট্রীয় গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছেন, তারা বাংলাদেশ ও বর্হিবিশ্বের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় থেকে উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণ করেছেন। তারপরও তাদের অনেকে আজ এক-একজন শীর্ষ দুর্নীতিবাজ। এর কারণ তাদের মধ্যে নৈতিক শিক্ষা নেই। তাই আমাদেরকে নৈতিক শিক্ষা অর্জন করতে হবে। তিনি আরও বলেন, দেশে ভয়াবহ বন্যা বিরাজমান। এটা আমাদেরই কৃত পাপের ফল। অতএব তওবা করে ইসলামের পথে ফিরে আসতে হবে এবং বন্যার্তদের জন্য সাহায্যের হাত সম্প্রসারিত করতে হবে। অনুষ্ঠানে আন্দোলন, যুবসংঘ ও সোনামণি সংগঠনের শিশু-কিশোররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগদান করে। উপস্থিত সকলে মুহতারাম আমীরে জামা'আতের মুক্তির জন্য আল্লাহর কাছে দো'আ করেন। অনুষ্ঠানে কুরআন তেলাওয়াত করেন অত্র মসজিদের ইমাম মাওলানা আব্দুর রহমান।

বংশাল, ঢাকা, ১৭ আগষ্ট শুক্রবারঃ অদ্য বাদ আছর 'বন্যার্তদের জন্য ত্রাণ সামগ্রী সংগ্রহ ও বিতরণের প্রয়োজনীয়তা' শীর্ষক এক আলোচনা সভা ঢাকা যেলা আহলেহাদীছ যুবসংঘ কার্যালয়

মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয়। জনাব মুহাম্মাদ রফীকুল ইসলাম-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত আলোচনা সভায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর নায়েবে আমীর ও 'আহলেহাদীছ জাতীয় ত্রাণ কমিটি'র আহ্বায়ক ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। বিশেষ অতিথি ছিলেন 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘে'র কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি ইঞ্জিনিয়ার ইলিয়াস হোসাইন ও ঢাকা যেলা 'যুবসংঘে'র সাধারণ সম্পাদক মাওলানা নূরুল আলম প্রমুখ। অনুষ্ঠানে অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য রাখেন মুহাম্মাদ আব্দুল্লাহ, জনাব জিল্লুর রহমান, জনাব হাফিযুল ইসলাম প্রমুখ। অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন জনাব আবুল কালাম আযাদ।

দরসে বুখারী উদ্বোধন

নওদাপাড়া, রাজশাহী ১৯ আগষ্ট রবিবারঃ অদ্য সকাল সাড়ে দশটায় নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে 'ধাল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র 'দাওরায়ে হাদীছ' বিভাগের দরসে বুখারী উদ্বোধন করা হয়। 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন, সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক মাওলানা এস.এম. আব্দুল লতীফ, সমাজকল্যাণ সম্পাদক মাওলানা গোলাম আযম, দফতর সম্পাদক বাহারুল ইসলাম, 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সাধারণ সম্পাদক আব্দুল ওয়াদূদ, সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলাম, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম প্রমুখ। এছাড়া 'আন্দোলন'-এর বিভিন্ন যেলার সভাপতিবৃন্দ ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষকমণ্ডলী উপস্থিত ছিলেন। অনুষ্ঠানে বুখারীর দরস প্রদান করেন 'আন্দোলন'-এর ভারপ্রাপ্ত আমীর ও নওদাপাড়া মাদরাসার অধ্যক্ষ শায়খ আব্দুছ ছামাদ সালাফী এবং 'আন্দোলন'-এর নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন। তাঁরা এ দরস অব্যাহত রাখার উপর সবিশেষ গুরুত্ব আরোপ করেন। দরসে বুখারীর গুরুত্ব সম্পর্কে অন্যান্যদের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন 'আহলেহাদীছ জাতীয় ওলামা পরিষদ'-এর আহ্বায়ক ও নওদাপাড়া মাদরাসার মুহাদ্দিছ মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও নওদাপাড়া মাদরাসার শিক্ষক আব্দুর রাযযাক সালাফী প্রমুখ।

পুরস্কার বিতরণীঃ উক্ত অনুষ্ঠানে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর পক্ষ থেকে 'বাংলাদেশ আহলেহাদীছ যুবসংঘ'-এর সহ-সভাপতি জনাব মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম (ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়) ও 'সোনামণি'র কেন্দ্রীয় সহ-পরিচালক শিহাবুদ্দীন আহমাদ (আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়)-কে বি.এ (অনার্স) ও এম. এ-তে প্রথম শ্রেণীতে উত্তীর্ণ হওয়ার জন্য এবং 'যুবসংঘ'-এর কেন্দ্রীয় সাধারণ সম্পাদক জনাব মুহাম্মাদ আব্দুল ওয়াদূদকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের গণযোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগ পরিচালিত এক বৎসর মেয়াদী ডিপ্লোমা কোর্স 'পিজিডি ইন সিভিক জার্নালিজমে' দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম ও 'যুবসংঘ'-এর সাহিত্য ও পাঠাগার সম্পাদক নূরুল ইসলামকে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবী বিভাগে বি.এ (অনার্স)-এ প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হওয়ার জন্য পুরস্কৃত করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেন 'আন্দোলন'-এর মুহতারাম ভারপ্রাপ্ত আমীর শায়খ আবদুছ ছামাদ সালাফী, নায়েবে আমীর ডঃ মুহাম্মাদ মুছলেহুদ্দীন ও সাধারণ সম্পাদক অধ্যাপক নূরুল ইসলাম।

আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাতের জন্য সুদূর সাতক্ষীরা থেকে তিন বৃদ্ধের সাইকেল যোগে বগুড়া আগমন

সুদূর সাতক্ষীরা থেকে সাইকেলে চড়ে বগুড়া কারাগারে এসে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর মুহতারাম আমীর প্রফেসর ডঃ মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব-এর সাথে সাক্ষাৎ করেছেন মুহাম্মাদ ইসহাক আলী (৫১), মুহাম্মাদ ইদ্রীস আলী (৪৯) ও .... । গত ২ আগস্ট বৃহস্পতিবার সকাল ৬-টায় সাতক্ষীরার কলারোয়া উপযেলা থেকে রওয়ানা হয়ে একটানা ১৩ ঘন্টা সাইকেল চালিয়ে বিকাল সোয়া ৪-টায় পাবনার দাসুড়িয়ায় পৌঁছে সেখানে তারা রাত্রি যাপন করেন। পরদিন সেখান থেকে বগুড়া শহরে পৌঁছেন। সেখান থেকে তারা আল-মারকাযুল ইসলামী নশিপুরে এসে ২ দিন ২ রাত অবস্থানের পর ৬ আগষ্ট বগুড়ায় আমীরে জামা'আতের সাথে সাক্ষাৎ শেষে ৭ আগষ্ট সাতক্ষীরায় ফিরে যান।

বাগেরহাট যেলা সভাপতি জনাব ইসরাফীল হোসাইনের ইন্তিকাল

'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ও কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরার সদস্য জনাব মুহাম্মাদ ইসরাফীল হোসাইন গত ১ আগষ্ট খুলনা মহানগরীস্থ সন্ধানী ক্লিনিকে সকাল ১০টা ৩০ মিনিটে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেন (ইন্না লিল্লা-হি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিঊন)। তিনি কিছুদিন যাবৎ ডায়াবেটিস ও হার্টের অসুখে ভুগছিলেন। মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, তিন পুত্র ও এক মেয়ে রেখে গেছেন। খুলনা মহানগরীর গোবরচাকাস্থ মুহাম্মাদীয়া আহলেহাদীছ জামে মসজিদে বাদ এশা জানায ছালাত অনুষ্ঠিত হয়। তাঁর অছিয়ত অনুযায়ী খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম জানাযার ছালাত পড়ান। 'আন্দোলন'-এর অর্থ সম্পাদক জনাব গোলাম মোক্তাদির বাবু, বাগেরহাট যেলা 'যুবসংঘ'-এর সভাপতি মাওলানা যুবায়ের আহমাদ, খুলনা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা মুনীরুদ্দীন সহ বিপুল সংখ্যক মুসলিম তাঁর জানাযায় শরীক হন। নগরীর বসুপাড়া কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হয়।

জনাব ইসরাফীল হোসাইন 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর প্রতিষ্ঠাকাল হ'তে খুলনা-বাগেরহাট সাংগঠনিক যেলার সভাপতি ছিলেন। তিনি সংগঠনের একজন নিবেদিতপ্রাণ ও ত্যাগী কর্মী ছিলেন। আন্দোলনপ্রিয় একজন ব্যক্তিত্ব হিসাবে তিনি জীবদ্দশায় তাঁর নিজ এলাকায় বিরোধীদের বিভিন্ন ষড়যন্ত্রের শিকার হয়েছেন। আহলেহাদীছ আন্দোলনকে বেগবান করার জন্য তিনি আজীবন নিরলস পরিশ্রম করে গেছেন। বাগেরহাটের চিতলমারী আহলেহাদীছ জামে মসজিদ প্রতিষ্ঠায় তাঁর অপরিসীম ত্যাগ স্বীকার এলাকাবাসী চিরকাল স্মরণ রাখবে।

[আমরা তাঁর শোকসন্তপ্ত পরিবারের প্রতি গভীর সমবেদনা জ্ঞাপন করছি ও তাঁর রূহের মাগফিরাতের জন্য আল্লাহর দরবারে আন্তরিক দো'আ করছি।-সম্পাদক]

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্নঃ (১/৪২১)ঃ 'ছালাতুত তাসবীহ' আদায় করা যাবে কি? ছহীহ দলীল ভিত্তিক উত্তর জানিয়ে বাধিত করবেন।

-মেছবাহুল ইসলাম
বিরামপুর, দিনাজপুর।

উত্তরঃ 'ছালাতুত তাসবীহ' সম্পর্কে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত এ সম্পর্কিত হাদীছকে কেউ 'মুরসাল' কেউ 'মওকূফ' কেউ 'যঈফ' আবার অনেকে জাল বলেছেন। যদিও শায়খ আলবানী (রহঃ) উক্ত হাদীছের যঈফ সূত্র সমূহ পরস্পরকে শক্তিশালী করে বলে তাকে তিনি স্বীয় ছহীহ আবুদাঊদে (হা/১১৫২) সংকলন করেছেন এবং ইবনু হাজার আসক্বালানী 'হাসান' স্তরে উন্নীত বলেছেন। তবুও এরূপ বিতর্কিত সন্দেহযুক্ত ও দুর্বল ভিত্তির উপরে কোন ইবাদত বিশেষ করে ছালাত প্রতিষ্ঠা করা যায় না *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩৮)*। শায়খ উছায়মীন (রহঃ) বলেন, 'আহলে ইলমদের সর্বাধিক গ্রহণযোগ্য মত হ'ল, উক্ত বিষয়ে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ। এর দ্বারা দলীল সাব্যস্ত হয় না। শায়খুল ইসলাম ইমাম ইবনে তায়মিয়া (রহঃ)ও অনুরূপ বলেছেন। তিনি আরও বলেছেন, নিশ্চয়ই এ সম্পর্কিত হাদীছগুলি বাতিল' *(ফাতাওয়া উছাইমীন ১৪/৩২৩)*। সঊদী আরবের সর্বোচ্চ ওলামা পরিষদ যার প্রধান শায়খ আব্দুল্লাহ বিন বায। উক্ত পরিষদ এ সম্পর্কে প্রশ্নোত্তরে বলেন, صلاة التسبيح بدعة وحديثها ليس بثابت بل هو منكر ذكره بعض أهل العلم فى الموضوعات، অর্থাৎ 'ছালাতুত তাসবীহ বিদ'আত। তার সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছ গ্রহণযোগ্য নয়। বরং ছহীহ হাদীছের বিরোধী। কতিপয় মুহাদ্দিছ উক্ত হাদীছকে জাল হাদীছের গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন' *(ফাতাওয়া হাইয়াতি কিবারিল ওলামা, ১/১৯৭ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (২/৪২২)ঃ শুক্রবারে বিভিন্ন মসজিদে মুছল্লীদেরকে খাওয়ানোর জন্য অনেকে ফিরনী, বাতাসা, চিনি ইত্যাদি নিয়ে আসে। এগুলি দেয়া কি জায়েয? এগুলি খাওয়ার হক্বদার কারা?

- জাহাঙ্গীর আলম
কাঞ্চন, রূপগঞ্জ, নারায়ণগঞ্জ।

উত্তরঃ উক্ত জিনিষগুলি যাকাতের মাল বা ফরয ছাদাক্বা হ'লে তা মুছল্লীরা খেতে পারবে না। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যারা উপার্জন করে খেতে পারে তাদের জন্য ছাদাক্বা খাওয়া জায়েয নয়' *(আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত, হা/১৮৩২; ছহীহ আবুদাঊদ হা/১৬৩৩)*। তবে স্রেফ মুছল্লীগণকে খাওয়ানোর উদ্দেশ্যে কেউ হাদিয়া স্বরূপ প্রদান করলে তা খেতে পারবে' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮২৪)*।

প্রশ্নঃ (৩/৪২৩)ঃ যদি কোন ব্যক্তি অনুভব করে যে, তার বায়ু নির্গত হয়েছে। কিন্তু আওয়াজও হয়নি বা গন্ধও পায়নি, তখন সে কি করবে?

- এইচ,এম হাবীবুল্লাহ আল-কাছেম
ভায়েদ টাউন মসজিদ, বাহরাইন।

উত্তরঃ শব্দ বা গন্ধ না পেলেও যদি বায়ু নির্গত হওয়ার ব্যাপারে সে নিশ্চিত হয় তাহ'লে পুনরায় তাকে ওযূ করতে হবে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩০৬; ফিক্বহুস সুন্নাহ ১ম খণ্ড, পৃঃ ৪২)*।

প্রশ্নঃ (৪/৪২৪)ঃ মাসবূককে ইমাম করে ছালাত আদায় করা যাবে কি?

- যিয়াউর রহমান
পাতাড়ী, সাপাহার, নওগাঁ।

উত্তরঃ মসজিদে প্রবেশ করে যদি কেউ দেখে যে, মুছল্লীগণ ছালাত আদায় করে নিয়েছে এবং মাসবূক তার বাকী ছালাত পূরণ করছে, তখন সে জামা'আতের নেকীর প্রত্যাশায় মাসবূককে ইমাম করতে পারে। অনুরূপ কাউকে একাকী ছালাত আদায় করতে দেখলে জামা'আতের নেকীর আশায় তাকেও ইমাম হিসাবে গ্রহণ করা যায়। একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছালাত শেষ হওয়ার পর এক ব্যক্তিকে মসজিদে প্রবেশ করতে দেখে বললেন, কেউ আছে কি যে এই লোকটিকে ছাদাক্বা করবে? অর্থাৎ তার সাথে ছালাত আদায় করবে। অতঃপর একজন দাঁড়াল এবং তার সাথে ছালাত আদায় করল *(তিরমিযী, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১৪৬, সনদ ছহীহ)*। এখানে ছালাত আদায় করা ব্যক্তিকে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার সাথী করে দিলেন এবং জামা'আতের নেকীর উপর উদ্বুদ্ধ করলেন। শায়খ বিন বায (রহঃ)-কে এ বিষয়ে জিজ্ঞেস করা হ'লে তিনি মাসবূককে ইমাম করা যাবে বলে ফৎওয়া প্রদান করেন এবং দলীল হিসাবে উক্ত হাদীছটি পেশ করেন *(ফাতাওয়া হাইয়াতি কিবারিল ওলামা, ১ম খণ্ড, পৃঃ ১০৮)*।

তবে উক্ত অবস্থায় একাকীও ছালাত আদায় করতে পারে *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৫/১৭৩ পৃঃ)*। আর যদি একাধিক মুছল্লী হয় তাহ'লে পৃথক জামা'আত করে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১০৫২)*।

প্রশ্নঃ (৫/৪২৫)ঃ জুম'আর খুৎবা চলা অবস্থায় খত্বীব মসজিদের উন্নয়নের জন্য কালেকশন করাতে পারে কি?

- মুহসিন আকন্দ
১৩৮ মাজেদ সরদার রোড, ঢাকা-১১০০।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবায় দান-খয়রাতের ব্যাপারে মানুষকে উৎসাহ প্রদান করা যায়। কিন্তু খুৎবা অবস্থায় দান আদায় করা যাবে না। কেননা জুম'আর খুৎবা প্রদান ও শ্রবণ দু'টিই গুরুত্বপূর্ণ সুন্নাত। তবে ছালাত শেষে দান আদায় করার প্রমাণ পাওয়া যায়। জারীর ইবনু আব্দুল্লাহ বাজালী (রাঃ) বলেন, একদা দিনের প্রথম ভাগে আমরা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর কাছে ছিলাম। এমতাবস্থায় তাঁর কাছে মুযার গোত্রের একদল লোক আসল। তাদের মধ্যে অনাহারের চিহ্ন দেখে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা বিবর্ণ হয়ে গেল এবং তিনি ঘরে প্রবেশ করলেন। অতঃপর বের হয়ে এসে বেলাল (রাঃ)-কে আযান এবং ইক্বামত দিতে বললেন। বেলাল (রাঃ) আযান এবং ইক্বামত দিলে তিনি সকলকে নিয়ে যোহরের ছালাত আদায় করলেন। ... অতঃপর তিনি তাঁর বক্তব্যে মানুষকে দীনার, দিরহাম এবং অন্যান্য বস্তু হ'তে দান করতে বললেন। তখন তারা দান করতে লাগল। ... এমনকি আমি দেখলাম অন্ন ও বস্ত্রের দু'টি স্তূপ জমে গেছে এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চেহারা খুশীতে চকচক করছে, যেন উহা স্বর্ণে মণ্ডিত... *(মুসলিম, মিশকাত হা/২১০ 'ইলম' অধ্যায়)*।

প্রশ্নঃ (৬/৪২৬)ঃ চাচার শ্যালিকাকে বিবাহ করা যাবে কি-না জানিয়ে বাধিত করবেন।

- রানা হামীদ
বেলঘরিয়া, বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পবিত্র কুরআনের সূরা নিসার ২৩ নং আয়াতে যে সকল মহিলাকে বিবাহ করা হারাম করা হয়েছে চাচার শ্যালিকা তাদের অন্তর্ভুক্ত নয় *(নিসা ২৩)*। সুতরাং তাকে বিবাহ করাতে শারঈ কোন বাধা নেই।

প্রশ্নঃ (৭/৪২৭)ঃ আমি বাসের হেলপার। ছালাত আদায় করার সুযোগ পাই না। আমার করণীয় কি? জান্নাত পাওয়ার আশায় চাকুরী ছেড়ে দেব, না পেটের দায়ে জান্নাত হারাব?

- এনামুল হক্ব
বগুড়া।

উত্তরঃ ছালাত পরিত্যাগ করা কুফরীর অন্তর্ভুক্ত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের এবং কাফেরদের মাঝে অঙ্গীকার হ'ল ছালাত। যে ব্যক্তি ছালাত পরিত্যাগ করল সে কুফরী করল *(আহমাদ, তিরমিযী, নাসাঈ, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/৫৭৪ 'ছালাত' অধ্যায়)*। সুতরাং ছালাত ত্যাগ করে জান্নাতের আশা করা যায় না। তাই ছালাতের সময় হয়ে গেলে ছালাত আদায় করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) অন্য হাদীছে বলেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতকে সংরক্ষণ করবে ক্বিয়ামতের দিন উহা তার জন্য আলোকবর্তিকা, দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে। আর যে ব্যক্তি উহাকে সংরক্ষণ করবে না তার জন্য উহা আলোকবর্তিকা, দলীল এবং নাজাতের কারণ হবে না। বরং ক্বিয়ামতের দিন সে ক্বারূন, ফেরাউন, হামান এবং উবাই ইবনে খালফের সাথে থাকবে *(আহমাদ, দারেমী, বায়হাক্বী শু'আবিল ঈমান, মিশকাত হা/৫৭৮ সনদ জাইয়িদ, হেদায়াতুর রুওয়াত হা/৫৫০, 'ছালাত' অধ্যায়)*।

উল্লেখ্য, ছালাত আদায়ের কোনরূপ সুযোগ না থাকলে প্রয়োজনে উক্ত কর্ম পরিবর্তন করতে হবে। তবুও ছালাত পরিত্যাগ করা যাবে না।

প্রশ্নঃ (৮/৪২৮)ঃ আবু উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল যে, আল্লাহ্‌র নিকট কোন্ দো'আ সর্বাপেক্ষা বেশী গ্রহণীয়? তিনি জবাবে বলেছিলেন, শেষ রাতের দো'আ এবং ফরয ছালাতের পরের দো'আ। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ? ফরয ছালাতের পরবর্তী দো'আ দ্বারা কি বুঝানো হয়েছে?

- মুহাম্মাদ নাছিরুদ্দীন
বাউসা হেদাতীপাড়া
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উল্লিখিত হাদীছটির সনদ হাসান *(তিরমিযী, মিশকাত হা/১২৩১)*। উক্ত হাদীছে ছালাত শেষের দো'আ বলতে সালাম ফিরানোর পরের তাসবীহ-তাহলীল, যিকির-আযকার ও বিভিন্ন দো'আ পড়া বুঝানো হয়েছে। অবশ্য অনেক মুহাদ্দিছ ওলামায়ে কেরাম তাশাহহুদের পর সালাম ফিরানোর পূর্বে দো'আ পড়ার কথা বলেছেন। প্রচলিত পদ্ধতিতে ইমাম-মুক্তাদী সম্মিলিতভাবে মোনাজাত বুঝানো হয়নি। শরী'আতে উক্ত পদ্ধতির কোন ভিত্তি নেই। উল্লেখ্য, হাদীছে শেষ রাতের কথা বলা হ'লেও সেদিকে মোটেও লক্ষ্য নেই। স্রেফ একটু সময় কথিত আনুষ্ঠানিকতা পালনের জন্য টার্গেট শুধু ছালাতের পরের দিকে। অথচ হাদীছে শেষ রাতের কথা আগে বলা হয়েছে। এছাড়া ফরয ছালাতের পরে যে সমস্ত তাসবীহ, তাহলীল, তাহমীদ ও অনেকগুলি দো'আ পড়ার কথা বর্ণিত হয়েছে সেগুলির প্রতিও কোন ভ্রুক্ষেপ নেই।

প্রশ্নঃ (৯/৪২৯)ঃ পৃথিবী সৃষ্টি করতে ৬ দিন সময় লেগেছে। কিন্তু আল্লাহ তো আরো দ্রুত করতে পারতেন। ৬ দিন সময় লাগার কারণ কি?

- আব্দুল হাদী
চকউলি, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা 'কুন' (كن) শব্দ দ্বারা মুহূর্তের মধ্যে সমগ্র পৃথিবী সৃষ্টি করতে পারতেন *(ইয়াসীন ৮২)*। কিন্তু তিনি যে কেন ৬ দিনে সৃষ্টি করেছেন তার হিকমত তিনিই

সর্বাধিক অবগত আছেন। তবে কোন কোন মুফাসসির বলেছেন, এর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলা তার বান্দাদেরকে ধীর-স্থীরতা শিক্ষা দিয়েছেন *(মাওলানা জুনাগাড়ী, আল-কুরআনুল কারীম, উর্দূ অনুবাদ ও তাফসীরঃ (সূরা আ'রাফ ৫৪)*।

প্রশ্নঃ (১০/৪৩০)ঃ কোন ডাক্তার সরকারী ঔষধ জনগণকে না দিয়ে নিজে আত্মসাৎ করলে তার পরিণতি কি হবে? এছাড়া খুনের আসামীকে টাকার বিনিময়ে সার্টিফিকেট দিয়ে বাঁচিয়ে দিলে পরকালে তার কি অবস্থা হবে?

- সৈয়দ ফয়েয
ধামতি, মীরবাড়ী, দেবিদ্বার, কুমিল্লা।

উত্তরঃ সরকারী সম্পদ আত্মসাৎ করা আমানতের খেয়ানত করার শামিল। মহান আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের মাল ভক্ষণ করো না' *(নিসা ২৯)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যার আমানতদারী নেই তার ঈমান নেই' *(বায়হাক্বী, মিশকাত হা/৩৫, সনদ হাসান, 'ঈমান' অধ্যায়)*। অন্যত্র তিনি বলেন, 'আত্মসাৎকারীর পরিণাম জাহান্নাম' *(বুখারী, মসলিম, মিশকাত হা/৩৯৯৭)*।

টাকার বিনিময়ে খুনের আসামীকে সার্টিফিকেট দিয়ে বাঁচিয়ে দেওয়া মিথ্যা সাক্ষী দেওয়ার শামিল। যা কাবীরা গুনাহর অন্তর্ভুক্ত। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'কাবীরা গুনাহ হ'ল, আল্লাহ্‌র সাথে শিরক করা, পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা, অন্যায়ভাবে কাউকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা। অন্য বর্ণনায় আছে, মিথ্যা সাক্ষ্য দান করা' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫০ ও ৫১ 'কাবীরা গুনাহ ও মুনাফিকের আলামত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, মিথ্যা সাক্ষীর পরিণাম জাহান্নাম *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৭৬০)*।

প্রশ্নঃ (১১/৪৩১)ঃ জনৈক মুফতী বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবী, তাবেঈন, তাবে-তাবেঈন এবং চার ইমাম দু'ভাবেই ছালাত পড়েছেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো তাঁর বাম হাত ডান হাতের উপরে রেখে বুকের উপরে বাঁধতেন আবার কখনো কব্জির সাথে কব্জি মুষ্ঠিবদ্ধ করে নাভির উপরও বাঁধতেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ আবুল হোসাইন মিয়া
ইউসিবিএল, মতিঝিল, ঢাকা।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। একজন মুসলিম ব্যক্তির কর্তব্য হ'ল সে কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী নিজের সার্বিক জীবন পরিচালনা করবে। আর অন্য সবকিছু বর্জন করবে। বুকের উপর হাত বাঁধা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলি ছহীহ। পক্ষান্তরে নাভীর নীচে বা নাভী বরাবর হাত বাঁধা সম্পর্কে বর্ণিত হাদীছগুলি যঈফ। ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সাথে ছালাত আদায় করলাম। তখন দেখলাম তিনি তাঁর বাম হাতের উপরে ডান হাত স্বীয় বুকের উপরে রাখলেন *(ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/৪৭৯)*। ইমাম শাওকানী (রহঃ) বলেন, হাত বাঁধা বিষয়ে ছহীহ ইবনু খুযায়মাতে ওয়ায়েল বিন হুজর (রাঃ) বর্ণিত হাদীছের চাইতে বিশুদ্ধতম আর কোন হাদীছ নেই *(নায়লুল আওত্বার ৩/২৫)*। জানা আবশ্যক যে, বাম হাতের উপরে ডান হাত রেখে বুকের উপর বাধা সম্পর্কে ১৮জন ছাহাবী ও ২ জন তাবেঈ থেকে মোট ২০টি হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। ইবনু আব্দিল বার্র বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) থেকে এর বিপরীত কিছু বর্ণিত হয়নি এবং এটাই জমহুর ছাহাবা ও তাবেঈনের অনুসৃত পদ্ধতি *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/১০৯)*।

নাভীর নীচে হাত বাঁধা সম্পর্কে আবুদাঊদ, মুছান্নাফ ইবনু আবী শায়বাহসহ অন্যান্য কতিপয় গ্রন্থে চারজন ছাহাবী ও দু'জন তাবেঈ থেকে যে চারটি হাদীছ ও দু'টি আছার বর্ণিত হয়েছে, সেগুলি সম্পর্কে মুহাদ্দিছগণের বক্তব্য হ'ল- لا يصلح واحد منهما للاستدلال 'যঈফ হওয়ার কারণে এগুলির একটিও দলীল হিসাবে গ্রহণযোগ্য নয়' *(মির'আতুল মাফাতীহ ১/৫৫৭-৫৮; তুহফাতুল আহওয়াযী ২/৮৯; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৪৮)*।

অতএব উভয়টি সঠিক এরূপ ধারণা পোষণ করা ঠিক নয়। বরং সর্বদা ছহীহ হাদীছ মোতাবেক আমল করতে হবে। ইমাম আবু হানিফা (রহঃ) বলেন, إذا صح الحديث فهو مذهبى 'যখন ছহীহ হাদীছ পাবে, জেনো সেটাই আমার মাযহাব' *(ইবনু আবেদীন, শামী হাশিয়া রাদ্দুল মুহতার ১/৬৭ পৃঃ; আব্দুল ওয়াহহাব শা'রানী, মীযানুল কুবরা ১/৩০ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (১২/৪৩২)ঃ একটি জমি সংলগ্ন কবরস্থান রয়েছে। জমির মালিক এই কবরস্থানটি কেটে সাধারণ জমি বানিয়েছে এবং ফসল ফলাচ্ছে। তার এই ফসল হালাল হবে কি?

- আবুল কাসেম
কোরপায়, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কবরে যতদিন লাশের কোন অংশ বাকী থাকবে, ততদিন তাকে সংরক্ষণ করতে হবে। সেখানে পুনরায় কবর দেওয়া যাবে না এবং ফসলও ফলানো যাবে না। আর যদি কবর নিশ্চিহ্ন হয়ে যায় তাহ'লে সেখানে পুনরায় দাফন করা যাবে এবং প্রয়োজনের তাগিদে জমির মালিক সাধারণ জমির ন্যায় সেখানে ফসল ফলাতেও পারবে। তবে অবশ্যই সাধারণ অজুহাতে কবরের সম্মান হানিকর কোন কিছু করা যাবে না *(ফিকহুস সুন্নাহ ১/৩০১; তালখীছ ৯১)*। উল্লেখ্য, ওয়াকফকৃত হ'লে কবরস্থানের উন্নয়নমূলক কাজে তা ব্যবহার করা যাবে *(ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২৬)*।

Contents

প্রশ্নঃ (১৩/৪৩৩)ঃ আমাদের এলাকায় মৃতকে দাফন করার পর কবরের উপর পানি ছিটিয়ে দেওয়া হয়। এটা কি শরী'আত সম্মত?

- লুৎফর রহমান
পশ্চিম দৌলতপুর, গাংগোপাড়া
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ মৃতকে দাফন করার পর কবরের উপরে পানি ছিটিয়ে দেওয়ার প্রমাণে কোন ছহীহ দলীল নেই। এ সম্পর্কে যা বর্ণিত হয়েছে তার সবই যঈফ ও মুনকার *(আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৭৫৫, ৩/২০৫-২০৬)*।

প্রশ্নঃ (১৪/৪৩৪)ঃ 'যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সম্মান করল সে ব্যক্তি ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল'। হাদীছটির ব্যাখ্যাসহ সনদ সম্পর্কে জানিয়ে বাধিত করবেন।

- লিয়াকত
সোনাবাড়িয়া, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ হাদীছটি বায়হাক্বীতে মুরসাল সনদে বর্ণিত হ'লেও অনেক সূত্রে মরফূ হিসাবেও বর্ণিত হয়েছে। সে কারণ হাদীছটি 'হাসান' পর্যায়ের *(আলবানী, মিশকাত হা/১৮৯, টীকা দ্রষ্টব্য, 'কিতাব ও সুন্নাহকে আঁকড়ে ধরা' অনুচ্ছেদ)*। এর ব্যাখ্যা হ'ল, ঘুষখোর, সূদখোর, চোর-ডাকাত, গুন্ডা-বদমায়েশ তাদের কাজগুলিকে তারা অন্যায় মনে করে থাকে। ফলে এক সময় অনুতপ্ত হয়ে তারা তওবা করে। কিন্তু বিদ'আতী তার বিদ'আতকে অন্যায় মনে করে না। বরং নেকীর কাজ মনে করে। সেজন্য সে তওবা থেকে দূরে থাকে এবং অন্যকে ঐ বিদ'আতী কাজে শরীক করে। তার ছেলে-মেয়ে বংশপরম্পরায় এমনকি তার প্রভাবিত সমাজও ঐ বিদ'আতে অভ্যস্ত হয়ে পড়ে। সুতরাং সে এভাবে মানুষকে পথভ্রষ্ট করার মাধ্যমে ইসলাম ধ্বংসে সহযোগিতা করে। আর যে ব্যক্তি তাকে সম্মান করল সেও ইসলাম ধ্বংসে সাহায্য করল। তাই একজন কাবীরা গোনাহগার ব্যক্তির চাইতে একজন বিদ'আতী ব্যক্তি ইসলামের জন্য বেশী ক্ষতিকর *(বিস্তারিত দ্রঃ মাসিক আত-তাহরীক, ২য় বর্ষ, ৮ম সংখ্যা, মে '৯৯)*।

প্রশ্নঃ (১৫/৪৩৫)ঃ শহীদ কত প্রকার ও কি কি?

- মুজাহিদুল ইসলাম
আত্রাই, নওগাঁ।

উত্তরঃ যারা আল্লাহ্র রাস্তায় কাফেরদের বিরুদ্ধে লড়াই করতে গিয়ে নিহত হয় তারা প্রকৃত শহীদ। এ প্রকার শহীদদের গোসল দেওয়া লাগে না এবং জানাযাও পড়তে হয় না *(বুখারী হা/১৩৪৩, 'শহীদদের প্রতি জানাযার ছালাত' অনুচ্ছেদ)*।

দ্বিতীয়তঃ সাত শ্রেণীর সাধারণ মানুষ শহীদের মর্যাদার অন্তর্ভুক্ত হবে বলে রাসূল (ছাঃ) ঘোষণা করেছেন। যেমন- (১) প্লেগ রোগে মারা যাওয়া ব্যক্তি (২) পানিতে ডুবে মৃত্যুবরণ করা (৩) পাঁজরে ঘা হয়ে ব্যাথার কারণে মৃত্যুবরণ করা (৪) পেটের পীড়ায় মৃত্যুবরণ করা (৫) আগুনে পুড়ে মারা যাওয়া (৬) দেওয়াল ধ্বসে পরে মারা যাওয়া এবং (৭) বাচ্চা প্রসবকালীন সময়ে মারা যাওয়া *(আহমাদ, আবুদাঊদ, নাসাঈ, সনদ ছহীহ, ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯০-৯১ পৃঃ)*।

তৃতীয়তঃ যুদ্ধের মাঠে বাহ্যিকভাবে শহীদ হ'লেও প্রকৃতপক্ষে তারা শহীদের পর্যায়ভুক্ত হবে না। যেমন গণীমতের মাল আত্মসাৎ এবং স্বেচ্ছায় আত্মহত্যার ন্যায় যুদ্ধের ময়দানে নিহত হওয়া *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ৩/৯০-৯১)*।

প্রশ্নঃ (১৬/৪৩৬)ঃ রাসূল মোট কতজন? জনৈক মাওলানা বললেন, যাঁদের উপরে কিতাব নাযিল হয়েছে শুধু তাঁরাই রাসূল। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- আকরাম
বনবেলঘরিয়া, বাইপাস মোড়, নাটোর।

উত্তরঃ রাসূলগণের সংখ্যা সর্বমোট ৩১৫ জন। আবু উমামা হ'তে বর্ণিত, আবুযার (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বললাম, হে আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)! নবীদের সংখ্যা কত? তিনি বললেন এক লক্ষ চব্বিশ হাযার। তন্মধ্যে রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৫ জন *(আহমাদ, মিশকাত, হা/৫৭৩৭, 'সৃষ্টির সূচনা' অধ্যায়, সনদ ছহীহ)*। তবে কোন কোন বর্ণনায় রাসূলগণের সংখ্যা ৩১৩ জন বলেও উল্লেখিত হয়েছে *(তাহক্বীক্ব তাফসীর ইবনে কাছীর, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৩৭৪, সূরা নিসা ১৬৪ নং আয়াতের ব্যাখ্যা)*। যাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ হয়েছে শুধু তাঁরাই রাসূল মর্মে মাওলানা যে কথা বলেছেন তা সঠিক।

প্রশ্নঃ (১৭/৪৩৭)ঃ কোন ব্যক্তি মাদরাসা বা মসজিদে কিছু দান করল। অতঃপর সেটি যদি ডাকের মাধ্যমে অধিক মূল্যে কেউ ক্রয় করে নেয় তাহ'লে তার ছওয়াব দানকারী ব্যক্তি এককভাবে পাবে নাকি ক্রেতাও পাবে?

- আলহাজ্জ ছিয়ামুদ্দীন মাষ্টার
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

উত্তরঃ উভয় ব্যক্তিই ছওয়াবের অধিকারী হবে। কেউ খালেছ নিয়তে কিছু দান করলে সে তার বিনিময়ে ছওয়াব পাবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'দানকারী ব্যক্তিকে জান্নাতের ছাদাক্বার দরজা দিয়ে আহ্বান করা হবে' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৯০, 'ছাদাক্বার ফযীলত' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আল্লাহ তা'আলা দানশীল ব্যক্তির দানকে ডান হাতে গ্রহণ করেন। অতঃপর তা ঘোড়ার বাচ্চার ন্যায় লালিত-পালিত হ'তে হ'তে পাহাড়ের ন্যায় হয়ে যায় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৮৮৮)*। অতঃপর উক্ত দানের বস্তু যদি ডাকের মাধ্যমে বিক্রয় করা হয় এবং যদি কেউ মসজিদ-মাদরাসা উন্নয়নের লক্ষ্যে বেশী মূল্যে ক্রয় করে তাহ'লে ঐ ক্রেতাও নেকী পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'নিশ্চয়ই সমস্ত আমল নিয়তের উপর নির্ভরশীল' *(বুখারী, মিশকাত হা/১)*। উল্লেখ্য, ডাকের মাধ্যমেও ক্রয়-বিক্রয় করা যায় *(বুখারী হা/২১৪১)*।

প্রশ্নঃ (১৮/৪৩৮)ঃ স্ত্রী সহবাস ও স্বপ্নদোষে শরীর নাপাক হ'লে এবং গোসল করলে অসুস্থতা বেড়ে যাওয়ার আশংকা থাকলে করণীয় কি?

- আবু তাহের
বাগমারা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত অবস্থায় তায়াম্মুম করবে। আমর ইবনুল 'আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, এক যুদ্ধে ঠাণ্ডার রাত্রীতে আমার স্বপ্নদোষ হয়েছিল। আমি আশংকা করছিলাম যে গোসল করলে ধ্বংস হয়ে যাব। ফলে আমি তায়াম্মুম করলাম এবং সঙ্গীদের সাথে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। তারা এ বিষয় নবী করীম (ছাঃ)-এর নিকট পেশ করলে তিনি বলেন, হে আমর! তুমি কি উক্ত অবস্থায় তোমার সঙ্গীদের সাথে ছালাত আদায় করেছ? অতঃপর বিষয়টি আমি তাঁকে জানালাম এবং বললাম, আমি আল্লাহ্র কালাম শুনেছি যে, 'তোমরা তোমাদের নাফসকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি দয়াশীল'। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ইহা শুনে হাসলেন এবং চুপ থাকলেন *(ছহীহ আবুদাঊদ হা/৩৩৪, সনদ হাসান)*।

প্রশ্নঃ (১৯/৪৩৯)ঃ হাদীছে আছে, জুম'আর দিন এমন একটি সময় আছে যে সময় আল্লাহ্র কাছে দো'আ করলে তিনি কবুল করেন। সেটি কোন সময়? ছহীহ হাদীছের আলোকে উত্তর দানে বাধিত করবেন।

- ইসলাম
আত্রাই, রাজশাহী।

উত্তরঃ ছহীহ হাদীছ দ্বারা কেবল দু'টি সময়ের কথা প্রমাণিত হয়। তাহ'ল ইমাম মিম্বরে বসা থেকে নিয়ে ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত *(মুসলিম, মিশকাত হা/১৩৫৮)*। অপরটি আছরের ছালাতের পর থেকে সূর্যাস্ত পর্যন্ত *(তিরমিযী, সনদ ছহীহ, মিশকাত হা/১৩৫৯; মির'আতুল মাফাতীহ, ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ৪২)*। উল্লেখ্য, উক্ত সময়ের ব্যাপারে বিভিন্ন মতামত থাকলেও এ দু'টি সময়ই অধিক প্রাধান্যযোগ্য।

প্রশ্নঃ (২০/৪৪০)ঃ গাছ লাগিয়ে অন্যের জমির ক্ষতি করার কুফল জানিয়ে বাধিত করবেন।

- আবুল কাসেম
কোরপাই, কুমিল্লা।

উত্তরঃ কারো ক্ষতি করার উদ্দেশ্যে গাছ লাগানো ঠিক নয়। এটা এক প্রকার যুলুম। রাসূল (ছাঃ) যুলুম থেকে বেঁচে থাকার নির্দেশ দিয়েছেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫১২৩ 'অত্যাচার' অনুচ্ছেদ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'কোন ব্যক্তি যদি তার কোন মুসলিম ভাইয়ের প্রতি তার সম্মান কিংবা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে, তবে সে যেন ঐ দিন আসার পূর্বেই যেন তার নিকট হ'তে উহা মাফ করে নেয়, যেদিন তার নিকট দিরহাম ও দীনার কিছুই থাকবে না (অর্থাৎ মৃত্যু বা ক্বিয়ামতের দিনের পূর্বে)। কেননা ক্বিয়ামতের দিন যদি তার নিকট নেক আমল থাকে, তবে তার যুলুম পরিমাণ নেকী নেওয়া হবে। আর যদি তার কাছে নেকী না থাকে, তবে মাযলূম ব্যক্তির গুনাহ তার উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৪৮৯৯)*।

প্রশ্নঃ (২১/৪৪১)ঃ আমাদের গ্রামের জনৈক ধনী ব্যক্তি ওশর না দেওয়ায় ইমাম তার ফিৎরা গ্রহণ করেননি। একারণে ঐ ব্যক্তি কতিপয় লোক নিয়ে একটি নতুন মসজিদ নির্মাণ করেন। প্রশ্ন হ'ল- উক্ত মসজিদ নির্মাণ করা কি ঠিক হয়েছে?

- আবেদ
ভোটারপাড়া, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তরঃ একটি ফরয তরক হওয়ার কারণে অন্য ফরয তরক হয়ে যায় না। তাই ওশর না দেওয়ার কারণে তার ফিৎরার হুকুম বাতিল হবে না। সুতরাং তার ফিৎরা গ্রহণ করাতে কোন বাধা নেই *(মুসলিম, শরহে নববী ১/৫০)*। তবে ইমাম ছাহেব কোন বিকল্প পদ্ধতিতে তাকে অবশ্যই শাসন করতে পারেন। অপরদিকে এই তুচ্ছ কারণে ধনী ব্যক্তির পৃথক মসজিদ নির্মাণ করাও ঠিক হয়নি। কেননা মসজিদ থাকাবস্থায় বিরোধ সৃষ্টির উদ্দেশ্যে অন্য মসজিদ নির্মাণ করা সম্পূর্ণ শরী'আত পরিপন্থী *(তওবা ১০৭)*।

প্রশ্নঃ (২২/৪৪২)ঃ জনৈক বক্তা বলেন, আল্লাহ তা'আলা নাকি প্রত্যেক নবী-রাসূলকে মূর্তি ভাঙ্গার জন্য প্রেরণ করেছেন। উক্ত বক্তব্য কি সঠিক?

- মুহাম্মাদ মু'তাছিম বিল্লাহ (রুমী)
আটুলিয়া, শ্যামপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা নবী-রাসূলগণকে রিসালাতের পূর্ণাঙ্গ দায়িত্ব দিয়ে প্রেরণ করেছিলেন। যার মধ্যে মূর্তি ভাঙ্গাও অন্তর্ভুক্ত ছিল *(বুখারী, হা/৪৭২০; মুসলিম হা/১৭৮১)*। তাই শুধু মূর্তি ভাঙ্গার জন্য তাঁদেরকে প্রেরণ করা হয়েছিল না। আল্লাহ বলেন, 'আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের মধ্যে এই মর্মে রাসূল প্রেরণ করেছি যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদাত করবে এবং ত্বাগূত হ'তে বেঁচে থাকবে' *(নাহল ৩৬)*।

প্রশ্নঃ (২৩/৪৪৩)ঃ জনৈক ব্যক্তি বলেছেন, যারা চার মাযহাব কিংবা চার তরীক্বা মানবে না তারা কাফের। উক্ত কথার সত্যতা জানিয়ে বাধিত করবেন।

- মুহাম্মাদ মতীউর রহমান
পবাপাড়া, সপুরা, রাজশাহী।

উত্তরঃ উক্ত বক্তব্য সঠিক নয়। কেননা কোন মাযহাব বা ত্বরীকা মান্য করার ব্যাপারে আল্লাহ তা'আলা ও রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে কোন নির্দেশ নেই। আল্লাহ তা'আলা মুসলিম উম্মাকে তাঁর এবং তাঁর রাসূলের আনুগত্য করার নির্দেশ দিয়েছেন মাত্র। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ

তোমরা আল্লাহ্র আনুগত্য করো এবং রাসূলের আনুগত্য করো' *(নিসা ৫৯; আ'রাফ ৩)*। অর্থাৎ প্রত্যেক মুসলিম ব্যক্তি কেবল পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের অনুসরণ করবে। অন্য কোন মাযহাব, ত্বরীকা, ইজম, রসম-রেওয়াজ ও পীর-ফকীরের অনুসরণ করবে না।

প্রশ্নঃ (২৪/৪৪৪)ঃ হাদীছে আছে, মাযলূম, মুসাফির ও পিতা-মাতার দো'আ কবুল হয়। আমরা মাযলূম অবস্থায় দো'আ করি কিন্তু দো'আ কবুল হ'ল কি-না বুঝতে পারি না? এর কারণ কি?

- গোমলা রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ আল্লাহ তা'আলা কখনো দো'আ দ্রুত কবুল করেন আবার কখনো তার ফলাফল আখেরাতের জন্য রেখে দেন অথবা তার দ্বারা অন্য কোন কষ্ট দূর করে দেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'মুসলমান যখন অন্য মুসলমানের জন্য দো'আ করে যার মধ্যে কোনরূপ গুনাহ বা আত্মীয়তা ছিন্ন করার কথা থাকে না, আল্লাহ তা'আলা উক্ত দো'আর বিনিময়ে তাকে তিনটির যেকোন একটি দান করে থাকেন। (১) তার দো'আ দ্রুত কবুল করেন অথবা (২) তার প্রতিদান আখেরাতে প্রদান করার জন্য রেখে দেন অথবা (৩) তার থেকে অনুরূপ আরেকটি কষ্ট দূর করে দেন। একথা শুনে ছাহাবীগণ বললেন, তাহ'লে আমরা বেশী বেশী দো'আ করব। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, আল্লাহ আরও বেশী দো'আ কবুলকারী' *(আহমাদ, মিশকাত হা/২২৫৯ 'দো'আ সমূহ' অধ্যায়; ছহীহ, তানক্বীহ ২/৬৯; হিদায়াতুর রুওত হা/২১৯৯)*।

উল্লেখ্য, অত্র হাদীছে বর্ণিত শর্তটির সাথে অন্যান্য ছহীহ হাদীছে আরও তিনটি শর্ত বর্ণিত হয়েছে। যথা- দো'আকারীর খাদ্য, পানীয় ও পোষাক পবিত্র হওয়া (অর্থাৎ হারাম না হওয়া) এবং দো'আ কবুল হওয়ার জন্য ব্যস্ত না হওয়া *(মুসলিম, মিশকাত হা/২৭৬০; তানক্বীহুর রওয়াত ফী তাখরীজি আহাদীছিল মিশকাত; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১৩৯)*।

প্রশ্নঃ (২৫/৪৪৫)ঃ কাফনের কাপড় পুরুষ ও মহিলা উভয়ের জন্য কি তিনখানা? আমাদের এলাকায় মহিলাদের জন্য ৫টি কাপড়ের প্রচলন আছে। সঠিকটি জানিয়ে বাধিত করবেন।

- গোলাম রহমান
কলারোয়া, সাতক্ষীরা।
ও
মুহাম্মাদ কুরবান মোল্লা
বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ পুরুষ ও মহিলা সকল মাইয়েতের জন্য কেবল তিনটি কাপড় দিয়ে কাফন দিবে। একটি মাথা হ'তে পা ঢাকার মত বড় চাদর এবং দু'টি ছোট কাপড়। অর্থাৎ লেফাফা বা বড় চাদর, তহবন্দ বা লুঙ্গি ও ক্বামীছ বা জামা। বাধ্যগত অবস্থায় একটি কাপড় দিয়ে কিংবা যতটুকু সম্ভব ততটুকু দিয়েই কাফন দিবে। শহীদকে তার পরিহিত পোষাকে এবং মুহরিমকে তার ইহরামের দু'টি কাপড়েই কাফন দিবে। কাফনের অভাব ঘটলে এক কাফনে একাধিক ব্যক্তিকেও কাফন দেওয়া যাবে *(তালখীছ, পৃঃ ৩৪-৩৭; বায়হাক্বী ৪/৭; বুখারী, মুসলিম, মির'আত হা/১৬৫২, ২/৪৬২ পৃঃ)*।

উল্লেখ্য, মহিলাদের জন্য প্রচলিত পাঁচটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার হাদীছটি 'যঈফ' *(আলবানী, যঈফ আবুদাঊদ হা/৩১৫৭; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ১২১)*।

প্রশ্নঃ (২৬/৪৪৬)ঃ আমি একদা একাকী ফরয ছালাত আদায় করছিলাম। এমতাবস্থায় অন্য একজন এসে অন্য স্থানে ছালাত আদায় করল। এভাবে ছালাত পড়া বৈধ হবে কি?

- আব্দুল্লাহ
কাকডাংগা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ ইমামকে রুকূ, সিজদা, বৈঠক যে অবস্থায় পাওয়া যাবে সে অবস্থায় মুছল্লী জামা'আতে যোগদান করবে। তাতে সে জামা'আতের নেকী পাবে। অন্যথা সে জামা'আতের নেকী থেকে বঞ্চিত হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'তোমরা (ছালাতের যে অংশটুকু) পাও সেটুকু আদায় কর এবং যেটুকু বাদ পড়ে যায় সেটুকু পূর্ণ কর' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৮৬; নায়লুল আওত্বার ৪/৪৪৬; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৬)*। সুতরাং যখন কোন ব্যক্তি একাকী ছালাত শুরু করবে তখন অপর কোন ব্যক্তি আসলে তার সাথে ছালাত আদায় করবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৯৫; ফাতাওয়া উছায়মীন, ১৫/১৭৩)*।

প্রশ্নঃ (২৭/৪৪৭)ঃ অসুস্থ ব্যক্তি বসে ছালাত আদায়কালে সুস্থ ব্যক্তির ন্যায় পিঠ-মাথা সোজা না হ'লেও কি ছালাত শুদ্ধ হবে?

- তাযুল ইসলাম
আদবাড়ী, সিলেট।

উত্তরঃ অসুস্থতার কারণে দাঁড়াতে অক্ষম হ'লে কিংবা রোগ বৃদ্ধির আশংকা থাকলে বসে, শুয়ে বা কাত হয়ে ছালাত আদায় করলেও ছালাত হয়ে যাবে। যদিও রুকূ, সিজদা ঠিকভাবে আদায় না হয় *(বুখারী, মুসলিম, আহমাদ, ছালাতুর রাসূল (ছাঃ), পৃঃ ৮৭)*। সিজদার জন্য সামনে বালিশ বা উঁচু অন্য কিছু রাখা যাবে না। যদি মাটিতে সিজদা করা অসম্ভব হয় তাহ'লে ইশারায় ছালাত আদায় করবে। সিজদার সময় রুকূর চেয়ে মাথা কিছুটা বেশী ঝুঁকাবে *(তাবারাণী, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছহীহাহ হা/৩২৩)*।

প্রশ্নঃ (২৮/৪৪৮)ঃ অনেক মুছল্লী ফরয ছালাতের স্থান সুন্নাত পড়ার সময় পরিবর্তন করে ফেলে। এটা কি শরী'আত সম্মত?

- সোহেল রানা
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ মু'আবিয়া (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন যে, আমরা যেন এক ছালাতকে অপর ছালাতের সাথে একই স্থানে আদায় না

Contents

করি, যতক্ষণ আমরা কথা না বলি অথবা স্থান পরিবর্তন না করি *(মুসলিম হা/৮৮৩)*। উক্ত হাদীছ দ্বারা ছালাতের স্থান পরিবর্তন করা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হয়।

প্রশ্নঃ (২৯/৪৪৯)ঃ জামা'আত চলা অবস্থায় সামনের কাতার পূরণ হয়ে গেলে পেছনে দাঁড়ানোর জন্য সামনের কাতারের কোন মুছল্লীকে পিছনে টেনে নেওয়া যাবে কি?

- এম. মুজাহিদ
নওগাঁ।

উত্তরঃ সামনের কাতার পূরণ হওয়া অবস্থায় কোন ব্যক্তি একাকী আসলে সে একাকী পিছনের কাতারে দাঁড়াবে এবং ইমামের অনুসরণ করবে। কারণ তার জন্য জামা'আতে শরীক হওয়া ওয়াজিব। যেমন কোন মহিলা একাকী থাকলে সে একাকী পেছনে দাঁড়াবে। কারণ পুরুষের কাতারে দাঁড়ানো তার জন্য জায়েয নয় *(শায়খ উছায়মীন, ফাতাওয়া আরকানিল ইসলাম, পৃঃ ৩৭৩)*।

উল্লেখ্য, সামনের কাতার থেকে কোন মুছল্লীকে পেছনে টেনে আনার ব্যাপারে যে হাদীছ বর্ণিত হয়েছে, তা নিতান্তই যঈফ *(বিস্তারিত আলোচনা দ্রঃ আলবানী, ইরওয়াউল গালীল হা/৫৪১, ২/৩২৩-৩২৯পৃঃ; তাবরাণী, কিতাবুল আওসাত ৮/৩৭৪, হা/৭৭৬৪)*। তাছাড়া সামনের কাতার থেকে মুছল্লীকে পেছনে টেনে আনলে তাকে ছালাতের মধ্যে দ্বিধার মধ্যে ফেলে দেয়া হয়, তাকে উত্তম থেকে অনুত্তমের দিকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং এজন্য কাতারে শূন্যতা সৃষ্টি হয় *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১৩/৩৮)*।

উল্লেখ্য যে, একাকী পেছনের কাতারে দাঁড়িয়ে ছালাত হবে না মর্মে যে হাদীছ রয়েছে তা তখনই প্রযোজ্য যখন সামনের কাতার অপূর্ণ থাকবে *(ইরওয়াউল গালীল ২/৩২৩-৩২৯পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩০/৪৫০)ঃ কোন হিন্দু যদি মুসলিম হ'তে চায় আর কেউ যদি তাকে শুধু কালেমা ত্বাইয়েবা পড়ায় তাহ'লে সে কি মুসলিম হয়ে যাবে?

- মুহাম্মাদ গোলাম আযম
দেবীপুর, লালপুর, রাজশাহী।

উত্তরঃ গোসল ও কালেমায়ে শাহাদাতের মাধ্যমে অমুসলিমকে মুসলিম করাতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অশ্বারোহী দল ছুমামা বিন উছালকে বন্দী করে নিয়ে এসে মসজিদে নববীর এক স্তম্ভে বেঁধে রাখেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাকে দু'দিন জিজ্ঞেস করেন। অতঃপর তৃতীয় দিন জিজ্ঞেস করার পরে ছাহাবাগণকে তাকে ছেড়ে দিতে বলেন। ছাহাবীগণ তাকে ছেড়ে দিলে সে মসজিদে নববীর নিকটবর্তী এক খেজুর বাগানে গিয়ে গোসল করে এবং মসজিদে প্রবেশ করে। অতঃপর কালেমায়ে শাহাদাত পাঠ করে *(মুসলিম, মিশকাত হা/৩৯৬৪)*। অন্য এক বর্ণনায় রয়েছে, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ছাহাবাগণকে বললেন, তোমরা তাকে অমুকের বাগানে নিয়ে যাও এবং গোসল করার নির্দেশ দাও *(আহমাদ, বায়হাক্বী, ছহীহ ইবনে খুযায়মা, তানক্বীহুর রুওয়াত, পৃঃ ১৬২, 'বন্দীদের হুকুম' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্নঃ (৩১/৪৪১)ঃ কিছু দিন থেকে মেয়েদের পাশাপাশি ছেলেদেরকে বিবাহ অনুষ্ঠানে আংটি ও স্বর্ণের চেন উপহার দেওয়া হচ্ছে। পুরুষের জন্য স্বর্ণ ব্যবহার করা সম্পর্কে শরী'আতের বিধান কি?

- সারজেনা খাতুন
বানিয়াপাড়া, জয়পুরহাট।

উত্তরঃ বর্তমানে হারাম বস্তুকে অনেকেই ঘৃণিত প্রথানুযায়ী হালাল মনে করে নিচ্ছে। তন্মধ্যে বিভিন্ন অনুষ্ঠানে পুরুষদের জন্য স্বর্ণের বস্তু উপহার দেওয়া যা শরী'আতে হারাম করা হয়েছে। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'আমার উম্মতের পুরুষদের উপর রেশম-এর কাপড় ও স্বর্ণ হারাম করা হয়েছে এবং নারীদের জন্র হালাল করা হয়েছে *(তিরমিযী ১/১৩২ পৃঃ; নাসাঈ ২/২৮৫পৃঃ; আহমাদ ৪/৩৯৪ পৃঃ হাদীছ ছহীহ)*।

প্রশ্নঃ (৩২/৪৪২)ঃ অসুস্থ খত্বীব খুৎবা চলাকালীন অসুস্থতা বেড়ে গেলে বসে খুৎবা শেষ করতে পারে কি?

- আব্দুল্লাহ
কাকডাঙ্গা, সাতক্ষীরা।

উত্তরঃ জুম'আর খুৎবা দাঁড়িয়ে প্রদান করতে হবে এটাই বিধিবদ্ধ সুন্নাত। জাবের ইবনু ছামুরা হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। অতঃপর মাঝে একটু বসতেন তারপর আবার দাঁড়িয়ে খুৎবা দিতেন। রাবী বলেন, যে ব্যক্তি বলে যে বসে খুৎবা দিয়েছেন সে তার প্রতি মিথ্যারোপ করল। আল্লাহ্র কসম আমি তাঁর সাথে অনেক ছালাত পড়েছি *(মুসলিম, আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১৪১৫)*। তবে অসুস্থতা জনিত কারণে খত্বীব বসে খুৎবা শেষ করতে পারেন *(ফিক্বহুস সুন্নাহ, ১ম খণ্ড, পৃঃ ২৩২)*।

প্রশ্নঃ (৩৩/৪৪৩)ঃ আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেছেন, 'আল্লাহ্র নিকট যখন কিছু চাইবে তখন দু'হাত প্রসারিত কর এবং দো'আর শেষে উভয় হাত দ্বারা মুখমণ্ডল মাসেহ কর'। হাদীছটি কি ছহীহ?

- এস.এ তারেক হাসান
বরিশাল।

উত্তরঃ বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(যঈফ ইবনু মাজাহ হা/১১৮১; ইরওয়া হা/৪৩৪)*। উল্লেখ্য, একাকী হাত তুলে দো'আ করা সম্পর্কে অনেক ছহীহ হাদীছ বর্ণিত হয়েছে। কিন্তু দো'আর পর মুখে হাত মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই। শায়খ আলবানী (রহঃ) বলেন, দো'আর পরে দু'হাত মুখে মাসাহ করা সম্পর্কে কোন ছহীহ হাদীছ নেই *(মিশকাত, হাশিয়া ২/৬৯৬ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৪/৪৪৪)ঃ কতিপয় আলেম বলেন যে, ধানের ফিৎরা চলবে না। চাউল, গম, যব ইত্যাদির ফিৎরা দিতে হবে। আবার কোন কোন আলেম যুক্তি দেন যে, যবের যেমন খোসা আছে ধানেরও তেমন খোসা আছে। সুতরাং ধানের ফিৎরা দেওয়া যাবে। চাউলের ফিৎরার দলীল নেই। টাকা দ্বারা ফিৎরা দেওয়া যাবে কি? সঠিক সমাধান দানে বাধিত করবেন।

- আব্দুল্লাহ আল-মামুন
আখিলা, নাচোল, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তরঃ হাদীছে ফিৎরা প্রদানের ব্যাপারে বিভিন্ন খাদ্যশস্যের নাম সহ সাধারণভাবে 'ত্বা'আম' বা খাদ্যের কথা এসেছে। যা দ্বারা পৃথিবীর সকল খাদ্য শস্যকে বুঝানো হয়েছে। সরাসরি চাউলের কথা উল্লেখ না থাকলেও তা যে ত্বা'আম বা খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত, তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু ধান খাদ্যের অন্তর্ভুক্ত নয়। কেননা ধান মানুষের জন্য সরাসরি খাদ্য নয়। যবের উপরে ধানের ক্বিয়াস করা যাবে না। কেননা যব খোসা সহ পিষে খাওয়া যায়। কিন্তু ধান খোসা সহ পিষে খাওয়া যায় না।

আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেন, আমরা এক ছা' করে ত্বা'আম (খাদ্য) প্রদান করতাম অথবা যব, খেজুর, পনির ও কিশমিশ থেকে এক ছা' করে প্রদান করতাম *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৬ 'ছাদাক্বাতুল ফিত্‌র' অনুচ্ছেদ)*। সুতরাং এদেশের প্রধান খাদ্য হিসাবে চাউল দ্বারা ফিৎরা প্রদান করাই শরী'আত সম্মত। টাকা-পয়সা দ্বারা ফিৎরা আদায় করা উচিত নয়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে সোনা-রূপার মুদ্রা বাজারে প্রচলিত থাকা সত্ত্বেও তিনি খাদ্যবস্তু দ্বারা ফিৎরা দিয়েছেন এবং ঈদগাহের উদ্দেশ্যে বের হওয়ার পূর্বেই জমা করার নির্দেশ প্রদান করেছেন' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৮১৫-১৬; দ্রঃ ডিসেম্বর ২০০০ প্রশ্নোত্তর ২০/৯০)*।

প্রশ্নঃ (৩৫/৪৪৫)ঃ মসজিদে মাইকের ব্যবস্থা না থাকলে সাহারীর সময় বাঁশী বাজিয়ে, সাইরেন বাজিয়ে ও দল বেঁধে ঢোল পিটিয়ে কিংবা মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি কি শরী'আত সম্মত ?

- আব্দুল ওয়াহাব
ধামরাই, ঢাকা।

উত্তরঃ সাহারীর জন্য আযান দেওয়া সুন্নাত। সেটা মাইক দ্বারা হৌক বা বিনা মাইকে হৌক। ইবনু ওমর (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'বেলাল রাতে (সাহারীর) আযান দেয়। তোমরা ততক্ষণ পর্যন্ত খাও এবং পান কর যতক্ষণ না ইবনু উম্মে মাকতূমের (ফজরের) আযান শুনতে না পাও' *(বুখারী ১/৮৬ পৃঃ; মুসলিম ১/৩৪৯ পৃঃ)*। অন্য বর্ণনায় রয়েছে, সামুরাহ ইবনু জুনদুব (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, 'বেলালের আযান তোমাদেরকে সাহারী খাওয়া থেকে যেন বাধা না দেয়' *(মুসলিম ১/৩৫০)*।

উপরোল্লিখিত হাদীছ দু'টি প্রমাণ করে যে, রামাযান মাসে সাহারী খাওয়ার উদ্দেশ্যে সাধারণ জনগণকে জাগাবার জন্য ফজরের আযানের পূর্বে প্রচলিত নিয়মে সাহারীর সময় বাঁশী বাজানো, পটকা ফুটানো, গজল গাওয়া ও মাইকে চিৎকার করে ডাকাডাকি ইত্যাদি করা শরী'আত পরিপন্থী ও মনগড়া কাজ। বিশেষ করে সাইরেন ও পটকা ফুটানো ইহুদীদের আচরণ *(বুখারী ৮৫ পৃঃ)*। সুতরাং সাহারীর জন্য আযান দেওয়াই হচ্ছে একমাত্র শরী'আত সম্মত পন্থা। বুখারীর ভাষ্যকার ইবনু হাজার আসক্বালানী বলেন, সাহারীর সময় (আযান ব্যতীত) লোক জাগানো নামে অন্য যেসব কাজ করা হয়, সবই বিদ'আত *(নায়ল ২/১১৯পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৬/৪৪৬)ঃ ঈদের ছালাত শেষে পরস্পরে কোলাকুলি করা যায় কি?

- হুসাইন আল-মাহমুদ
উত্তর পতেঙ্গা, চট্টগ্রাম।

উত্তরঃ বিশেষভাবে ঈদের ছালাত শেষে কোলাকুলি করার কোন দলীল পাওয়া যায় না। এটা বিদ'আত। তবে সাধারণভাবে আগন্তুক ব্যক্তির সাথে কোলাকুলি করা যায়। আনাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-এর ছাহাবীগণ পরস্পর সাক্ষাতে মুছাফাহা করতেন, আর সফর থেকে আসলে কোলাকুলি করতেন *(ত্বাবারাণী আওসাত্ব, বায়হাক্বী, সিলসিলা ছাহীহাহ হা/১৬০-এর ব্যাখ্যা ১/২৫২ পৃঃ)*।

প্রশ্নঃ (৩৭/৪৪৭)ঃ রামাযানের ইফতার এবং তারাবীহ-এর জামা'আতের জন্য বেল বাজানো কি জায়েয?

- খোবায়েব
ঢাকা কলেজ, ঢাকা।

উত্তরঃ যে কোন ছালাতের জন্য ঘন্টা বাজিয়ে মানুষকে আহ্বান করা কিংবা ইফতার করার জন্য ঘন্টা বা সাইরেন বাজানো জায়েয নয়। কারণ এতে ইহুদীদের সাদৃশ্য রয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪৯ 'আযান' অনুচ্ছেদ)*। পক্ষান্তরে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (ছাঃ)-এর পক্ষ থেকে ছালাতের জন্য আযানের ব্যবস্থা রয়েছে *(জুম'আ ৯; বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৬৪১)*। আর সূর্যাস্ত যাওয়া দেখে দ্রুত ইফতার করার জন্য তাকীদ করা হয়েছে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১৯৮৫)*। অতএব কে শুনতে পেল না পেল সেদিকে লক্ষ্য না করে মুখে বা মাইকে একমাত্র আযানের মাধ্যমেই মানুষকে ছালাতের জন্য ডাকতে হবে এবং সূর্যাস্ত দেখেই ইফতার করতে হবে।

প্রশ্নঃ (৩৮/৪৪৮)ঃ রামাযানের ১ম দশ দিন রহমত, ২য় দশ দিন মাগফেরাত ও শেষ দশ দিন জাহান্নাম হ'তে মুক্তির সময়। উক্ত হাদীছটি কি ছহীহ?

- মিনহাজ আহমাদ
যোগীপাড়া, নাটোর।

উত্তরঃ রামাযান মাসকে তিন ভাগে ভাগ করা সম্পর্কে সালমান ফারেসী (রাঃ) থেকে বায়হাক্বীতে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ *(আলবানী, মিশকাত হা/১৯৬৫ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। বরং ছহীহ

Contents

হাদীছ সমূহে একথা এসেছে যে, পুরা রামাযান মাসই রহমত ও মাগফেরাতের মাস এবং এ মাসে জাহান্নামের দরজা সমূহ বন্ধ করা হয় ও জান্নাতের দরজা সমূহ খুলে দেওয়া হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৯৫৬ 'ছিয়াম' অধ্যায়)*। এই মাসে বহু লোক জাহান্নাম থেকে মুক্তি প্রাপ্ত হয় *(তিরমিযী, ইবনু মাজাহ, মিশকাত হা/১৯৬০)*।

প্রশ্নঃ (৩৯/৪৪৯)ঃ ছিয়াম অবস্থায় দিনের বেলা ঘুমালে, স্বপ্নে কিছু খেলে বা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম ভঙ্গ হবে কি?

- আব্দুল্লাহ আল-লুবাব
গোবিন্দগঞ্জ, গাইবান্ধা।

উত্তরঃ ছিয়াম অবস্থায় ঘুমালে, ঘুমের মধ্যে খেলে কিংবা স্বপ্নদোষ হ'লে ছিয়াম মাকরূহ হবে না। আয়েশা (রাঃ) বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছিয়াম অবস্থায় ফজর হয়ে যায়। তারপর গোসল করেন এবং ছিয়াম পালন করেন *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/২০০১)*।

প্রশ্নঃ (৪০/৪৫০)ঃ শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম কি একাধারে রাখতে হবে? না মাঝে মধ্যে রাখলেও চলবে? ছয়টি ছিয়ামের ফযীলত জানতে চাই।

- মাহবুবুর রহমান
হরিরামপুর, বাঘা, রাজশাহী।

উত্তরঃ রামাযানের পর পরই শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম ধারাবাহিকভাবে রাখা ভাল। তবে কেউ যদি মাঝে মধ্যে ছিয়াম রাখে তাতে কোন দোষ নেই। যেভাবেই হৌক শাওয়াল মাসে রাখলেই চলবে। উক্ত ছিয়ামের ফযীলত সম্পর্কে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন,

مَنْ صَامَ رَمَضَانَ، ثُمَّ أَتْبَعَهُ سِتًّا مِنْ شَوَّالٍ كَانَ كَصِيَامِ الدَّهْرِ–

'যে ব্যক্তি রামাযানের ছিয়াম পালন শেষ করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করল, সে যেন সারা বছর ছিয়াম পালন করল' *(মুসলিম, মিশকাত হা/২০৪৭ 'নফল ছিয়াম' অনুচ্ছেদ)*। অন্য হাদীছে এক বছরের হিসাব রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এভাবে দিয়েছেন যে, 'রামাযানের একমাস ছিয়াম (১০ গুণ নেকী ধরলে) ১০ মাসের সমান এবং (শাওয়ালের) ছয়টি ছিয়াম দু'মাসের সমান' *(বায়হাক্বী, হাদীছ ছহীহ, ইরওয়া ৪/১০৭ পৃঃ, হা/৯৫০-এর আলোচনা)*।

উক্ত হাদীছের তাৎপর্য হচ্ছে- রামাযানের ছিয়াম পালন করে শাওয়াল মাসের ছয়টি ছিয়াম পালন করলে সারা বছরের ছিয়াম পালনের নেকী পাওয়া যায়।

Contents

YEAR TABLE (10Th Vol.) (Oct. 2006 to Sept. 2007)

(১০ম বর্ষ ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০০৬ হ'তে ১২তম সংখ্যা সেপ্টেম্বর ২০০৭ পর্যন্ত)

Contents

বাৎসরিক সর্বমোট হিসাব

১. সম্পাদকীয় ১২টি, ২. দরসে কুরআন ১টি, ৩. দরসে হাদীছ ৬টি, ৪. ছাহাবা চরিত ১টি, ৫. মনীষী চরিত ২টি, ৬. অর্থনীতির পাতা ২টি, ৭. সাময়িক প্রসঙ্গ ১টি, ৮. নবীনদের পাতা ১টি, ৯. গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান ৬টি, ১০. চিকিৎসা জগৎ ১০টি, ১১. কবিতা ৪৭টি, ১২. মহিলাদের পাতা ১টি, ১৩. ক্ষেত-খামার ১৬টি, ১৪. প্রশ্নোত্তর ৪৭০টি।

সোনামণি, স্বদেশ-বিদেশ, মুসলিম জাহান, বিজ্ঞান ও বিস্ময়, সংগঠন সংবাদ, পাঠকের মতামত, জনমত কলাম ইত্যাদি কলামগুলি উক্ত হিসাবের বাইরে।

Contents

প্রশ্নোত্তর

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents

Contents